গল্পে গল্পে

হযরত আবু বকর

রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু

মুহাম্মদ সিদ্দিক আল মান্‌শাবী

দারুস সালাম বাংলাদেশ

গল্পে গল্পে
হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু

মূল

মুহাম্মদ সিদ্দিক আল মান্‌শাবী

অনুবাদ ও সম্পাদনায়

যোবায়ের হোসাইন রাফীকী

দাওরায়ে হাদীস (মুমতাজ)
আল জামিয়াতুল আহ্‌লিয়া দারুল উলূম মঈনুল ইসলাম
হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।
ফাযিল (অনার্স), আল হাদিস অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ
তামিরুল মিল্লাত কামিল মাদ্‌রাসা, ঢাকা।

প্রকাশনায়

দারুস সালাম বাংলাদেশ
কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক প্রকাশনা
৩৮/৩, কম্পিউটার কমপ্লেক্স, বাংলাবাজার, ঢাকা
মোবা : ০১৭১৫৮১৯৮৬৯, ০১৯৭৫৮১৯৮৬৯
E-mail: darussalambangladesh@gmail.com

www.pathagar.com

পৃষ্ঠপোষকতায়
মোসাম্মাৎ সকিনা খাতুন

প্রকাশক
মুহাম্মদ আবদুল জাব্বার
দারুস সালাম বাংলাদেশ
মোবাইল : ০১৭১৫৮১৯৮৬৯, ০১৯৭৫৮১৯৮৬৯।

পরিচালক
ফাওযুল আযিম ফাওযান

পরিচালনায়
মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম
মোবাইল : ০১৯২৬২৭৩০৩৫।

প্রথম প্রকাশ ঃ ফেব্রুয়ারী, ২০১৫
দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ সেপ্টেম্বর, ২০১৭

মুদ্রণে ঃ আল আবাকা প্রিন্টার্স

হাদিয়া ঃ ১৮০.০০ টাকা মাত্র।

www.pathagar.com

অনুবাদকের কথা

بسم الله الرحمن الرحيم

সকল প্রশংসা সেই আল্লাহ তাআ'লার যিনি মুসলমানদের জন্যে ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনার আদর্শ হিসেবে হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর মতো এক মহান রাষ্ট্রনায়ককে উপমা হিসেবে রেখেছেন। আর দরূদ ও সালাম সেই মহামানবের ওপর যাঁর আদর্শ অনুসরণে হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এক আলোড়ন সৃষ্টিকারী শাসন পরিচালনা করে বিশ্বের বুকে ন্যায়-ইনসাফের ইতিহাস গড়ে গেছেন।

হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর জীবনে ঘটে যাওয়া আকর্ষণীয় ঘটনাগুলো থেকে একশত ঘটনা বিশিষ্ট আরবীয় লেখক মুহাম্মদ সিদ্দিক আল মান্‌শাবী তাঁর ١٠٠ قِصَّةٍ وَقِصَّةٍ مِنْ حَيَاةِ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيْقِ رضى الله عنه নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন। বাংলা ভাষাভাষী কিশোর কিশোরীর নিকট ইসলামের উজ্জ্বল নক্ষত্র, ইসলামী রাষ্ট্রের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর জীবনের শিক্ষণীয় ঘটনাগুলো তুলে ধরতে আমরা এ বইটি বাংলায় অনুবাদ করার ইচ্ছা করি। অবশেষে মহান আল্লাহর ইচ্ছায় তা সম্পন্ন করি। সে একশত ঘটনার সাথে আমরা আরো কিছু আকর্ষণীয় ঘটনাও সংযোগ করি।

প্রিয় বন্ধুরা! বর্তমান অপসংস্কৃতির কবল থেকে নিজেদের রক্ষা করে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ও সুন্দর জীবন গঠন করতে প্রয়োজন আদর্শবান নক্ষত্রতুল্য লোকদের অনুসরণ। কিন্তু বড় আফসোস! মুসলমানের ঘরে জন্মগ্রহণ করে আমরা বিজাতীয় লোকদের অনুসরণ করে গর্ববোধ করি, অথচ আমাদের অতীত ইতিহাস কত উজ্জ্বল, ইসলামে কত মহান মহান ব্যক্তি রয়েছেন তা আমাদের অনেক ছোট বন্ধুরা জানেই না। তাঁদের একজনের সাথে যদি বর্তমান বিশ্বে স্বীকৃত সকল মনীষীর তুলনা করা হয় তবুও তাঁদের একজনের সমতুল্য হবে না।

এ গ্রন্থে উম্মতে মুহাম্মাদীর অগ্রগামী সৈনিক, প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর জীবনে ঘটে যাওয়া মহামূল্যবান ঘটনাবলি সুন্দর ও সাবলীল ভাষায় তুলে ধরা হয়েছে। যে ঘটনাগুলো কোনো ব্যক্তির জীবনকে সুন্দর করে সাজানোর ক্ষেত্রে পরশপাথরের ন্যায় কাজ করবে। হ্যাঁ ছোট্ট বন্ধুরা, তোমার জীবনের আমূল পরিবর্তন নিয়ে আসতে হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর জীবনে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনাই যথেষ্ট।

অবশেষে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ, তিনি যেন আমাদেরকে হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর মতো মহান ব্যক্তিকে অনুসরণ করে নিজেদের জীবন গড়ার তাওফীক দান করেন.....আমীন।

দোয়া কামনায়

যোবায়ের হোসাইন রাফীকী

www.pathagar.com

সূচিপত্র

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু	৯
১. দ্বিধাহীন ইসলাম গ্রহণ	১৩
২. তিনি যদি তা বলে থাকেন তাহলে সত্যই বলেছেন	১৪
৩. একটি আশ্চর্যজনক স্বপ্ন	১৫
৪. আল্লাহ তার চোখ অন্ধ করে দিয়েছেন	১৫
৫. তোমার বন্ধু আক্রান্ত হয়েছে	১৬
৬. ত্বালহার ইসলাম গ্রহণ ও হযরত আবু বকর	১৭
৭. হযরত আবু বকর অন্যের আশ্রয় ফিরিয়ে দিলেন	১৮
৮. হযরত আবু বকরের মায়ের ইসলাম গ্রহণ	২০
৯. সফর সঙ্গী, হে আল্লাহর রাসূল	২২
১০. রোম পরাজয় বরণ করেছে	২৪
১১. আবু বকরের এক রাত ওমরের পরিবার-পরিজন থেকেও উত্তম	২৬
১২. সাপের গর্ত	২৮
১৩. চিন্তা করো না আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন	২৯
১৪. মদিনার পথে	৩০
১৫. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে দুধ দিলেন	৩০
১৬. দুই বন্ধুর পথ চলা	৩১
১৭. আমি আমার প্রতিপালকের ওপর সন্তুষ্ট	৩২
১৮. আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু জান্নাতে	৩৩
১৯. জান্নাতের সব দরজা	৩৪
২০. আমাকে দোয়া শিখিয়ে দিন	৩৪
২১. ক্ষুধা-ই আমাদেরকে বের করেছে	৩৫
২২. আবু বকর! তাদেরকে ছেড়ে দাও	৩৭
২৩. আমার আগেই তিনি সুসংবাদ দিয়ে ফেলেছেন	৩৮
২৪. আবু বকরের পক্ষে আল্লাহর সাক্ষী	৩৯
২৫. আবু কুহাফার ইসলাম গ্রহণ	৪১
২৬. আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর সম্পদ	৪১

www.pathagar.com

২৭.তিন কথা, যার প্রত্যেকটিই সত্য ৪২
২৮.কোনো সম্মুখ যোদ্ধা আছ? ৪৩
২৯.আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও তাঁর ছেলে ৪৩
৩০.রিদওয়ানে আকবার ৪৪
৩১.আল্লাহর শপথ! নিশ্চয়ই তিনি সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত ৪৫
৩২.আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর পরিবারের বরকত ৪৬
৩৩.সম্মানিত লোকই সম্মানিতকে চিনে ৪৭
৩৪. নবীর ভালোবাসায় ৪৮
৩৫.তুমি দোহাই দিও না ৪৯
৩৬.নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সবচেয়ে প্রিয় মানুষ ৫০
৩৭.কে প্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে ৫০
৩৮.সুসংবাদ গ্রহণ কর.....সাহায্য আসছে ৫১
৩৯.যার সাথে গোপনে কথা বলেছি তাঁকে শুনিয়েছি ৫২
৪০.কারো কাছে কিছু চাইতেন না ৫৩
৪১.যদি খলিল গ্রহণ করতাম ৫৩
৪২.আবু বকর! আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন ৫৪
৪৩.অনুগ্রহপ্রাপ্ত ৫৬
৪৪.আমার সাথিকে ছেড়ে দিচ্ছ? ৫৭
৪৫.আবু বকর আমাকে কখনো কষ্ট দেয়নি ৫৮
৪৬.কল্যাণের সমষ্টি ও জান্নাতের সুসংবাদ ৫৮
৪৭.আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও রাফে বিন আমর আত্তাঈ ৫৯
৪৮.এ শায়েখ কেন কাঁদছে? ৬১
৪৯.নিশ্চয়ই তোমরা ইউসুফের সাথিদের ছোটরূপ ৬২
৫০.তোমরা ভালো করেছ ৬৩
৫১.জীবিত ও মৃত উভয় অবস্থায় আপনি কতই না উত্তম ৬৪
৫২.বিষাক্ত মহিলা ৬৫
৫৩.এ তিনটি মর্যাদা কার? ৬৬
৫৪.প্রথম ভাষণ ৬৭
৫৫.আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু যেভাবে বিচার করতেন ৬৮

www.pathagar.com

৫৬.আমি আরোহণ করব না আর তুমিও নামবে না ৬৮
৫৭.যদি তারা একটি রশিও দিতে অস্বীকার করে ৬৯
৫৮.কাপড় বিক্রেতা ৭০
৫৯.উম্মে আয়মানের কান্না ৭১
৬০.তুমি দৃঢ়তা অবলম্বন করেছ ৭১
৬১.ভীমরুল ও মৌমাছির দংশন ৭২
৬২.বদরের যুদ্ধে নবী ﷺ-এর পাহারাদার ৭২
৬৩.চোর ও শাস্তি ৭৩
৬৪.উত্তম কে? ৭৪
৬৫.হযরত ওমরের কান্না ৭৫
৬৬.নাতীকে নিয়ে মদিনায় ঘুরে বেড়ানো ৭৬
৬৭.হাউজে তুমি আমার সাথি ৭৬
৬৮.এ তীর আমার ছেলেকে হত্যা করেছে ৭৭
৬৯.আমার থেকে প্রতিশোধ নাও ৭৮
৭০.এ মিসকিনের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর ৭৯
৭১.ওটাই আমাকে কাঁদিয়েছে ৮০
৭২.নবীর সাথে মক্কায় প্রবেশ ৮১
৭৩.প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী ৮২
৭৪.আল্লাহর পক্ষ থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত ৮৩
৭৫.আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর মতামত ৮৩
৭৬.তোমার ওপর একজন নবী ও একজন সিদ্দিক রয়েছেন ৮৪
৭৭.আল্লাহর নাঙ্গা তলোয়ারের ইসলাম গ্রহণ ৮৪
৭৮.শাসনকর্তার গবেষণা ৮৫
৭৯.আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর জিহ্বাকে শাস্তি দিচ্ছিলেন ৮৫
৮০.তুমি তো আমাকে ধ্বংস করে দিতে ৮৬
৮১.নবিগণের পর সবচেয়ে মর্যাদাবান লোক ৮৭
৮২.আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু খিলাফতের যোগ্য ৮৭
৮৩.হে আল্লাহ মদিনাকে আমাদের কাছে প্রিয় করে দাও ৮৮
৮৪.কুমারী ও বিধবা ৮৮

www.pathagar.com

৮৫.আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও উকবা বিন আবু মুআইত	৮৯
৮৬.যাকে আল্লাহ সিদ্দিক নামে নামকরণ করেছেন	৮৯
৮৭.আবু বকর চার কাজে আমার থেকে অগ্রগামী	৯০
৮৮.তিন চাঁদ	৯০
৮৯.আল্লাহর রাস্তায় হাঁটা	৯১
৯০.সহচরদের পরীক্ষা	৯১
৯১.আল্লাহ তাআ'লা আবু বকরকে রহম করুন	৯২
৯২.আবু বকর সত্য বলেছে	৯২
৯৩.আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও বদরের যুদ্ধবন্দি	৯৩
৯৪.বদরী সাহাবী	৯৪
৯৫.খাদ্যের বরকত	৯৫
৯৬.আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর মর্যাদা	৯৬
৯৭.তোমরা নিজেদের চিন্তা কর	৯৬
৯৮.বড় মর্যাদা	৯৭
৯৯.আপনি আমাকে আদেশ করুন আমি তার ঘাড়ে আঘাত করি	৯৭
১০০.তুমি ও তোমার সম্পদ সবই তোমার বাবার	৯৮
১০১.কল্যাণের পথে অগ্রগামী	৯৮
১০২.তুমি কি এটি পছন্দ কর	৯৯
১০৩.শ্রবণ ও দৃষ্টি	৯৯
১০৪.যে সামান্য পরিমাণ আমল করবে	১০০
১০৫.জান্নাতের পরিণতবয়সিদের সর্দার	১০০
১০৬.বৃদ্ধার সেবায় মুসলিম বিশ্বের শাসনকর্তা	১০১
১০৭.দাদির মিরাস ও হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু	১০১
১০৮.বায়তুল মাল উন্মুক্ত কর	১০২
১০৯.হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর সদকা	১০৩
১১০.যদি আমি পাখি হতাম	১০৩
১১১.উসামার নেতৃত্ব ও হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু	১০৪
১১২.হে শ্রেষ্ঠ মানব	১০৪
১১৩.হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর আযাদকৃত দাস	১০৫

www.pathagar.com

১১৪.পিতার সাথে হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর ব্যবহার ১০৫
১১৫.লানতকারী হয়ো না ১০৬
১১৬.জনগণকে তাঁর বাইয়াত থেকে মুক্ত করে দিলেন ১০৬
১১৭.আপনি পরবর্তীদের কাঁদিয়ে গেলেন ১০৭
১১৮.কথা না বলার মানতকারী মহিলার প্রতি নসিহত ১০৮
১১৯.মৃত্যুর বিছানায় ১০৯
১২০.জান্নাত পেয়ে সফল ১১০

www.pathagar.com

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু

তিনি হযরত আব্দুল্লাহ বিন উসমান বিন আ'মির আল কোরাইশী.....আবু বকর বিন আবু কুহাফা আত্তাইমী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু। যিনি খোলাফায়ে রাশেদিনের প্রথম খলিফা ও জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশ সাহাবীর মধ্যে একজন। ইসলাম গ্রহণে তিনি ছিলেন অগ্রগামীদের একজন। যিনি পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। দ্বীনের কাজে সম্পদ ব্যয়ে ও কষ্ট স্বীকারে তিনি কোনোরূপ কার্পণ্য করেননি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সকল বিপদে পাশে থেকে তাঁর বিপদগুলো তিনি বীরের মতো প্রতিহত করেছেন। তাঁর দ্বারা আল্লাহ তাআ'লা ইসলাম ও মুসলিম জাতিকে রক্ষা করেছেন। আর তাঁকে দৃঢ় বিশ্বাস ও পরিপূর্ণ ঈমান দান করেছেন। তিনি মুসলমানদের অনুকরণীয় আদর্শবান লোকদের মধ্যমণি। সারা জীবন তিনি মুনাফিক ও মুরতাদদের বিরুদ্ধে লড়াই করে গেছেন।

ঐতিহাসিক আমুল ফিলের আড়াই বছর পর হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ন্যায়নীতি ও সত্যবাদিতার মাঝে বেড়ে উঠেন আর তাই জুলুম, অত্যাচার সম্পর্কে তিনি জানতেন না। জাহিলী যুগের বর্বরতা তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। তিনি আরবীয় চরিত্রে আদর্শিত হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন বন্ধুভাবাপন্ন, উত্তম সঙ্গী, ওয়াদাপূরণকারী। তাঁর মাঝে মায়া-মমতা ছিল ভরপুর। ইসলাম আগমনের পূর্বেই তিনি নিজের ওপর মদকে হারাম করেছিলেন। ধনীদের সাথে তাঁর ভাব ছিল বন্ধুত্বপূর্ণ আর গরিবদের প্রতি তিনি ছিলেন খুবই দয়ালু। তিনি ছিলেন দানশীলতা ও আত্মত্যাগের উজ্জ্বল নক্ষত্র। নিজে খাওয়ার আগে গরিবদেরকে খেতে দিতেন। আরবদের নসবনামা সম্পর্কে তাঁর ভালো জ্ঞান ছিল। এ কারণে কোরাইশী

www.pathagar.com

যুবকরা আরবদের অতীত ইতিহাস ও নসবনামা জানার জন্যে তাঁর কাছে আসত।

তিনি নেতাদের নেতা ছিলেন। মর্যাদাগতভাবে তিনি ছিলেন সুউচ্চ। তাঁর কথা মানা হতো। তাছাড়াও তিনি তৎকালীন যুগে একজন অভিজ্ঞ ব্যবসায়ী ছিলেন। স্বপ্নের ব্যাখ্যা সম্পর্কে তাঁর ভালো জ্ঞান ছিল। আর এ কারণে মানুষ স্বপ্নের ব্যাখ্যা সম্পর্কে জানতে তাঁর কাছে আসত।

তিনি উজ্জ্বল চেহারার অধিকারী ও উঁচু বংশের লোক হওয়ার কারণে তাঁকে আতীক বলে ডাকা হতো। তাঁর জীবনে কলঙ্কময় কোনো অধ্যায় ছিল না। তিনি খুবই বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী ছিলেন এবং সুন্দর ও উজ্জ্বল চেহারার অধিকারী ছিলেন। তাঁর গায়ের রং ছিল শুভ্র। শারীরিকভাবে তিনি হালকা-পাতলা ছিলেন এবং ডাবা চক্ষুবিশিষ্ট ছিলেন। তাঁর গালের হাড়গুলো হালকা গোস্তের আবরণে ঢাকা ছিল। তিনি উঁচু কপালের অধিকারী ছিলেন। ছোটবেলা থেকেই তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে খুব বেশি ভালোবাসতেন।

হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু কোনো রকম ইতস্তত্তা ব্যতীতই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ঈমানের চাদরকে তাঁর গায়ে খুব ভালোভাবে জড়িয়ে নিয়েছিলেন। দ্বীনের জন্যে তাঁর সকল মালকে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। তাছাড়াও তিনি কাফের মুশরিকদের অত্যাচারের শিকার গরিব মুসলমান দাস দাসীকে ক্রয় করে আযাদ করে দিতেন। ইসলামের জন্যে তিনি কোরাইশদের অনেক অত্যাচার সহ্য করেছিলেন। অত্যাচারের তীব্রতা সহ্য করতে না পেরে তিনি মক্কা ত্যাগ করতে চাইলেন। তখন তাঁকে আবু দুগানা তার আশ্রয়ে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। অবশ্যই পরে তিনি আবু দুগানার আশ্রয় ত্যাগ করে শক্তিশালী রবের ধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিরাজ থেকে ফিরে আসার পর অনেক লোক তা বিশ্বাস করতে চায়নি এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ব্যাপারে সত্যবাদী বলে স্বীকৃতি দেয়নি। কিন্তু হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু সন্দেহাতীতভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মিরাজকে বিশ্বাস করেছেন এবং সত্য বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

www.pathagar.com

আর তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে 'সিদ্দিক' বলে অভিহিত করেন। হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু ছিলেন। তিনি তাঁর মেয়েকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে বিয়ে দিয়েছিলেন।

তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে হিজরত করেছেন এবং কোরআনে বর্ণিত গুহার সেই দু'জনের একজন ছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সকল যুদ্ধেই তিনি অংশগ্রহণ করেছেন। প্রতিটি যুদ্ধে জানবাজি রেখে লড়ে গেছেন। রণাঙ্গনের এ লড়াই করতে গিয়ে তিনি কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলেন। তবে প্রতিবারই আল্লাহর সাহায্য পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছেন।

রাতে নামাযের বিছানায় তাঁর সময় কাটত আর দিনে তিনি রোযা রেখে পার করতেন। মানুষের সাথে বিনম্র ব্যবহার করতেন এবং দুনিয়ার লোভ লালসা ও অর্থ-সম্পদ ত্যাগ করে চলতেন। শরীয়তের বিষয়ে গভীর জ্ঞান রাখতেন এবং সাথে সাথে তা মেনে চলতেন। এমন কোনো ভালো কাজ নেই তিনি করেননি এবং এমন কোনো ভালো পথ নেই যে পথে তিনি চলেননি। আল্লাহর ভয়ে তিনি অধিক কান্নাকাটি করতেন। তিনি পুণ্যবান ও আল্লাহভীরু ছিলেন। যাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাহান্নাম থেকে মুক্ত বলে ঘোষণা দিয়েছেন। সাথে সাথে এও বলেছেন যে, জান্নাতের প্রতিটি দরজা তাঁর জন্যে খোলা থাকবে। তিনি যে দরজা চান সে দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবেন।

তাঁকে খেলাফতের দায়িত্ব দিতে চাইলে তিনি তা গ্রহণ করতে চাননি। অবশেষে হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁর হাতে হাত রেখে বাইয়াত গ্রহণ করেন। সাথে সাথে সকল মানুষ তাঁর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেন। খিলাফতে অধিষ্ঠিত হওয়ার পরেই হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু প্রথমে রোমের বিরুদ্ধে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রেরিত ফেরত আসা সেই সৈন্যবাহিনীকে তাঁর নির্বাচিত নেতা হযরত উসামা বিন জায়েদকে প্রধান রেখে পুনরায় প্রেরণ করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইন্তেকালের পর পরই আরবের বিভিন্ন গোত্রের লোকেরা ইসলাম ত্যাগ করে পুনরায় তাদের ধর্মে ফিরে যেতে লাগল। খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করার পর

www.pathagar.com

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু প্রথমেই এ বিশাল সমস্যার সম্মুখীন হলেন। আবার অন্যকিছু গোত্র যাকাত দিতে অস্বীকার করে বসে। এতেকরে সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করে। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এক এক করে সবাইকে কঠোর হস্তে দমন করেন। তিনি সৈন্যদলকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে বিভিন্ন এলাকা নির্ধারণ করে দিয়ে প্রেরণ করেন। তাঁর প্রেরিত মুসলিম সৈন্যদের আক্রমণে মুরতাদ ও কাফেরদের এলাকাগুলোতে ভূমিকম্পন শুরু হয়ে গেল। মহান প্রভুর সাহায্যে একের পর এক এলাকা বিজয় হতে লাগল। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সর্বপ্রথম কোরআনকে গ্রন্থাকারে সংকলন করেন।

তিনি একজন সুভাষী বক্তা ছিলেন। খলিফাদের মধ্যে তিনি সবচেয়ে সম্মানিত। তাঁর জ্ঞান, বুদ্ধি, ধৈর্য দিয়ে তিনি সকল মানুষকে পিছনে ফেলে অগ্রগামী হয়েছেন। ইসলাম গ্রহণ, সালাম প্রদান, নামাযের ইমামতি, খিলাফতের দায়িত্ব, বড়দের সম্মান ও ছোটদের স্নেহসহ সকল কর্মেই তিনি ছিলেন সবার আগে।

তাঁর নিকটে অধিকার গ্রহণের ব্যাপারে দুর্বল ব্যক্তিও অনেক শক্তিশালী আবার অত্যাচারী জালিম যে অন্যের প্রাপ্য আদায় করে দেয় না সে শক্তিশালী হলেও দুর্বল। বেশিরভাগ সময়ে তিনি হেঁটে হেঁটে চলতেন অথচ তাঁর অধীনস্থ কর্মকর্তারা আরোহী হয়ে চলতেন। তিনি ছাগীর দুধ দোহন করতেন অন্যদিকে শিশুরা তা পান করতে থাকত। তিনি সর্বমোট চারটি বিয়ে করেছিলেন। তাঁর মোট ছয়জন সন্তান ছিল।

তাঁর জীবনযাত্রা ছিল সাধারণ মানুষের মতো। তবে মানুষ হিসেবে সবার নিকটে তিনি ছিলেন অনেক দামি। দুনিয়াতে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথি ছিলেন। এমনকি কবরেও তাঁর পাশেই শুয়ে আছেন। তিনি হাউজে কাউসারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পাশে সাথি হয়ে বসবেন এবং বিচার দিনে তাঁর বন্ধু হয়ে থাকবেন।

হিজরী ১৩ সনে তিনি এ দুনিয়া ত্যাগ করে মহান রবের কাছে চলে গেলেন। তাঁকে শ্রেষ্ঠমানবের পাশেই দাফন করা হয়।

www.pathagar.com

দ্বিধাহীন ইসলাম গ্রহণ

একদিন কিছু কথা কোরাইশদের মুখে মুখে রটছিল। যে কথাগুলো বলে তারা হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর বন্ধু হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে কটাক্ষ করছিল। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর তীব্র প্রতিবাদ করতে শুরু করলেন। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে ছুটে গিয়ে খুব নম্রভাবে জিজ্ঞেস করলেন- হে মুহাম্মদ! আপনি কোরাইশদের প্রভুদেরকে ত্যাগ করেছেন এবং তাদেরকে নির্বোধ বলেছেন এ কথাগুলো কি সত্য?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই আমি আল্লাহর নবী ও রাসূল। তিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন যেন আমি তাঁর রিসালাতকে পৌঁছে দিই। আর আমি তোমাকে আল্লাহর দিকে ডাকছি, আল্লাহর শপথ! নিশ্চয়ই তা সত্য। আবু বকর! আমি তোমাকে শরীকবিহীন এক আল্লাহর দিকে আহ্বান করছি, তুমি তাঁর ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করো না এবং সর্বদা তাঁর আনুগত্য কর।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা শেষ হবার সাথে সাথে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কোনো প্রকার ইতস্ততা করা ব্যতীতই ইসলাম গ্রহণ করেন।[১] কেননা তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সত্যবাদীতা ও উত্তম ব্যবহার সম্পর্কে ভালোভাবেই জানতেন। যা তাঁকে মানুষের ব্যাপারেও কোনো প্রকার মিথ্যা বলা থেকে মুক্ত রাখত তাহলে তিনি কীভাবে আল্লাহর ব্যাপারে মিথ্যা কথা বলবেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রায়ই বলতেন, আমি যাকেই ইসলামের দিকে আহ্বান করেছি প্রত্যেকেই ইতস্ততা করেছিল, তবে আবু বকর ব্যতীত। সে ইসলাম গ্রহণে সামান্য সময়ও দেরি করেনি আর কোনো প্রকার ইতস্ততাও করেনি।[২]

---

[১] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড, ২৭-২৮।

[২] আসসিরাতুন নববিয়্যাহ্, ২য় খণ্ড, ২৫।

www.pathagar.com

তিনি যদি তা বলে থাকেন তাহলে সত্যই বলেছেন

দুপুর বেলা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হারাম শরীফে বসেছিলেন। তাসবীহ ও জিকিরে তাঁর মুখে সুঘ্রাণ ছড়াচ্ছিল। এমন সময় আল্লাহর শত্রু আবু জাহেল অহেতুক ঘর থেকে বের হয়ে কা'বার পাশে ঘুরছিল। সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে গিয়ে অহংকার ও দম্ভের সাথে উচ্চ আওয়াজে জিজ্ঞেস করল- মুহাম্মদ! নতুন কোনো খবর আছে?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমাকে এ রাতে ভ্রমণ করানো হয়েছে।

আবু জাহেল হেসে উঠে বলল: কোথায়?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, বায়তুল মুকাদ্দাস।

এ কথা শুনে আবু জাহেল হাসি থামিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আরো কাছে গিয়ে ঠাট্টার সাথে বলল, তোমাকে এ রাতে বায়তুল মুকাদ্দাস ভ্রমণ করানো হয়েছে আর আমাদের মাঝেই তুমি সকাল কাটাচ্ছ! (অর্থাৎ মক্কা থেকে বায়তুল মুকাদ্দাস দূরত্ব, যা এক রাতে অতিক্রম করা সম্ভব নয়)।

তারপর আবু জাহেল মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করল- মুহাম্মদ! আমি যদি মানুষকে একত্রিত করি তাহলে কি তুমি আমার কাছে যা বলেছ তা তাদের কাছে বলবে তো? তিনি বললেন, হ্যাঁ.....আমি তাদেরকেও বলব।

আবু জাহেল মনের সুখে মানুষ জমা করতে লাগল আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলেছেন তা শুনাতে লাগল। এমন কথা শুনে মানুষ অবাক হয়ে একত্রিত হতে লাগল। তারা ধারণা করতে লাগল এটি তুচ্ছ, ভিত্তিহীন ও মিথ্যা। এদের মধ্য থেকে একলোক গিয়ে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে এ কথাটি জানাল। তার ইচ্ছা ছিল এ কথা শুনে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে অস্বীকার করবেন এবং তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করবেন, কিন্তু হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর কথা শুনে বললেন, তিনি যদি তা বলে থাকেন তাহলে সত্য বলেছেন।

এরপর বললেন, তোমার জন্যে ধ্বংস! এর থেকে দূরবর্তী বিষয়ে আমি তাঁকে বিশ্বাস করি। সকাল সন্ধ্যা আসমান থেকে আগত অহীর ব্যাপারে আমি তাঁকে বিশ্বাস করি.....আর আমি কি বায়তুল মুকাদ্দাসে তাঁর ভ্রমণের ব্যাপারে বিশ্বাস করব না?

www.pathagar.com

এরপর তিনি তাদেরকে রেখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মানুষের অবস্থানের দিকে ছুটে গেলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু বলার পর পরই হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলতেন, আপনি সত্য বলেছেন.....আপনি সত্য বলেছেন। আর তাই সেদিন থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নাম রেখেছেন 'সিদ্দিক' (সত্যায়নকারী/বিশ্বাসী)।[৩]

একটি আশ্চর্যজনক স্বপ্ন

একদিন হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু একটি স্বপ্ন দেখলেন। তখন তিনি সিরিয়ায় ছিলেন। স্বপ্নের সমাধান জানতে তিনি এক পাদ্রীর কাছে আসলেন।

পাদ্রী তাঁকে বললেন, তুমি কোথা থেকে এসেছ?

তিনি বললেন, মক্কা থেকে।

পাদ্রী আবার জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোন গোত্রের?

তিনি বললেন, কোরাইশ গোত্রের।

পাদ্রী আবার জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কী কর?

তিনি বললেন, ব্যবসা।

এরপর পাদ্রী বললেন, যদি আল্লাহ তোমার স্বপ্ন বাস্তবায়িত করেন। তাহলে তিনি তোমার সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে এমন একজন নবী পাঠাবেন যার জীবদ্দশায় তুমি তাঁর সাহায্যকারী হবে এবং তাঁর মরণের পর তুমি তাঁর খলিফা নির্বাচিত হবে।

পাদ্রীর মুখ থেকে এমন কথা শুনে হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু মনে মনে খুবই খুশি হলেন।[৪]

---

[৩] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড, ১১৩।

[৪] আল খুলাফাউর রাশিদীন, পৃ. ৩৪।

www.pathagar.com

আল্লাহ তার চোখ অন্ধ করে দিয়েছেন

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে বসা ছিলেন। ঠিক সেই সময় আবু লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামিল এক খণ্ড পাথর নিয়ে তাঁদের কাছে আসল। তার ইচ্ছা ছিল সে তা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে মারবে। কিন্তু আল্লাহ তাআ'লা তার চোখ অন্ধ করে দিলেন। সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দেখতে পায়নি।

সে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর কাছে এসে বলল, তোমার ওই সাথি কোথায়? সে নাকি আমাদের নামে দুর্নাম করে। আল্লাহর কসম, যদি আমি তাকে পাই তবে তাকে এ পাথর দ্বারা আঘাত করব। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- কে দেখতে না পেয়ে যখন মহিলাটি চলে যেতে লাগল তখন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! সে কি আপনাকে দেখতে পায়নি?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না, সে আমাকে দেখতে পায়নি।[৫]

তোমার বন্ধু আক্রান্ত হয়েছে

আবু বকর! তোমার বন্ধু আক্রান্ত হয়েছে.....।

এ কথা শুনার সাথে সাথে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু খালি মাথায় বায়তুল্লাহর দিকে ছুটে গেলেন। বাতাসে তাঁর চুলগুলো উড়ছিল। সেখানে গিয়ে তিনি দেখতে পেলেন মুশরিকরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে মাটিতে ফেলে ঘুষি, লাথি মারছিল। তারা বলছিল, তুমি আমাদের বহু খোদাকে এক খোদায় পরিণত করেছ।

এ অবস্থা দেখে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বাঁচাতে নিজেকে সঁপে দিলেন। তিনি তাদের আঘাতগুলো প্রতিহত করতে লাগলেন।

তিনি বললেন, তোমাদের জন্যে ধ্বংস! তোমরা কি এমন ব্যক্তিকে হত্যা করতে চাচ্ছ, যিনি বলছেন, তাঁর প্রভু আল্লাহ এবং তিনি তোমাদের জন্যে এ ব্যাপারে প্রমাণও নিয়ে এসেছেন?[৬]

হযরত আলী এ ঘটনা বর্ণনা করার সময় তাঁর পাশে থাকা লোকদেরকে বললেন, তোমাদেরকে শপথ দিয়ে বলছি, ফেরাউনের

---

[৫] সীরাতে ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, ৩৫৫ পৃ.।

[৬] আল মাজমা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১৭ পৃ.।

www.pathagar.com

পরিবারের কোনো ব্যক্তি উত্তম, না আবু বকর উত্তম?
তাঁর প্রশ্নে সকলে চুপ করে রইল।
তিনি আবার বললেন, তোমরা উত্তর দিবে না? আল্লাহর শপথ! আবু বকরের এক মুহূর্ত ফেরাউনের পরিবারের কোনো মুমিনের পূর্ণ পৃথিবীসম পুণ্যের থেকেও উত্তম। ওই লোক তো তার ঈমানকে গোপন রেখেছেন। আর এ লোক তো তাঁর ঈমানকে প্রকাশ করেছেন।[৭]

ত্বালহার ইসলাম গ্রহণ ও হযরত আবু বকর

হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করার পর দারুন নদওয়ায় কোরাইশের নেতারা একত্রিত হয়। তখন তারা বিষাক্ত বিচ্ছুর ন্যায় রাগে ফুঁসছিল। তারা হযরত আবু বকর সিদ্দিকের ব্যাপারে পরামর্শ করতে লাগল।
তারা বলল, তোমরা একজন লোক নির্ধারণ কর, যে তাকে আমাদের কাছে নিয়ে এসে আমাদের প্রভুদের দিকে আহ্বান করবে। সবার পরামর্শে তারা হযরত ত্বালহা বিন উবাইদুল্লাহকে তাঁর কাছে পাঠাল।
তিনি হযরত আবু বকরকে সভায় নিয়ে আসলেন।
হযরত ত্বালহা তাঁকে বললেন, আবু বকর! আমাদের দলে আস।
তিনি বললেন, তুমি আমাকে কোন দিকে আহ্বান করছ?
হযরত ত্বালহা বললেন, আমি তোমাকে লাত ও উজ্জার ইবাদতের দিকে আহ্বান করছি।
তিনি বললেন, লাত কে?
হযরত ত্বালহা বললেন, আল্লাহর মেয়ে।
তিনি বললেন, তাহলে তার মা কে?
এ প্রশ্নে হযরত ত্বালহা চুপ হয়ে গেলেন। তাঁর মুখ থেকে কোনো উত্তর আসল না।
হযরত ত্বালহার সাথে থাকা লোকদেরকে তিনি বললেন, তোমরা তোমাদের সাথিকে উত্তর দাও।
তারাও কোনো উত্তর খুঁজে না পেয়ে চুপ হয়ে গেল।

---

[৭] আল মাজমা, ৯ম খণ্ড, ৪৭৭ পৃ.।

www.pathagar.com

হযরত ত্বালহা তাদের দিকে তাকিয়ে অনেক্ষণ দীর্ঘ সময় করতে লাগলেন, কিন্তু তাদের থেকে কোনো উত্তর এলো না।

তখন তিনি আবার হযরত আবু বকরকে ডেকে বললেন, আবু বকর! দাঁড়াও, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ব্যতীত কোনো প্রভু নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল।

এরপর হযরত আবু বকর হযরত ত্বালহার হাত ধরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে নিয়ে গেলেন।[৮]

হযরত আবু বকর অন্যের আশ্রয় ফিরিয়ে দিলেন

রাত কেটে সকাল হচ্ছিল। ধীরে ধীরে চারদিকে অন্ধকার কেটে আলোকিত হতে লাগল। অন্যদিকে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর আসবাবপত্র সব গুছিয়ে নিলেন। তারপর তা কাঁধে ফেলে রওয়ানা করলেন।

তিনি তাঁর ঈমান বাঁচানোর জন্যে মক্কা ছেড়ে হাবশার উদ্দেশে রওনা দিলেন। এ দূরের পথে তাঁর সাথি ছিল পূর্ণ ঈমানে ভরপুর অন্তর। চলতে চলতে তিনি বারকুল গমাদ নামক স্থানে গিয়ে পৌঁছেন। যেটি ইয়ামানের একটি অঞ্চল। সেখানে ইবনে দুগুনার সাথে তাঁর দেখা হয়। ইবনে দুগুনাহ সে সময়ের বিশিষ্ট নেতাদের একজন।

সে তাঁকে বলল, আবু বকর! তুমি কোথায় যাচ্ছ?

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু খুব নরম স্বরে বললেন, আমার গোত্রের লোকেরা আমাকে বের করে দিয়েছে। আর তাই আমি জমিনে ঘুরাফিরা করব আর আমার প্রতিপালকের ইবাদত করব।

তখন ইবনে দুগুনাহ হতাশার সাথে মাথা নেড়ে বলল, আবু বকর! তোমার মতো লোক চলে যাওয়ার মতোও নয় তাড়িয়ে দেওয়ার মতোও নয়! নিশ্চয়ই তুমি গরিবদেরকে খাদ্য খেতে দাও, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা কর, অন্যের বোঝা বহন কর, দুর্বলদের সহযোগিতা কর এবং সত্যের পথে সহযোগিতা কর। আমি তোমাকে আশ্রয় দিলাম, যাও তোমার নিজের ভূমিতে গিয়ে তোমার প্রতিপালকের ইবাদত কর।

তার কথামতো হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আবার মক্কায় ফিরে আসেন।

---

[৮] উয়ূনুল আখবার, ২য় খণ্ড, ১৯৮,১৯৯।

www.pathagar.com

আবু দুগুনা মক্কার বিশিষ্ট নেতাদের গিয়ে বলল, আবু বকরের মতো লোক চলে যেতে পারে না, আর সে তাড়িয়ে দেওয়ার মতোও নয়। সে গরিবদেরকে খাদ্য খেতে দেয়, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করে, অন্যের বোঝা বহন করে, দুর্বলদের সহযোগিতা করে এবং সত্যের পথে সহযোগিতা করে।

তখন কোরাইশরা আবু দুগুনার কথা মেনে নিলেন।

তারা তাকে বলল, আবু বকরকে বল, সে যেন তার ঘরে ইবাদত করে, সে সেখানে নামায আদায় করবে আর যত ইচ্ছে কোরআন পাঠ করবে। তবে এ ব্যাপারে আমাদেরকে কষ্ট দিবে না এবং এ কাজগুলো প্রকাশ্যে করবে না। কেননা আমরা আমাদের নারী ও সন্তানদের ব্যাপারে তার ফেতনার আশঙ্কা করছি।

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাদের কথামতো নিজের ঘরে মহান প্রভুর ইবাদত করতে লাগলেন এবং ঘরের ভেতরে চুপিসারে নামায পড়তেন আর ঘরের বাইরে কোথাও কোরআন তেলাওয়াত করতেন না, কিন্তু তিনি বেশিদিন গোপনে ইবাদত করতে পারলেন না; বরং ঈমানের আলোতে চারদিক আলোকিত করতে চাইলেন। তিনি তাঁর ঘরের আঙিনায় একটি নামাযের জায়গা তৈরি করেন। সেখানে তিনি নামায আদায় করতেন ও কোরআন তেলাওয়াত করতেন। তাঁর ইবাদতের দৃশ্য দেখার জন্যে মুশরিকদের মহিলা ও শিশুরা ভিড় করত। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু অধিক ক্রন্দনকারী ছিলেন। কোরআন তেলাওয়াতের সময় তিনি কান্না ধরে রাখতে পারতেন না। এ ব্যাপারটি কোরাইশদেরকে পুনরায় উদ্বিগ্ন করতে লাগল। তখন তারা এর সমাধানের জন্যে ইবনে দুগুনার কাছে লোক পাঠায়।

তারা বলল, আমরা আবু বকরকে শুধু ঘরের ভেতরে ইবাদত করার শর্তে তোমার আশ্রয়ে সোপর্দ করছিলাম, কিন্তু সে শর্ত ভঙ্গ করে নিজের আঙিনায় একটি নামাযের জায়গা বানিয়ে প্রকাশ্যে নামায ও কোরআন তেলাওয়াত করছে। আমরা আমাদের নারী ও সন্তানদের ব্যাপারে তার ফিতনার ভয় করছি। যদি তুমি পার তাকে নিয়ন্ত্রণ কর আর না হয় তার থেকে তোমার আশ্রয় ফিরিয়ে নাও।

ইবনে দুগুনা হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর কাছে এসে শান্তভাবে বসল। সে তাঁকে বলল, তুমি এ ব্যাপারে ভালোভাবে জান। যদি তুমি চাও তাহলে শর্তের ভেতরে অবস্থান কর আর না হয় আমার আশ্রয়

www.pathagar.com

ফিরিয়ে দাও। কেননা আমি শুনতে চাই না আরবরা বলবে যে, আমি এক লোককে আশ্রয় দিয়ে শর্ত ভঙ্গ করেছি।

তখন হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু দৃঢ় মনোবল নিয়ে বললেন, আমি তোমাকে তোমার আশ্রয় ফিরিয়ে দিলাম এবং আল্লাহর আশ্রয়ে থাকার ওপর সন্তুষ্ট হলাম।[১]

হযরত আবু বকরের মায়ের ইসলাম গ্রহণ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীদের জন্যে ঘরে থাকা মুশকিল হয়ে গেল। দুনিয়া তাদের জন্যে সংকীর্ণ হয়ে গেল। তাঁরা মাত্র তিরাশি জন লোক ছিলেন। তাদের মূলে ছিলেন হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু। যিনি সর্বদা সত্য বাণী প্রচারের চিন্তায় মগ্ন থাকতেন। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটবর্তী হয়ে প্রকাশ্যে দাওয়াত দেওয়ার জন্যে বায়তুল্লাহর চত্বরে যেতে বার বার অনুরোধ করতে লাগলেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আবু বকর আমরা তো সংখ্যায় খুবই কম।

কিন্তু হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর বার বার অনুরোধ করার কারণে রাসূল প্রকাশ্যে দাওয়াত দেওয়ার জন্যে বের হলেন। মুসলমানগণ প্রকাশ্যে কা'বা শরীফের পাশে ঘুরাফেরা করতে লাগলেন। প্রত্যেকে তাদের আত্মীয়-স্বজনদের নিকটে গেল।

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দেওয়া শুরু করলেন। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পাশেই বসা ছিলেন। হযরত আবু বকরকে বক্তৃতা দিতে দেখে মুশরিকদের মাথায় আগুন ধরে গেল। তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরত আবু বকরসহ সকল মুসলমানের ওপর হামলা করে বসে। তারা মুসলমানদেরকে আঘাতে আঘাতে মারাত্মক জখম করে দিল এবং তাদের হাত, পা দিয়ে আঘাত করে রাগের পূর্ণ বহিঃপ্রকাশ করল। এমনকি মুসলমানদের অনেকে মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেল। এদের মধ্যে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মারাত্মকভাবে আহত হন।

---

[১] আস সিরাতুন নববিয়্যাহ, ৩য় খণ্ড, ৯৩।

www.pathagar.com

বনু তাইম গোত্রের লোকেরা হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে একটি কাপড় জড়িয়ে বাড়িতে নিয়ে গেল। তাঁর মৃত্যুর ব্যাপারে তাদের কোনো সন্দেহ ছিল না।

এতে বনু তাইমের লোকেরা ক্ষিপ্ত হয়ে কা'বার প্রাঙ্গণে ছুটে এসে বলল, যদি আবু বকর মারা যায় আমরা অবশ্যই উতবা বিন রবীআকে হত্যা করব।

এরপর তারা হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর সাথে কথা বলতে চেষ্টা করল, কিন্তু হযরত আবু বকরের জ্ঞান তখনো ফিরেনি। তাঁর থেকে তারা কোনো সাড়া পেল না। দিনের শেষে তাঁর মুখ খোলে। এ করুণ অবস্থায় তাঁর প্রথম কথা ছিল.....রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কি অবস্থা?

তাঁর মুখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা শুনে বনূ তাইম গোত্রের লোকেরা খুবই রাগান্বিত হলো।

তারা তাঁর মাকে এ বলে চলে যেতে লাগল..... দেখ তাকে কি কিছু খাওয়াবে না শুধু পান করাবে.....।

এরপর তারা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর এ কাজে আশ্চর্য হয়ে কপালে হাত রেখে ফিরে যেতে লাগল।

কিন্তু হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এ কথাই বার বার জিজ্ঞেস করতে লাগলেন।

তখন তাঁর মা উম্মে জামিল বিনতে খাত্তাবের কাছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সম্পর্কে জানতে গেলেন।

পরে উম্মে জামিল এসে তাঁকে বললেন, তিনি ভালোই আছেন।

এ কথা শুনে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠল এবং তাঁর চেহারা আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

এরপর তিনি চিৎকার করে বললেন, কোথায় তিনি?

তাঁর মা বললেন, তিনি দারে ইবনে আবুল আরকামে আছেন।

এতে তাঁর চোখেমুখে খুশির ছাপ ফুটে উঠল। তিনি বলতে লাগলেন, আল্লাহর শপথ! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে না যাওয়া পর্যন্ত আমি কোনো প্রকার খাদ্য-পানীয় গ্রহণ করব না।

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে যাওয়ার জন্যে মাটিতে পা রাখলেন, কিন্তু প্রচণ্ড ব্যথার কারণে হাঁটতে পারছিলেন না। তাই তিনি তাঁর মায়ের ও উম্মে জামিলের কাঁধে ভর দিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে গেলেন।

www.pathagar.com

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে দেখে অধোমুখী হয়ে চুমু খেলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে থাকা অন্যান্য মুসলমানগণও তেমনি করলেন। তিনি তাঁর প্রতি খুবই সহানুভূতি প্রকাশ করলেন।

তখন হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, আমার পিতামাতা আপনার জন্যে কোরবান হোক! আমার কোনো সমস্যা হয়নি; বরং ফাসেকরা আমাকে মেরে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে..... এ হচ্ছেন সন্তানদরদি আমার মা আর আপনি হচ্ছেন বরকতময়। সুতরাং আপনি তাঁকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করুন এবং তাঁর জন্যে আল্লাহর কাছে দোয়া করুন। হতে পারে আল্লাহ তাআ'লা আপনার দ্বারা তাঁকে জাহান্নাম থেকে বাঁচিয়ে দিবেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর মায়ের জন্যে দোয়া করলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দোয়া আল্লাহ কবুল করেছেন এবং তাঁকে হেদায়েত দান করেছেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন।[১০]

সফর সঙ্গী, হে আল্লাহর রাসূল

এক তীব্র গরমের দিনে সূর্য তার তীব্র তাপ দিয়ে মক্কা নগরীকে উত্তপ্ত করছিল। মানুষ তাপের তীব্রতা নিয়ে বলাবলি করছিল। এ তীব্র গরমের দিনে ঠিক দুপুরে যখন উত্তপ্ত বালি পায়ের চামড়া ঝলসে দিচ্ছিল তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব দ্রুততার সাথে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর কাছে রওনা দিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বাভাবিকভাবে সকাল বা সন্ধ্যা ব্যতীত অন্য সময়ে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর কাছে যেতেন না। আল্লাহ হিজরতের অনুমতি দেওয়া পর্যন্ত এমনি চলছিল।

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর দৃষ্টি যখন তাঁর প্রিয় বন্ধু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওপর গিয়ে পড়ল, তিনি বুঝতে পারলেন যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ তীব্র গরমের ভেতরে তাঁর কাছে এসেছেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে প্রবেশ করলে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁকে বসতে দিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসলেন, তখন হযরত আয়েশা ও হযরত

---

[১০] হায়াতুস সাহাবা, ১ম খণ্ড, ২৭৩।

www.pathagar.com

আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহা ব্যতীত হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর কাছে কেউ ছিল না।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন, তোমার কাছে যারা আছে তাদেরকে আমার থেকে দূরে নিয়ে যাও।

তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এরা আমার কন্যা। আমার পিতামাতা আপনার জন্যে উৎসর্গিত, কি হয়েছে?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ তাআ'লা আমাকে মক্কা থেকে বের হওয়ার ও হিজরত করার অনুমতি দিয়েছেন।

তিনি তখন অশ্রু ঝরা চোখে বললেন, সফর সঙ্গী..... হে আল্লাহর রাসূল! হিজরতে আপনার সফর সঙ্গী হতে চাই।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, সফর সঙ্গী, আবু বকর!

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, সেদিন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর কান্না দেখার আগে আমরা জানতাম না যে, কেউ অধিক খুশি হলেও কাঁদে।

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর পূর্ণ সম্পদ পাঁচ হাজার দেরহাম নিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে হিজরতে রওনা দেন।

তখন তাঁর বৃদ্ধ দৃষ্টিহীন পিতা আবু কুহাফা এসে উচ্চৈঃস্বরে বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি তাকে সব মাল নিয়ে যেতে দেখছি।

তাঁকে চুপ রাখতে আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, না; বরং তিনি আমাদের জন্যে অনেক কল্যাণ রেখে গেছেন।

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু যে ঘরে অর্থ সম্পদ রাখতেন সে ঘরে তিনি একটি ব্যাগে কিছু পাথর রেখে কাপড় দিয়ে ঢেকে দিলেন। তারপর তাঁর দাদাকে নিয়ে গিয়ে বললেন, দাদা! এ সম্পদের ওপর হাত রেখে দেখুন।

তখন তাঁর দাদা তাতে হাত রেখে খুশি হয়ে বললেন, কোনো সমস্যা নেই, সে তোমাদের জন্য এগুলো রেখে ভালো করেছে। এতে তোমাদের চলবে।

হযরত আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আল্লাহর শপথ! তিনি কিছুই রেখে যাননি, কিন্তু বৃদ্ধ লোকটিকে চুপ রাখতে আমি এ কাজ করছি।[১১]

---

[১১] আস সিরাতুন নবী লি ইবনি হিশাম, ২য় খণ্ড, ১০৮-১১৩, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড, ১৭৯।

www.pathagar.com

রোম পরাজয় বরণ করেছে

তীব্র যুদ্ধ চলছিল, ঘোড়ার পদাঘাতে চারদিকে বালু আর বালু উড়ছিল। চারদিকে তরবারির আঘাতের ঝন্‌ঝন্ ধ্বনি শুনা যাচ্ছিল। অন্যদিকে সূর্যের তাপে মনে হয় সব পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। এরই মধ্যে মক্কায় উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার দিয়ে ঘোষিত হতে লাগল যে, পারস্যরা রোমদের ওপর বিজয় লাভ করেছে।

মুশরিকদের খুশির সীমা নেই। কেননা পারস্যরা কিতাবের অনুসারী নয়; বরং তাদের মতো মুশরিক। আর তাই মক্কার মুশরিকরা কামনা করত পারস্যরা বিজয় লাভ করুক। অন্যদিকে রোমরা আহলে কিতাব হওয়ার কারণে মুসলমানগণ চাইতেন রোম বিজয় লাভ করুক।

এ ঘটনার পর মুসলমানদেরকে সান্ত্বনা দিতে আল্লাহ তাআ'লা আয়াত নাযিল করলেন.....

الٓمٓ

غُلِبَتِ ٱلرُّومُ

فِيٓ أَدۡنَى ٱلۡأَرۡضِ وَهُم مِّنۢ بَعۡدِ غَلَبِهِمۡ سَيَغۡلِبُونَ

فِي بِضۡعِ سِنِينَ ۗ لِلَّهِ ٱلۡأَمۡرُ مِن قَبۡلُ وَمِنۢ بَعۡدُ ۚ وَيَوۡمَئِذٖ يَفۡرَحُ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ

অর্থ : আলিফ-লাম-মীম। রোমেরা পরাজিত হয়েছে, নিকটবর্তী এলাকায় আর তারা তাদের পরাজয়ের পর অতিশীঘ্রই বিজয়ী হবে, কয়েক বছরের মধ্যেই। অগ্র-পশ্চাতের কাজ আল্লাহর হাতেই। সেদিন মুমিনগণ আনন্দিত হবে।

হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এ আয়াতটি মক্কার ওলিতে-গলিতে বার বার পাঠ করে শুনাচ্ছিলেন।

আয়াত শুনে মুশরিকরা বলল, আবু বকর! তোমার বন্ধু বলেছে, রোম কয়েক বছরের মধ্যে পারস্যের ওপর বিজয় লাভ করবে!

হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, তিনি সত্য বলেছেন।

তারা বলল, তুমি কি আমাদের সাথে বাজি ধরবা?

www.pathagar.com

তারা সাত বছরের চুক্তিতে চারটি শক্তিশালী উটের ওপর বাজি ধরে। (এটি বাজি হারাম হওয়ার পূর্বের ঘটনা)। ওদিকে সাত বছর চলে গেছে কিন্তু অবস্থার কোনো পরিবর্তন না হওয়ায় মুশরিকরা খুব আনন্দিত হলো। বিষয়টি মুসলমানদের মনে খুবই আঘাত করল।

তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে (بِضْعُ سِنِيْنَ) 'কয়েক বছর' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন।

তিনি তাদেরকে বললেন, তোমাদের নিকট (بِضْعُ سِنِيْنَ) কয় বছর?

তারা বললেন, দশ বছরের কম।

তিনি বললেন, তোমরা তাদের কাছে গিয়ে আরো দু'বছর বৃদ্ধি করে নাও। (অর্থাৎ সাত বছরের সাথে দু'বছর মোট নয় বছর। যা দশ বছরের কম। কেননা আরবরা بِضْعٌ শব্দটি তিন থেকে নয় সংখ্যা বুঝাতে ব্যবহার করত।)

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাদের কাছে গিয়ে দু'বছর বৃদ্ধি করে নিলেন। এরপর দু'বছর না পার হতেই এক অশ্বারোহী এসে রোমদের বিজয়ের সংবাদ দিল।[১২]

[১২] আদ্দুররুল মানছুর, ২য় খণ্ড, ২৮৯।

www.pathagar.com

আবু বকরের এক রাত ওমরের পরিবার-পরিজন থেকেও উত্তম

একদিন ভোরবেলা মানুষেরা বসে কথাবার্তা বলছিল। তারা হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কে নিয়ে বিতর্ক করছিল। তাদের কেউ আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে শ্রেষ্ঠ বলে দাবি করছিল আবার কেউ ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে শ্রেষ্ঠ বলে দাবি করছিল। কথাটি নিয়ে অনেক বিতর্ক চলছিল। শেষ পর্যন্ত কথাটি হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর কানে গেল।

তিনি শুনে বললেন, আল্লাহর শপথ! আবু বকরের এক দিন ওমরের পুরো পরিবার থেকেও উত্তম। আবু বকরের এক রাত ওমরের পুরো পরিবারের থেকেও উত্তম। (অর্থাৎ আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু শুধু ওমর থেকে উত্তম-ই না; বরং আবু বকরের একদিন ওমরের পুরো পরিবার থেকেও উত্তম।)

এ কথা বলার পর হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর প্রমাণে একটি ঘটনা বর্ণনা করেন.....

এক রাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গারে হেরাতে রওনা করলেন। হযরত আবু বকর তাঁর সাথে ছিলেন। চলার পথে তিনি কখনো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে হাঁটছিলেন আবার কখনো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পিছনে হাঁটছিলেন। বিষয়টি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নযরে পড়ল।

আর তাই তিনি বললেন, আবু বকর! তোমার কি হয়েছে, তুমি কিছুক্ষণ আমার সাথে হাঁটছ আবার কিছুক্ষণ আমার পিছনে হাঁটছ?

তখন হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু খুব চিন্তিত মনে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি দেখছি কেউ আপনার পিছু নিয়েছে কিনা তাই আপনার পিছে পিছে হাঁটছি। আবার দেখছি কেউ সম্মুখে আপনার জন্যে ফাঁদ পেতে রেখেছে কিনা তাই আপনার সাথে হাঁটছি।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যদি ক্ষতিকারক কিছু থেকে থাকে তাহলে তা আমাকে আক্রান্ত না করে তোমাকে করুক, তুমি তাই চাচ্ছ?

www.pathagar.com

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, হ্যাঁ, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করছে তাঁর শপথ করে বলছি। যখন তাঁরা গুহার মুখে গিয়ে পৌঁছলেন তখন হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সতর্ক করে বললেন, আপনি দাঁড়ান! আমি গুহায় প্রথমে প্রবেশ করি, যদি সেখানে কোনো সাপ বা ক্ষতিকারক কিছু থাকে তাহলে তা আমাকে আক্রমণ করবে। এ কথা বলে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু গুহায় প্রবেশ করলেন। তিনি তাঁর হাত দ্বারা স্পর্শ করে গুহার ভেতরে গর্তের মুখ খুঁজতে শুরু করলেন এবং গুহার ভেতরে যত গর্ত পেয়েছেন প্রতিটিকে তাঁর পরিহিত গায়ের কাপড় দিয়ে বন্ধ করে দিলেন, কিন্তু অবশেষে একটি গর্ত রয়ে গেল এবং সেটির মুখ বন্ধ করার জন্যে কোনো কাপড় পেলেন না। আর তাই তিনি নিজের পা দিয়ে সে গর্তের মুখ বন্ধ করে দিলেন। এরপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রবেশ করলেন।

রাত কেটে যখন সকাল হলো এবং চারদিক ধীরে ধীরে আলোকিত হতে লাগল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর দিকে তাকিয়ে দেখলেন তাঁর গায়ে কোনো কাপড় নেই।

তিনি আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলেন- তোমার কাপড় কোথায়?

তখন তিনি রাতের সে ঘটনা বর্ণনা করলেন।

ঘটনাটি শুনার পরে রাসূল হাত উঁচু করে দোয়া করলেন- হে আল্লাহ! আবু বকরকে কিয়ামতের দিন আমার সাথে রেখো।

পরে আল্লাহ তা'আলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দোয়া কবুলের কথা অহী নাযিল করে জানিয়ে দিলেন।

তারপর হযরত ওমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, যার হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ করে বলি, সে রাতটি ওমরের পরিবার পরিজন থেকেও উত্তম।[১৩]

---

[১৩] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড, ১৮৩পৃ।

www.pathagar.com

সাপের গর্ত

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর হিজরতের সঙ্গী রাতের আঁধারে গুহার ভেতরে লুকিয়ে আছেন। ওদিকে দীর্ঘ মরুপথ পাড়ি দেওয়ার কারণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ক্লান্তি চলে আসে। তাঁর চোখে ঘুমের জোয়ার নেমে আসে। তাই তিনি হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েন। অন্যদিকে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু যে পা দিয়ে গর্তের মুখ বন্ধ করে রেখেছিলেন সে পায়ে সাপে দংশন করে। এতে তাঁর শরীরে সাপের বিষ ছড়িয়ে পড়ে। বিষের যন্ত্রণা ধীরে ধীরে তীব্র থেকে তীব্র হতে লাগল, কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঘুম ভেঙ্গে যাবে এ ভয়ে তিনি নড়াচড়া করছিলেন না। ব্যথায় তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরতে লাগল। সে ঝরা অশ্রুর এক ফোঁটা গিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র চেহারার ওপর পড়ল। এতে তাঁর ঘুম ভেঙ্গে গেল।

তিনি বললেন, আবু বকর! তোমার কি হয়েছে?

হযরত আবু বকর ব্যথায় কাতর অবস্থায় বললেন, আমাকে সাপে দংশন করেছে.....আপনার জন্যে আমার পিতামাতা উৎসর্গিত হোক।

এ কথা শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর লালা মোবারক নিয়ে ক্ষতস্থানে মেখে দিলেন। এতে তাঁর ব্যথা এমনভাবে দূর হয়ে গেল মনে হয় যেন তাঁকে কখনো সাপে দংশন করেনি।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইন্তেকালের পর হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর পায়ে সেই বিষের ব্যথা পুনরায় শুরু হয়।[১৪]

[১৪] মিসকাতুল মাসাবিহ, ৩য় খণ্ড।

www.pathagar.com

চিন্তা করো না আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন

মক্কার কাফের মুশরিকরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর হিজরতের সাথিকে খুঁজে বের করতে পাগলা কুকুরের মতো ছুটতে লাগল। এমন কোনো পাহাড় নেই যেখানে তারা উঠেনি, এমন কোনো গুহা নেই যেখানে তারা ঢুকেনি। শেষ পর্যন্ত তারা ছাওর পর্বতে এসে পৌঁছে। তারা সে গুহার মুখে চলে এসেছে যে গুহায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর হিজরতের সাথি লুকিয়ে ছিলেন।

হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁদের দেখে কেঁপে উঠলেন এবং খুবই চিন্তিত হলেন যে, না জানি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আক্রান্ত হয়ে যান। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর চিন্তা কমাতে তাঁর কানে কানে বললেন, চিন্তা করো না আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন।

হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ভীত স্বরে বললেন, যদি তারা তাদের পায়ের নিচের দিকে তাকায় তাহলে আমাদের দু'জনকে দেখতে পাবে।

রাসূল এর জবাবে বললেন, তোমার ধারণা আমরা দু'জন, আল্লাহ এ দু'জনের তৃতীয়জন।

এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়তে শুরু করলেন এবং দোয়া করতে লাগলেন।

إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ثَانِىَ ٱثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِى ٱلْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَٰحِبِهِۦ لَا تَحْزَنْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا ۖ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُۥ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُۥ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ٱلسُّفْلَىٰ ۗ وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِىَ ٱلْعُلْيَا ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

যদি তোমরা তাঁকে (রাসূলকে) সাহায্য না কর, তবে মনে রেখো, আল্লাহ তাঁর সাহায্য করেছিলেন, যখন কাফেররা তাকে বের করে দিয়েছিল, তিনি গুহায় অবস্থানকারী দু'জনের একজন ছিলেন। তিনি তাঁর সাথিকে বলেছিলেন চিন্তিত হয়ো না, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন। অতঃপর আল্লাহ তার প্রতি স্বীয় সান্ত্বনা নাযিল করেন এবং তার সাহায্যে এমন বাহিনী পাঠালেন, যা তোমরা দেখনি। বস্তুতঃ আল্লাহ কাফেরদের মাথা নিচু করে দিলেন আর আল্লাহর কথাই সদা সমুন্নত এবং আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (সূরা তাওবা : ৪০)[১৫]

---

[১৫] আসসিয়ারুন নুবুয়্যাহ্, ২য় খণ্ড, ১০৮পৃ।

www.pathagar.com

মদিনার পথে

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর ভাড়াকৃত পথপ্রদর্শনকারী আব্দুল্লাহ বিন উরাইত মদিনা যাওয়ার জন্যে এমন একটি পথ ধরলেন যে পথে স্বাভাবিকভাবে মানুষ চলাচল করে না। পথটি সাগরের কাছাকাছি ছিল সফরকারীরাও এ পথে ততটা আসা যাওয়া করত না।

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু একজন পরিচিত ব্যবসায়ী ছিলেন। তাঁর চুলে শুভ্রতা প্রকাশ পেয়েছে, কিন্তু আল্লাহ তাআ'লা তখনো তাঁর রাসূলের চুলে শুভ্রতা প্রকাশ করেননি। হযরত আবু বকর ব্যবসায়ী হিসেবে অনেকে চিনতেন। তাই পথে পরিচিত মানুষেরা তাঁকে জিজ্ঞেস করত- আবু বকর! তোমার সাথে এ ব্যক্তি কে?

তখন তিনি বলতেন, আমার পথ প্রদর্শক।

তারা মনে করত মরুর পথ প্রদর্শক, কিন্তু হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর উদ্দেশ্য ছিল- জান্নাতের পথ প্রদর্শক, হেদায়েতের প্রদর্শক।[১৬]

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে দুধ দিলেন

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর ব্যাপারে একটি স্বপ্ন দেখলেন। স্বপ্নটি হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি দেখেছি দুধ ভর্তি একটি পাত্র আমাকে দেওয়া হলো। আমি তা থেকে তৃপ্তিসহ পান করেছি। আমার কাছে মনে হলো, দুধ আমার রগ ও রক্ত-মাংসে পৌঁছে গেছে। তারপরেও কিছু দুধ বাকি রয়ে গেল। আমি তা আবু বকরকে পান করতে দিলাম। তাঁরা (সাহাবায়ে কেরাম) বললেন, এটা হলো জ্ঞান, যা আল্লাহ তাআ'লা আপনাকে দান করেছেন। আপনি পরিপূর্ণতা লাভ করার পর বাকি অংশ আবু বকরকে দিয়েছেন।

তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা ঠিক বলেছ।[১৭]

---

[১৬] আল খুলাফায়ুর রাশিদীন লিল আতফাল, ৩১পৃ.।

www.pathagar.com

দুই বন্ধুর পথ চলা

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মদিনার উদ্দেশে পথ চলছিলেন, কিন্তু মদিনার পথ ছিল অনেক দূরের, পথ চলতে চলতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ক্লান্তি চলে আসে। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন। আর তাই তিনি মরুর মাঝে দৃষ্টি প্রসারিত করে বিশ্রাম নেওয়ার মতো জায়গা খুঁজছিলেন। খুঁজতে খুঁজতে একটি বড় পাথর পেলেন, যে পাথরের ছায়া পড়েছে। তিনি দ্রুত পাথরটির কাছে গিয়ে জায়গাটি বিশ্রাম নেওয়ার উপযোগী করলেন। তারপর সেখানে নিজের কাপড় বিছিয়ে দিলেন যাতেকরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুমাতে পারেন। এমন সময় এক রাখাল ওই পাথরের কাছে বিশ্রাম নিতে এগিয়ে আসছিল। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু দ্রুত তার দিকে এগিয়ে গিয়ে তাকে এদিকে আসা থেকে বিরত রাখেন এবং তার থেকে সামান্য পরিমাণ দুধও সংগ্রহ করেন। এরপর তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঘুম ভাঙার অপেক্ষা করতে লাগলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঘুম ভাঙার পর তিনি তা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে পান করতে দিলেন, কিন্তু তিনি নিজে তা থেকে পান করেননি।

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা পান করলেন আর আমি পরিতৃপ্ত হলাম।

দুধ পান করেছেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, কিন্তু হযরত আবু বকর দুধ পান না করেও পরিতৃপ্ত। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি তাঁর মহব্বত এত বেশি ছিল যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুধ পান করেছেন মনে হয় যেন তিনি নিজেই পান করেছেন। এ কারণে তিনি দুধ পান না করেও পরিতৃপ্ত।[১৮]

---

[১৭] আল ইহসান ফী তাকবীরে ইবনে হিব্বান, ১৫/২৬৯।

[১৮] আল খুলাফায়ুর রাশিদীন লিল আতফাল, ৩২পৃ.।

www.pathagar.com

আমি আমার প্রতিপালকের ওপর সন্তুষ্ট

পুরাতন ছেঁড়া তালিযুক্ত জামা পরিধান করে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে বসেছিলেন। যে জামাটিতে খেজুরের কাঁটা ও কাঠের কাঠি বোতাম হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

ঠিক সে সময়ে হযরত জিবরাঈল আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের কাছে আসলেন।

তিনি বললেন, হে মুহাম্মদ! আবু বকরকে কেন শলা দিয়ে জোড়া লাগানো জামা পরা দেখছি।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, বিজয়ের পূর্বে সে আমার জন্যে তাঁর সমস্ত সম্পদ ব্যয় করে দিয়েছিল।

তখন হযরত জিবরাঈল আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ তা'আলা আবু বকরকে সালাম জানিয়েছেন আর বলেছেন সে এ দারিদ্র্য অবস্থায় আল্লাহর ওপর সন্তুষ্ট না রাগ।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে বললেন, আবু বকর! আল্লাহ তা'আলা তোমাকে সালাম জানিয়েছেন এবং বলেছেন তুমি এ দারিদ্র্য অবস্থায় আল্লাহর ওপর সন্তুষ্ট না রাগ?

এ কথা শুনে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু খুব আবেগে আপ্লুত হয়ে বললেন, আমি কি আমার প্রভুর ওপর রাগ করতে পারি?

এরপর খুব আনন্দের সাথে বললেন, আমি আমার প্রভুর ওপর সন্তুষ্ট..... আমি আমার প্রভুর ওপর সন্তুষ্ট..... আমি আমার প্রভুর ওপর সন্তুষ্ট। [১৯]

---

[১৯] হুলিয়াতুল আওলিয়া গ্রন্থে আবু নুয়াঈম বর্ণনা করেছেন।

www.pathagar.com

আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু জান্নাতে

সূর্য ডুবে যাওয়ার পর রাত তার অন্ধকার নিয়ে আগমন করল। ধীরে ধীরে অন্ধকার বাড়তে লাগল। সাহাবায়ে কেরাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চারপাশে বসেছিলেন, দৃশ্যটি দেখে মনে হচ্ছিল পূর্ণিমার চাঁদের চারপাশে তারকারা বসে আছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদেরকে তাঁর মিষ্টি ভাষায় হাদীস শুনিয়ে তাঁদের হৃদয় সিক্ত করছিলেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এক লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে, তখন জান্নাতে যত ঘর ও কক্ষ আছে, প্রত্যেক ঘর ও কক্ষের অধিবাসীরা বলতে থাকবে, স্বাগতম.....স্বাগতম.....আমাদের দিকে আসুন.....আমাদের দিকে আসুন।

এ কথা শুনে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু খুব আগ্রহের সাথে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! ওই দিন সে লোকটির সওয়াবের পরিমাণ কি হবে?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর দিকে তাকিয়ে হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় তাঁকে সুসংবাদ দিয়ে বললেন, আবু বকর! সে লোকটি তুমি।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে মি'রাজের রজনীতে আসমানে উঠিয়ে নিলে, তিনি জান্নাতে প্রবেশ করেন। সেখানে তিনি জান্নাতের হুর দেখতে পেলেন। হুরটি যেন পূর্ণিমার চাঁদের মতো, যা তিনি আগে কখনো দেখেননি। তাঁর চোখের পাতার পশমগুলো দেখে মনে হচ্ছিল তা যেন ঈগল পাখির ডানার অগ্রপালক।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি কার জন্যে?

সে বলল, আমি আপনার পরবর্তী খলিফার জন্যে।[২০]

---

[২০] মাজমাউজ জাওয়ায়েদ, ৯ম খণ্ড, ৪৯ পৃ।

www.pathagar.com

জান্নাতের সব দরজা

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামদের মাঝে বসে আছেন। তাঁর মুখ থেকে মণিমুক্তার মতো বাণী বের হচ্ছিল। সাহাবায়ে কেরামদের শ্রবণশক্তি তাঁর মূল্যবান কথাগুলো শুনে ধন্য হচ্ছিল।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছিলেন, যে ব্যক্তি সম্পদ থেকে দুটি জিনিসও দান করে থাকবে তাকে জান্নাতের দিকে ডেকে বলা হবে, হে আল্লাহর বান্দা! এটি উত্তম। যে ব্যক্তি নামায আদায়কারী তাকে নামাযের দরজা দিয়ে ডাকা হবে, যে ব্যক্তি জিহাদকারী তাকে জিহাদের দরজা দিয়ে ডাকা হবে, যে ব্যক্তি রোযাদার তাকে রাইয়ান নামক দরজা দিয়ে ডাকা হবে, যে ব্যক্তি সদকা দানকারী তাকে সদকার দরজা দিয়ে ডাকা হবে।

তখন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতামাতা আপনার জন্যে কোরবান হোক, কোনো ব্যক্তিকে সবগুলো দরজা আহ্বান করার কোনো প্রয়োজন নেই, তবু কি এমন কোনো ব্যক্তি থাকবে যাকে সবগুলো দরজা দিয়ে ডাকবে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, আমি আশা করি তুমি তাদের একজন।[২১]

আমাকে দোয়া শিখিয়ে দিন

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু একদিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে দোয়া শিখিয়ে দিন, যার দ্বারা নামাযে দোয়া করতে পারি।

তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন বল,

اَللّٰهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِيْ مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِيْ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

অর্থ, হে আল্লাহ ! আমি আমার ওপর অনেক জুলুম করেছি। তুমি ছাড়া আমার পাপ ক্ষমাকারী আর কেউ নেই। তাই তোমার পক্ষ থেকে আমাকে ক্ষমা কর ও দয়া কর। নিশ্চয়ই তুমি ক্ষমাশীল ও দয়ালু।[২২]

---

[২১] বুখারী শরিফ, ১৮৯৭ নং হাদিস।

[২২] বুখারী, মুসলিম।

www.pathagar.com

ক্ষুধা-ই আমাদেরকে বের করেছে

আকাশের উপরিভাগে সূর্য। উত্তপ্ত মরুভূমির বালুগুলো যেন আগুনের কয়লা থেকে খসে পড়া অগ্নিকণা। এ কঠিন গরমে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ঘর থেকে বের হয়ে মসজিদের দিকে এসে দেখলেন হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-ও সেখানে.....।

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, হে আবু বকর! এ সময়ে আপনি কেন বের হলেন?

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, আমি প্রচণ্ড ক্ষুধার জ্বালায় বের হয়েছি।

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, আল্লাহর শপথ! আমিও একই কারণে বের হয়েছি।

তাঁদের কথোপকথনের মাঝে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ও সেখানে এসে উপস্থিত হলেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করলেন- এ অসময়ে তোমরা কেন বের হয়েছ?

তাঁরা বললেন, আল্লাহর শপথ! আমরা পেটে প্রচণ্ড ক্ষুধার জ্বালা অনুভব করার কারণে বের হয়েছি।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যার হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! আমিও এ একই কারণে বের হয়েছি.....। সুতরাং তোমরা আমার সাথে চল।

তাঁরা চলতে চলতে হযরত আবু আইয়ূব আল আনসারী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর বাড়িতে আসলেন। তিনি প্রতিদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্যে খাবার তৈরি করতেন। খাবারের নির্দিষ্ট সময় পার হওয়ার পরেও যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম না আসতেন, তখন তিনি খাবারগুলো তাঁর পরিবারের সদস্যদেরকে খেতে দিতেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর দুই সাহাবী আবু বকর ও ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আবু আইয়ূব আল আনসারীর বাড়িতে গিয়ে পৌঁছলে তাঁর স্ত্রী তাঁদেরকে দেখে ঘর থেকে বের হয়ে এলেন।

www.pathagar.com

তিনি বললেন, আল্লাহর নবীকে স্বাগতম আর যাঁরা তাঁর সাথে আগমন করেছেন তাদেরকেও স্বাগতম।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রীকে বললেন, আবু আইয়ূব কোথায়?

হযরত আবু আইয়ূব আল আনসারী পাশে একটি খেজুর গাছে কাজ করতে ছিলেন। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা শুনতে পেয়ে তাড়াতাড়ি ছুটে এসে বললেন, আল্লাহর রাসূলকে স্বাগতম, আর যাঁরা তাঁর সাথে আগমন করেছেন তাঁদেরকেও স্বাগতম।

তারপর তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনিতো স্বাভাবিকভাবে এ সময়ে আসেন না।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ঠিক বলেছ।

তারপর তিনি খেজুর গাছের দিকে ছুটে গিয়ে একটি খেজুরের কাঁদি কেটে নিয়ে আসলেন। তাতে পাকা, কাঁচা ও শুকনো তিন প্রকারের খেজুরই ছিল।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি খেজুরের পুরো কাঁদিটি কেটে আনবে তা আমার ইচ্ছে ছিল না। সেখান থেকে কয়েকটি খেজুর নিয়ে আসলে কি হতো না?

তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি পছন্দ করি, আপনি কাঁচা, পাকা ও শুকনো সব রকমের খেজুর খাবেন। আর অবশ্যই আমি আপনার জন্যে পশু জবাই করব।

হযরত আবু আইয়ূব আল আনসারী একটি বকরি ধরে জবাই করে দিলেন। তিনি তাঁর স্ত্রীকে বললেন, তুমি ময়দা ভিজাও এবং আমাদের জন্যে রুটি বানাও। কেননা তুমি রুটি ভালো বানাতে পার। তিনি বকরির অর্ধেক নিয়ে রান্না করেন আরেক অর্ধেককে কাবাব করেন। যখন রান্না প্রস্তুত হলো তিনি তা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে পেশ করলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বকরির একটি অংশ নিয়ে রুটিতে রেখে বললেন, হে আবু আইয়ূব আল আনসারী! তুমি এটি ফাতেমাকে দিয়ে আস কেননা সে অনেক দিন যাবত এর মতো খাবার খেতে পায়নি।

www.pathagar.com

যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খানা খেয়ে পরিতৃপ্ত হয়ে বললেন, রুটি, গোশত, শুকনা, পাকা ও কাঁচা খেজুর

একথা বলার পর তাঁর দু চোখ দিয়ে পানি ঝরতে থাকে।

এরপর তিনি বললেন, আমার প্রাণ যার হাতে তার শপথ! এ সেই নেয়ামত যার সম্পর্কে কিয়ামতের দিন জিজ্ঞেস করা হবে। যখন তোমরা তা খেতে হাত বাড়াবে তখন তোমরা বিসমিল্লাহ বলে খাওয়া শুরু কর। আর যখন খেয়ে পরিতৃপ্ত হবে তখন আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে বল.....

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ هُوَ أَشْبَعَنَا وَأَنْعَمَ عَلَيْنَا فَأَفْضَلَ

অর্থ- সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্যে যিনি আমাদেরকে পরিতৃপ্ত করেছেন এবং উৎকৃষ্ট ও উত্তম নেয়ামত দান করেছেন।[২৩]

আবু বকর! তাদেরকে ছেড়ে দাও

ঈদের দিনে হঠাৎ করে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর কন্যা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর ঘরে আসলেন। এমন সময় তাঁর কানে দফের আওয়াজ ও সঙ্গীতের সুর বেজে উঠল। আওয়াজ শুনে তা বন্ধ করার জন্যে তিনি দ্রুত বাড়ির আঙিনার দিকে ছুটে গেলেন।

সেখানে গিয়ে দেখলেন আনসারদের ছোট ছোট দু'টি মেয়ে গান গাইতেছিল। অন্যদিকে রাসূল তাঁর বিছানায় শুয়ে ছিলেন।

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এ দৃশ্য দেখে ধমকের সুরে তাদেরকে বললেন, আল্লাহর রাসূলের বাড়িতে শয়তানের বাজনা!

তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আবু বকর! এদেরকে ছেড়ে দাও, কেননা প্রত্যেক জাতির উৎসবের দিন রয়েছে, আর এটি হচ্ছে আমাদের উৎসবের দিন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চোখে ঘুম নেমে আসলে হযরত আয়েশা মেয়ে দু'টিকে ইশারা দিলেন। তখন তারা চলে গেল।

---

[২৩] আল ইহসান ফি তাকরিবে সহীহ ইবনি হিব্বান, ৫২১৬।

www.pathagar.com

আমার আগেই তিনি সুসংবাদ দিয়ে ফেলেছেন

মদিনার আকাশে তারকারাজি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। মনে হচ্ছে যেন, তারা লাজুকের মতো নিজের সামান্য আলো দিয়ে রাতের অন্ধকার একটু হালকা করার চেষ্টা করছে।

ঠিক সে সময়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর সাথে মুসলমানদের ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা শেষ করে ফিরছিলেন।

মদিনার পথ দিয়ে অতিক্রম করার সময় তাঁরা দেখলেন এক ব্যক্তি নামায পড়ছে, কিন্তু তাঁকে তাঁরা চিনতে পারেননি।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে তাঁর কেরাত শুনতে লাগলেন। এরপর বললেন, কোরআন যেভাবে সিক্ত সতেজ নাযিল হয়েছে যার ইচ্ছা সেভাবে পড়বে সে যেন উম্মে আবদ (আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ)-এর মতো করে পড়ে।

তারপর আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ দোয়া করতে বসলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি চাও, তুমি যা চাইবে তা তোমাকে দেওয়া হবে..... তুমি চাও, তুমি যা চাইবে তা তোমাকে দেওয়া হবে।

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, আমি মনে মনে বললাম, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দোয়ার সাথে আমীন বলেছেন এ সুসংবাদটি কাল সকালে অবশ্যই আমি তাঁকে দিব। আমি তাঁকে সুসংবাদ দেওয়ার জন্যে সকালে গেলাম। গিয়ে দেখি আবু বকর আমার আগে তাকে সুসংবাদ দিয়ে দিয়েছেন।

শুধু তাই নয়..... আল্লাহর কসম করে বলি, আমি কখনো কোনো ভালো কাজে আবু বকরকে পেছনে ফেলতে পারিনি। [২৪]

---

[২৪] মুসনাদে আবু ইয়া'লা (১৯৪) (১ম খণ্ড, ১৭৩)

www.pathagar.com

আবু বকরের পক্ষে আল্লাহর সাক্ষী

শয়তানের চক্রে.....ইহুদি নামক হিংস্র জানোয়ারগুলো একত্রে বসে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে বিভিন্ন পরিকল্পনা করছিল। তাঁরা আল্লাহ ও রাসূল (স)-এর বিরুদ্ধে এমন এমন কথা বলছিল যা যেকোনো মুসলমানের কানে গেলে তা অন্তরে গিয়ে আঘাত করবে।

হঠাৎ করে এ চক্রান্তকারীদের মাঝে হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু উপস্থিত হলেন। তিনি গিয়ে দেখলেন তারা ফিনহাস নামক এক লোকের কাছে জড়ো হয়ে আছে। লোকটি ইহুদিদের বিশিষ্ট আলেম ছিল।

তাকে লক্ষ্য করে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, ফিনহাস তোমার জন্যে আফসোস! আল্লাহকে ভয় কর এবং ইসলাম গ্রহণ করে নাও। আল্লাহর শপথ! মুহাম্মদ যে আল্লাহর রাসূল তা তুমি ভালোভাবেই জানো। তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে সত্য নিয়ে তোমাদের কাছে আগমন করেছেন। যা তোমরা তাওরাত ও ইঞ্জিল কিতাবে পেয়েছ।

তখন ফিনহাস বলল, আবু বকর! আল্লাহর শপথ! আল্লাহর প্রতি আমাদের কোনো মুখাপেক্ষিতা নেই; বরং আল্লাহ আমাদের মুখাপেক্ষী। তিনি যেভাবে অনুনয় বিনয় করে আমাদের কাছে চাচ্ছেন আমরা তেমন অনুনয় বিনয় করে তার কাছে চাই না। আমরা তাঁর মুখাপেক্ষী নই; বরং তিনি আমাদের মুখাপেক্ষী। যদি আমাদের মুখাপেক্ষী না হতেন তাহলে আমাদের নিকটে ধার চাইতেন না, যেমনভাবে তোমাদের রাসূল বলেছেন। তিনি আমাদেরকে সুদ খেতে নিষেধ করছেন আবার নিজেই সুদ দিচ্ছেন। যদি তিনি আমাদের থেকে মুখাপেক্ষীহীন হতেন তাহলে আমাদেরকে সুদ দিতেন না।

তার এ কথাগুলো শুনে হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু প্রচণ্ড রাগান্বিত হয়ে তাকে ধরলেন এবং তার গালে কসে কয়েকটি চড় বসিয়ে দিলেন।

তারপর তিনি সিংহের মতো হুঙ্কার দিয়ে বললেন, হে আল্লাহর শত্রু! যদি তোমাদের সাথে আমাদের চুক্তি না থাকতো তাহলে আমি তোমার মাথায় আঘাত করতাম।

www.pathagar.com

ফিনহাস রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে গিয়ে অশ্রুঝরা চোখে, কান্না স্বরে বলল, হে মুহাম্মদ! তোমার সাথি আমার কি করেছে দেখ?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে বললেন, তুমি কেন এরূপ করেছ?

হযরত আবু বকর বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর শত্রু জঘন্য কথা বলেছে..... সে বলে আল্লাহ গরিব আর তারা ধনী। যখন সে এ কথা বলেছে তখন আমি আল্লাহর জন্যে তার ওপর রাগান্বিত হয়ে তার গালে আঘাত করি।

তখন ফিনহাস চিৎকার দিয়ে বলল, মুহাম্মদ! আবু বকর মিথ্যা বলছে, আমরা এরূপ বলিনি।

তখন আল্লাহ তা'আলা ফিনহাসের মিথ্যা উন্মোচনে ও আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে সত্যায়িত করে আয়াত নাযিল করেন।

لَّقَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا۟ إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَآءُ ۘ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا۟ وَقَتْلَهُمُ ٱلْأَنۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا۟ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ

অর্থঃ নিঃসন্দেহে আল্লাাহ তাদের কথা শুনেছেন, যারা বলেছে যে, আল্লাহ অভাবগ্রস্ত আর আমরা বিত্তবান! তারা যা বলেছে ও যেসব নবীকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে এখন তা আমি লিখে রাখব, অতঃপর বলব, জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি আস্বাদন কর। (আলে ইমরান : ১৮১)[২৫]

[২৫] সিয়ারু ইবনি হিশাম (২য় খণ্ড, ২০৭-২০৮)

www.pathagar.com

আবু কুহাফার ইসলাম গ্রহণ

মক্কা বিজয় করে হেরেম শরীফে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রবেশ ও মূর্তি ভাঙার পর বেশি সময় পার হয়নি। এরই মধ্যে হযরত আবু বকর তাঁর পিতা আবু কুহাফাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে নিয়ে আসলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পিতাকে দেখে আফসোসের সাথে বলতে লাগলেন, তুমি কি তোমার বাবাকে ঘরে রেখে আসতে পারনি? আমি নিজেই তাঁর কাছে যেতাম।

তখন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি তাঁর কাছে যাওয়ার চেয়ে তিনি আপনার কাছে আসাই অধিক উপযুক্ত।

তারপর আবু কুহাফা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে গিয়ে বসলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বুকে নিজের পবিত্র হাত দ্বারা বুলিয়ে দিলেন যাতে করে তাঁর অন্তর থেকে কুফরীর অন্ধকার দূর হয়ে যায়।

তারপর তিনি বললেন, ইসলাম গ্রহণ করুন.....

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথামতো তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন.....আল্লাহ রাসূলের হাতেই তাঁকে হেদায়েত দান করলেন।[২৬]

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর সম্পদ

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু যখন ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন তিনি চল্লিশ হাজার দিরহামের মালিক ছিলেন, কিন্তু তিনি যখন মদিনায় হিজরত করতে রওনা হলেন তখন তাঁর সম্পদের পরিমাণ ছিল মাত্র পাঁচ হাজার দিরহাম। তাঁর সমুদয় সম্পদ তিনি দাস মুক্তি ও ইসলামের সাহায্যে ব্যয় করেন।[২৭]

---

[২৬] আল মাউসুআ'তুল ইসলামিয়া, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু, ৮১ পৃ।

[২৭] ইবনে আসাকির ফি তারিখে দিমাশক, ৩০/৬৮।

www.pathagar.com

তিন কথা, যার প্রত্যেকটিই সত্য

এক ব্যক্তি হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে গালমন্দ করছিল এবং বিভিন্ন অপবাদ দিচ্ছিল। অন্যদিকে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তার কথার কোনো উত্তর না দিয়ে চুপ করে রইলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাথেই বসা ছিলেন। তিনি তাঁর চুপ থাকার দৃশ্য দেখে অবাক হয়ে মৃদু হাসছিলেন, কিন্তু যখন লোকটি মাত্রাতিরিক্ত বলতে শুরু করল তখন হযরত আবু বকর মুখ খুললেন এবং তার প্রতিউত্তর দিতে শুরু করলেন। হযরত আবু বকর উত্তর দেওয়া শুরু করায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাগান্বিত হয়ে সেখান থেকে উঠে চলে যেতে লাগলেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রাগের বিষয়টি হযরত আবু বকর বুঝতে পেরেছিলেন। আর তাই তিনি দ্রুত গিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! সে আমাকে গালি দিচ্ছিল তখন আপনি বসা ছিলেন। আর যখন আমি তার কথার উত্তর দিতে লাগলাম তখন আপনি উঠে চলে আসলেন!

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার সাথে একজন ফেরেশতা ছিল যে তোমার পক্ষ থেকে তার কথার উত্তর দিচ্ছিল, কিন্তু যখনই তুমি উত্তর দেওয়া শুরু করলে তখন ফেরেশতা চলে গেল, শয়তান এসে হাজির হলো। আর আমি তো এমন নই যে, শয়তানের সাথে বসে থাকব।

তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আবু বকর! তিন (কথা), যার প্রত্যেকটিই সত্য। যদি কোনো বান্দা অত্যাচারিত হওয়ার পরে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে প্রতিশোধ নেওয়া থেকে বিরত থাকে তবে আল্লাহ তাআ'লা তাকে সম্মানিত করেন।

যদি কোনো বান্দা আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করার জন্যে দানের দরজা খুলে দেয় তবে আল্লাহ তাআ'লা তার সম্পদ বৃদ্ধি করে দেন।

যদি কোনো বান্দা সম্পদ বৃদ্ধি করার জন্যে ভিক্ষা করে তবে আল্লাহ তাআ'লা তার সম্পদ কমিয়ে দেন।[২৮]

---

[২৮] মুসনাদে ইমাম আহমদ, ২য় খণ্ড, ৪৩৬ পৃ.।

www.pathagar.com

কোনো সম্মুখ যোদ্ধা আছ?

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর ছেলে মুশরিকদের কাতার থেকে বের হয়ে সামনের দিকে এগিয়ে আসে। তখন সে পূর্ণ যুবক ও শক্তিশালী বীর ছিল এবং কাফেরদের পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করতে এসেছিল।

সে মুসলমানদেরকে লক্ষ্য করে বলল, কোনো সম্মুখ যোদ্ধা আছ?

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পাশেই ছিলেন। এ আওয়াজ শুনার সাথে সাথে তিনি সিংহের ন্যায় আওয়াজের দিকে ছুটে যেতে লাগলেন। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে আটকে দিলেন এবং তাঁকে থামিয়ে রাখতে গিয়ে বললেন, আবু বকর! তুমি আমাদের উপকারে থাক।[২৯]

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও তাঁর ছেলে

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর ছেলে আব্দুর রহমান বদরের যুদ্ধে মুশরিকদের পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করেছিল। তিনি ইসলাম গ্রহণ করার পর তাঁর বাবার পাশে গিয়ে বসলেন।

তিনি তাঁর বাবাকে বললেন, আমি বদরের যুদ্ধে আপনাকে দেখেছি আর তখন আপনাকে হত্যা করা আমার জন্য খুবই সহজ ছিল, কিন্তু আমি আপনাকে হত্যা না করে অন্যদিকে ফিরে গিয়েছি।

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, কিন্তু আমি তোমাকে হত্যা করার সুযোগ পেলে ফিরে যেতাম না, অবশ্যই হত্যা করতাম।

অর্থাৎ ইসলামের জন্যে তিনি নিজের ছেলেকে হত্যা করতে কোনো দ্বিধা করতেন না।[৩০]

---

[২৯] আল হাকিম, ৩য় খণ্ড, ৪৭৩ পৃ.।

[৩০] তারিখে খুলাফা, ৬৪ পৃ.।

www.pathagar.com

রিদওয়ানে আকবার

আব্দুল কায়েস গোত্রের লোকেরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্যে মদিনা আগমন করেছিল। তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পাশে গিয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসল। তাদের মুখ থেকে জ্ঞানভরা বাণীর ফুল ঝরছিল। তাদের মধ্যে এক লোক কথায় অতিরঞ্জিত করল।

তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর দিকে আশ্চর্যান্বিতভাবে তাকিয়ে বললেন, হে আবু বকর! সে কি বলেছে তুমি কি শুনেছ এবং বুঝেছ?

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, হ্যাঁ।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে তুমি এর উত্তর দাও।

হযরত আবু বকর ওই কথার যথোপযুক্ত জবাব দিলেন.....যা প্রতিপক্ষ লোকটিকে ঘায়েল করে দিল।

এতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব খুশি হলেন, যা তাঁর পবিত্র ঠোঁটের মৃদু হাসি দেখে বুঝা যাচ্ছিল। তিনি বললেন, আবু বকর! আল্লাহ তা'আলা তোমাকে রিদওয়ানে আকবার দান করেছেন।

তখন এক লোক বলল, হে আল্লাহর রাসূল! রিদওয়ানে আকবার কী?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর সকল বান্দাকে সাধারণভাবে দীপ্তিময় সাক্ষাৎ প্রদান করবেন আর আবু বকরকে বিশেষভাবে প্রদান করবেন।[৩১]

---

[৩১] মুসতাদরাক, ৪র্থ খণ্ড, ৭৮ পৃ.।

www.pathagar.com

আল্লাহর শপথ! নিশ্চয়ই তিনি সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত

হুদাইবিয়ার সন্ধির পর .....

বায়তুল্লাহ জিয়ারত না করে মদিনা ফিরে যাওয়া ছিল সাহাবীদের জন্যে খুবই কষ্টকর ব্যাপার যা তাঁরা মেনে নিতে পারছিলেন না। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ভগ্ন হৃদয়ে, ব্যথিত মনে গিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে কথা বললেন। এরপর তিনি আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর কাছে গেলেন।

তিনি বললেন: হে আবু বকর! তিনি কি আল্লাহর নবী নন?

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, অবশ্যই।

তিনি বললেন, আমরা কি সত্যপন্থী নই আর আমাদের শত্রুরা কি ভ্রান্ত নয়?

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, অবশ্যই।

তিনি বললেন, তাহলে কেন আমরা আমাদের ধর্মকে হীন করব?

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তখন দৃঢ় ঈমান ও আল্লাহর ওপর পূর্ণ বিশ্বাস রেখে বললেন, ওমর! নিশ্চয়ই তিনি আল্লাহর রাসূল, তিনি তাঁর প্রভুর অবাধ্য হন না। আর তাঁর প্রভু তাঁর সহযোগী। সুতরাং তুমি মরণ পর্যন্ত তাঁকে শক্তভাবে ধর। আল্লাহর শপথ! নিশ্চয়ই তিনি সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

তখন আল্লাহ তাআ'লা নাযিল করলেন.....

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا

অর্থ, নিশ্চয়ই আমি আপনাকে দান করেছি সুস্পষ্ট বিজয়।

এ আয়াত শুনে হযরত ওমর দ্রুত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে নম্রভাবে জিজ্ঞেস করলেন- এটি বিজয়?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় বললেন, ওমর! হ্যাঁ।

তখন হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর অন্তর প্রশান্ত হয়েছে, এরপর তিনি ফিরে গেলেন।[৩২]

---

[৩২] ইবনি হিশাম, ২য় খণ্ড, ৩০৮-৩২২।

www.pathagar.com

আবু বকরের পরিবারের বরকত

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে কোনো এক সফরসঙ্গী হয়ে রওনা দিলেন।

তাঁরা বায়দা নামক স্থান অতিক্রম করার সময়ে হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর হার হারিয়ে গেল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হারটি খোঁজার জন্যে সেখানে অবস্থান নিলেন। সাহাবায়ে কেরামও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে অবস্থান নিলেন, কিন্তু সেখানে অবস্থান করে থাকার মতো পানি তাঁদের কাছে ছিল না।

তখন এক লোক আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে বলল, তুমি কি দেখ না আয়েশা কি করেছে? সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে নিয়ে এখানে অবস্থান নিয়েছে, অথচ নিকটে কোথাও পানি নেই আবার লোকদের কাছেও নেই।

হযরত আবু বকর রাগান্বিত হয়ে হযরত আয়েশার নিকটে আসলেন। রাগের ভাব তাঁর চোখে মুখে ভেসে দেখা যাচ্ছিল। তিনি এসে দেখলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছেন। তিনি গভীর ঘুমে নিমগ্ন ছিলেন।

তিনি হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর কাছে গিয়ে তাঁর কোমরে প্রহার করতে লাগলেন আর তাঁকে তিরস্কার করে বলতে লাগলেন, তুমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যাত্রা আটকে দিলে এখন মানুষ পানিবিহীন স্থানে আর তাদের কাছেও জমা করা পানি নেই।

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁকে এ বলে ধমকাতে লাগলেন।

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কোলে মাথা রেখে ঘুমানোর কারণে আমি আঘাতের পরেও নড়াচড়া করতে পারিনি।

সকালে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুম থেকে উঠলেন, কিন্তু কাফেলায় কোনো পানি ছিল না। আর তখন আল্লাহ তা'আলা তায়াম্মুমের আয়াত নাযিল করেন।

আয়াত নাযিল হওয়ার পরে হযরত উসাইদ বিন হুদাইর বললেন, আবু বকর! এটাই তোমার পরিবারের প্রথম বরকত নয়!

অন্যদিকে হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর বহনকারী উটটি উঠে দাঁড়ালে সেখানে হারটি পাওয়া যায়।[৩৩]

---

[৩৩] আল বুখারী (৩৪৪)।

www.pathagar.com

সম্মানিত লোকই সম্মানিতকে চিনে

একদল সাহাবীর মাঝে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসা ছিলেন। তারকারাজি যেমন চাঁদের চারপাশ ঘিরে থাকে সাহাবায়ে কেরামও তেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ঘিরে বসলেন।

ঠিক সে সময় হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এসে সালাম দিলেন। তিনি মজলিসের দিকে তাকিয়ে বসার জন্যে জায়গা খুঁজতে লাগলেন। তখন রাসূল (স) তাকিয়ে দেখতে লাগলেন যে, তাঁর কোন সাহাবী হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে জায়গা করে দেয়।

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ডানে বসা ছিলেন। তিনি নড়ে বসে হযরত আলীকে জায়গা করে দিয়ে বললেন, আবুল হাসান (হাসানের বাবা)! তুমি এখানে বস।

হযরত আলী তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর মাঝে গিয়ে বসলেন। এতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চেহারা খুশিতে হাস্যোজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর দিকে ঝুঁকে কানে কানে বললেন, আবু বকর! সম্মানিত লোকই সম্মানিতকে চিনে।[৩৪]

[৩৪] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৭ম খন্ড, ৩৫৯ পৃ।

www.pathagar.com

নবীর ভালোবাসায়

রাসূল ﷺ-কে রোগে আক্রান্ত করে, এতে তিনি দুর্বল হয়ে বিছানায় পড়ে রইলেন।

অসুস্থতার কথা শুনে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু রাসূল ﷺ-কে দেখতে গেলেন। যখন তিনি রাসূল ﷺ-কে বিছানায় পড়ে থাকতে দেখলেন, তিনি খুবই চিন্তিত হলেন।

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বাড়িতে আসার পর রাসূল ﷺ-কে নিয়ে চিন্তা করতে করতে অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে রাসূল ﷺ সুস্থ হয়ে গেলে তাঁকে দেখতে আসেন।

রাসূল ﷺ-কে সুস্থ দেখে হযরত আবু বকর এত বেশি খুশি হলেন যে, তাঁর অসুস্থতা দূর হয়ে গেল। আর তাই তিনি রাসূল ﷺ-এর ভালোবাসায় আবৃত্তি করতে লাগলেন.........

مَرِضَ الْحَبِيْبُ فَعُدْتُهُ   فَمَرِضْتُ مِنْ أَسَفِي عَلَيْهِ

شَفِيَ الْحَبِيْبُ فَزَارَنِيْ   فَشَفَيْتُ مِنْ نَظَرِيْ إِلَيْهِ

বন্ধু অসুস্থ হলে
আমি গেলাম তাঁকে দেখতে।
তাঁর অসুস্থতা দেখে
নিজেই অসুস্থ হয়ে গেলাম তাঁর চিন্তাতে।
বন্ধু সুস্থ হয়ে আসল
আমাকে দেখতে
আমি সুস্থ হয়ে গেলাম
তাঁর দিকে তাকাতে-ই।[৩৫]

---

[৩৫] মিন ওয়াসায়ার রাসূল, ২য় খণ্ড, ৩৯৪ পৃ।

www.pathagar.com

তুমি দোহাই দিও না

সকালে সূর্যের মিষ্টি রোদে অন্ধকার দূর হয়ে চারদিক আলোকিত হয়ে গেল। একলোক নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি স্বপ্নে এক খণ্ড মেঘ দেখেছি। যে মেঘ থেকে মধু ও ঘি ঝরছিল। তখন দেখলাম মানুষেরা ঝরা মধু ও ঘি তাদের হাত কোষ করে নিতে লাগল। তারা সবাই কম-বেশ যতটুকু পেরেছে নিয়েছে। এরপর দেখলাম আসমান থেকে জমিন পর্যন্ত একটি রশি, আর আপনি তা ধরে উপরে ওঠে গেছেন। এরপর একলোক ধরল সেও উপরে ওঠে গেল। এরপর আরেকজন ধরল সেও উপরে ওঠে গেল। এরপর আরেকজন ধরল, কিন্তু রশি ছুটে গেল.....পরে তা আবার জমিনে পাঠানো হয় এতে সে লোকটিও ওপরে ওঠে গেল।

তখন হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, আমার পিতামাতা আপনার জন্যে কোরবান হোক, আপনি আমাকে এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা করার সুযোগ দিন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ব্যাখ্যা কর।

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, মেঘের খণ্ডটি হচ্ছে ইসলাম। মেঘ থেকে যে মধু ও ঘি পড়ছিল তা হচ্ছে কোরআনের স্বাদ ও মজা। মানুষ যা হাতে কোষ করে নিতেছিল অর্থাৎ কম-বেশ কোরআন থেকে উপকৃত হচ্ছিল।

জমিন থেকে আসমান পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া রশিটি হচ্ছে তা সত্যপথ। যা আপনি ধরেছেন আর আল্লাহ তাআ'লা আপনাকে সত্যপথের অনুসারী হিসেবে নিয়ে উপরে তুলে নিবেন। আপনার পর একলোক তা ধরবে তাকেও তেমনভাবে উপরে তুলে নিবেন। তারপর আরেকজন ধরবে তাকেও তেমনভাবে উপরে তুলে নিবেন। তারপর আরেকজন ধরবে তখন তা ছুটে যাবে, পরে আবার পাঠানো হলে তাকেও তেমনভাবে তুলে নেওয়া হবে।

তারপর হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, আমার পিতামাতা আপনার জন্যে কোরবান হোক, এবার বলুন আমি কি সঠিক ব্যাখ্যা করেছি না ভুল করেছি।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি কিছু সঠিক করেছ আর কিছু ভুল করেছ।

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, আল্লাহর শপথ! আপনি বলে দিন আমি কি ভুল করেছি।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, দোহাই দিও না।[৩৬]

---

[৩৬] তিরমিযী, ৩২৯৩ নং হাদিস।

www.pathagar.com

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সবচেয়ে প্রিয় মানুষ

একলোক যুদ্ধ থেকে ফিরে এসেছে.....রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রীদের দিক থেকে তাঁর সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন হযরত আয়েশার ঘরে ছিলেন। লোকটি সে ঘরে প্রবেশ করে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় তাকে স্বাগতম জানালেন এবং তাঁর প্রয়োজনীয় ইচ্ছা পূরণ করার কথা বললেন।

লোকটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলল, আপনার নিকটে সবচেয়ে প্রিয় মানুষ কে?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমার পেছনে যে আছে (অর্থাৎ আয়েশা রা.)।

লোকটি মাথা নেড়ে বলল, আমি মহিলাদের কথা বলিনি। আমি পুরুষদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করছি।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তার বাবা (অর্থাৎ হযরত আবু বকর)।[৩৭]

কে প্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে

দিনের শেষে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদেরকে মি'রাজের ঘটনা বর্ণনা করছিলেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, জিবরাঈল আমার হাত ধরে ওই দরজা দেখাল, যে দরজা দিয়ে আমার উম্মত জান্নাতে প্রবেশ করবে।

তখন হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু খুব আগ্রহের সাথে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার সাথে থাকতে চাই যাতেকরে আমি আপনাকে দেখতে পাই।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, জেনে রাখ! আমার উম্মতের মধ্যে তুমিই সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে।[৩৮]

---

[৩৭] আল মুতালিব আল আ'লিয়া , ৪র্থ খণ্ড, ৩৪ পৃ।

[৩৮] আল হাকিম, ৩য় খণ্ড, ৭৩ পৃ,।

www.pathagar.com

সুসংবাদ গ্রহণ কর.....সাহায্য আসছে

বদরের যুদ্ধ.....

সতেরোই রমজান শুক্রবার। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁবুতে প্রবেশ করলেন, সাথে হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু-ও প্রবেশ করলেন.....তাঁদের সাথে অন্যকেউ ছিল না।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে আল্লাহর কাছে তাঁর কৃত ওয়াদা অনুসারে সাহায্যের আবেদন করতে শুরু করলেন। তিনি কান্নাস্বরে বলতে লাগলেন, হে আল্লাহ! তুমি যদি এ দলকে শেষ করে দাও তাহলে তোমার ইবাদত করার মতো আর কেউ থাকবে না।

হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁর পাশে থেকে তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলতে লাগলেন, হে আল্লাহর নবী.....আল্লাহ তাআ'লা অবশ্যই আপনার সাথে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করবেন।

দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকার পরে তিনি বসলেন। এতে তাঁর চোখে ঘুম নেমে আসে।

কিছুক্ষণ পরে তিনি ঘুম থেকে জেগে গেলেন।

তখন তিনি বললেন, আবু বকর! সুসংবাদ গ্রহণ কর, আল্লাহর সাহায্য তোমার নিকট আসছে.....এ হচ্ছেন জিবরাঈল, তিনি ঘোড়ার লাগাম ধরে তাকে বালুময় পথে পরিচালিত করছেন।[৩৯]

---

[৩৯] সিয়ারু ইবনি হিশাম, ২য় খণ্ড, ২৭৯ পৃ।

www.pathagar.com

যার সাথে গোপনে কথা বলেছি তাঁকে শুনিয়েছি

এক রাতে.....মানুষের অবস্থা জানার জন্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘর থেকে বের হয়ে ঘুরে ঘুরে দেখছিলেন।

তখন তিনি আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে দেখলেন, তিনি নিম্ন আওয়াজে নামাযে কেরাত পড়ছেন.....তারপর তিনি ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে দেখলেন, তিনি খুব উচ্চ আওয়াজে নামায পড়ছেন।

তখন তাঁরা দু'জন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটে এসে বসলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আবু বকর! আমি তোমার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দেখলাম, তুমি খুব নিম্ন আওয়াজে নামায পড়ছ!

তখন হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, যার সাথে গোপনে কথা বলেছি তাঁকে শুনিয়েছি।

তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে জিজ্ঞেস করলেন- আমি তোমার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দেখলাম, তুমি উচ্চ আওয়াজে নামায পড়ছ!

তখন হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, আমি ঘুমন্তদেরকে জাগাচ্ছিলাম এবং শয়তানকে তাড়াচ্ছিলাম।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয়ের কথা শুনে তাঁদের ভালো নিয়তের কারণে খুশি হয়ে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, আবু বকর! তুমি তোমার আওয়াজকে একটু উঁচু করবে.....আর ওমর! তুমি তোমার আওয়াজকে একটু নিচু করবে।[৪০]

---

[৪০] নাসাঈ শরীফ, ১১৩৩নং হাদিস।

www.pathagar.com

কারো কাছে কিছু চাইতেন না

আবু মুলাইকা বলেন, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু উটে থাকা অবস্থায় তাঁর হাত থেকে উট হাঁকানো বেত পড়ে গেছে। তখন তিনি নিজেই উটের উপর থেকে নেমে তা উঠালেন।

এটি দেখে লোকজন বলল, আপনি আমাদেরকে বললেই তো আমরা তা তুলে দিতাম।

তখন তিনি বলতেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমি যেন কারো কাছে কোনোকিছু প্রার্থনা না করি।[৪১]

যদি খলিল গ্রহণ করতাম

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মৃত্যুর পূর্বে অসুস্থ অবস্থায় এক টুকরো কাপড় দিয়ে মাথা বেঁধে ঘর থেকে বের হলেন। এরপর তিনি মিম্বরে গিয়ে বসলেন এবং সাহাবীদের উদ্দেশে কথা বলতে শুরু করলেন। আল্লাহর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করার পর তিনি ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, আমাকে নিজের জান ও মাল দিয়ে আবু বকরের চেয়ে বেশি অনুগ্রহকারী এমন কোনো মানুষ নেই। যদি আমি মানুষের মধ্যে কাউকে খলীল (সৌহার্দপূর্ণ বন্ধু) হিসেবে গ্রহণ করতাম তাহলে আবু বকরকে গ্রহণ করতাম, কিন্তু ইসলামের সৌহার্দতা উত্তম।

তারপর তিনি আদেশের স্বরে বললেন, এ মসজিদে আমার কাছে আসার সকল দরজা আবু বকর ব্যতীত সবার জন্যে বন্ধ করে দাও।[৪২]

---

৪১ ইমাম আহমদ।

৪২

www.pathagar.com

আবু বকর! আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন

হযরত রবীআ' বিন কা'ব বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর পাশের একটি জমি দান করেন, কিন্তু তখন থেকে আমার মাঝে দুনিয়াদারি চলে আসে। এমনকি আমি একটি খেজুর গাছ নিয়ে আবু বকরের সাথে ঝগড়ায় জড়িয়ে পড়লাম।

আমি বললাম, এ গাছ আমার জমিনে।

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন; বরং এ গাছ আমার জমিনে। আমি তাঁর সাথে ঝগড়া করতে লাগলাম। এক পর্যায়ে তিনি আমাকে এমন কিছু কথা বলে ফেললেন যা আমার মনে খুব লেগে গেল, কিন্তু পরে তিনি এতে লজ্জিত হয়ে আমাকে বললেন, রবীআ! তুমি আমাকে অনুরূপ কিছু কথা বল যাতে তা আমার বলা কথার প্রতিশোধ হয়ে যায়।

আমি বললাম, কখনো না আল্লাহর শপথ! আমি তা করব না।

তিনি বললেন, তাহলে আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে গিয়ে তুমি আমার থেকে প্রতিশোধ না নেওয়ার অভিযোগ করব।

এরপর তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে রওয়ানা দিলেন।

এতে আমিও তাঁর পিছু পিছু চলতে লাগলাম। আমার সাথে আমার গোত্র বনূ আসলামের কিছু লোকও রওয়ানা হলো।

তারা বলল, তিনি তোমাকে গালি দিয়েছেন এখন আবার তিনিই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে গিয়ে তোমার নামে অভিযোগ করবেন।

আমি তাদের দিকে তাকিয়ে বললাম, তোমাদের জন্যে ধ্বংস! তোমরা জান তিনি কে?

তিনি সিদ্দিক.....

যিনি মুসলমানদের সবচেয়ে অগ্রগামী ব্যক্তি.....।

তিনি তোমাদেরকে দেখার আগেই তোমরা ফিরে যাও। কেননা তিনি ধারণা করবেন তোমরা তাঁর বিরুদ্ধে আমাকে সহযোগিতা করতে এসেছ। এতে তিনি তোমাদের ওপর রাগান্বিত হবেন। আর তিনি রাগান্বিত হলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ও রাগান্বিত হবেন। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাগান্বিত হলে আল্লাহ তাআ'লা রাগান্বিত হবেন।

আমি এ কথা বলার পর তারা ফিরে গেল।

www.pathagar.com

তারপর আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে সে ঘটনা বর্ণনা করলেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘটনা শুনে আমার দিকে মাথা তুলে তাকালেন।

তিনি বললেন, রবীআ! তোমার সাথে আবু বকরের কি হয়েছে?

আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি চাচ্ছেন তিনি আমাকে যা বলেছেন আমিও যেন তাঁকে তা বলি, কিন্তু আমি বলিনি।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, সে তোমাকে যা বলেছে তা তুমি তাকে বলবে না।

বরং তুমি বল, আল্লাহ! আবু বকরকে ক্ষমা করে দাও।

তখন আমি তাঁকে বললাম, আবু বকর! আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন।

এতে তিনি ফিরে যেতে লাগলেন তখন তাঁর দুই চোখ থেকে পানি ঝরছিল এবং তিনি বলতে লাগলেন, রবীআ! আল্লাহ আমার পক্ষ থেকে তোমাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন.....

আল্লাহ আমার পক্ষ থেকে তোমাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন..... ।[৪৩]

[৪৩] তারিখুল খুলাফা, ৯২-৯৩ পৃ.।

www.pathagar.com

অনুগ্রহপ্রাপ্ত

হযরত মিসতাহ বিন উছাছার সাথে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকার কারণে তিনি তাঁকে ধন-সম্পদ দান করতেন।

হযরত মিসতাহ ইফকের (হযরত আয়েশার বিরুদ্ধে অপবাদের) ঘটনায় মুনাফিক কুৎসা রটনাকারীদের সাথে মিলে হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর বিরুদ্ধে কথা বলেছিলেন। পরে যখন হযরত আয়েশার পবিত্রতা বর্ণনা করে আয়াত নাযিল হলো তখন হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, আল্লাহর শপথ! মিসতাহ আয়েশার বিরুদ্ধে এরূপ কথা বলার পর আমি আর তাকে কোনো প্রকার দান-সদকা করব না।

এতে আল্লাহ তা'আলা কোরআনের আয়াত নাযিল করে বলেন.....

وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ۗ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

অর্থ- তোমাদের মধ্যে যারা উচ্চ মর্যাদা ও আর্থিক প্রাচুর্যের অধিকারী তারা যেন কসম না করে যে, আত্মীয়-স্বজন, অভাবগ্রস্ত ও আল্লাহর পথে হিজরতকারীদেরকে কিছুই দেবে না। তাদের উচিত ক্ষমা করে দেওয়া এবং দোষত্রুটি উপেক্ষা করা। তোমরা কি পছন্দ করো না যে, আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করে দিবেন? আর আল্লাহ তো ক্ষমাশীল পরম করুণাময়।

তখন হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, অবশ্যই, আল্লাহর শপথ! আমি পছন্দ করি আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করবেন।

এরপর তিনি মিসতাহকে আগের মতো দান-সদকা করতে লাগলেন.....আর বললেন, আমি কখনো তাকে দান-সদকা করা বন্ধ করব না।[৪৪]

---

[৪৪] সহীহ বুখারী, (২৬৬১ ও ৬৬৭৯)

www.pathagar.com

আমার সাথিকে ছেড়ে দিচ্ছ?

ভারি বর্শা এক হাতে নিয়ে.....

অন্য হাতে কাপড়ের কিনারা ধরে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আসছিলেন। এমনকি চলার গতিতে তাঁর হাঁটু মাঝে মাঝে প্রকাশিত হয়ে যাচ্ছিল। তাঁর চেহারায় দুশ্চিন্তার ভাব দেখা যাচ্ছিল।

তাঁকে দেখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুঝতে পারলেন যে, তাঁর সাথে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর কোনোকিছু হয়েছে।

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর দিকে এগিয়ে গেলেন এবং তাঁকে ক্ষমা করে দিতে বললেন, কিন্তু হযরত ওমর মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আবু বকর! তোমাকে আল্লাহ তাআ'লা ক্ষমা করুন..... (একথাটি তিনি তিন বার বলেছেন)। পরে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তার এ কাজে অনুতপ্ত হলেন। তিনি হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর কাছে আসলেন, কিন্তু তাঁকে পেলেন না। তাঁকে না পেয়ে তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে গেলেন। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটবর্তী হলে রাগে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চেহারা পরিবর্তন হয়ে গেল, তাঁর চোখ লাল হয়ে গেল। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর প্রতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রচণ্ড রাগ দেখে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর নিকটবর্তী হয়ে খুব নম্রভাবে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি জুলুম করেছি..... আল্লাহর শপথ! আমি জুলুম করেছি। (অর্থাৎ তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে দোষমুক্ত প্রমাণ করার চেষ্টা করতে লাগলেন)।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ তাআ'লা আমাকে তোমাদের নিকটে প্রেরণ করেছিলেন তখন তোমরা আমাকে মিথ্যাবাদী বলেছ, আর আবু বকর আমাকে সত্যবাদী বলেছে.....এবং নিজের জান, মাল দিয়ে আমাকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছে। আর এখন তোমরা আমার সে সঙ্গীকে ত্যাগ করছ?[৪৫]

---

[৪৫] সহীহ বুখারী, ৩৬৬১ পৃ.।

www.pathagar.com

আবু বকর আমাকে কখনো কষ্ট দেয়নি

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্ব থেকে ফিরে আসার পর সাহাবীদের উদ্দেশে ভাষণ দিতে মিম্বরে উঠলেন। প্রথমে তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করলেন।

তারপর বললেন, আবু বকর আমাকে কখনো কষ্ট দেয়নি.....তোমরা তার ব্যাপারে এ কথাটি জেনে রাখ।

হে মানুষ সকল! আমি আবু বকরের ওপর সন্তুষ্ট।[৪৬]

কল্যাণের সমষ্টি ও জান্নাতের সুসংবাদ

একদল সাহাবীর মাঝে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গিয়ে বসলেন। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন- তোমাদের মধ্যে কে আজ রোজা রেখেছ?

হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমি, হে আল্লাহর রাসূল।

তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে কে আজ জানাযায় অংশগ্রহণ করেছ?

হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমি, হে আল্লাহর রাসূল।

তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন- তোমাদের মধ্যে কে আজ মিসকীনকে খানা খাইয়েছ?

হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমি, হে আল্লাহর রাসূল।

তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন- তোমাদের মধ্যে কে আজ রোগী দেখতে গিয়েছিলে?

হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমি, হে আল্লাহর রাসূল।

তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, জান্নাতে প্রবেশকারী ব্যতীত অন্যকারো মাঝে এতগুলো ভালোকাজ একত্রিত হয় না।[৪৭]

---

[৪৬] খুলাফায়ে রাশেদীন, ৪২।

[৪৭] সহীহ মুসলিম, ১০২৮।

www.pathagar.com

আবু বকর ও রাফে বিন আমর আত্তাঈ

নবম হিজরীতে রাসূল হযরত আমর বিন আ'স-কে গোয়েন্দা বাহিনী হিসেবে তায়ীতে প্রেরণ করেন। আরবদের মধ্যে যে ব্যক্তি মুসলমান হবে তাকে সিরিয়ার দিকে রওনা করে রোমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার জন্যে আহ্বান করতে রাসূল আদেশ দিলেন এবং যারা ইসলাম গ্রহণ করেনি তাদের সাথে বন্ধুত্বের মতো আচরণ করতে যেন তারা শত্রুদের দলে যোগ না দেয়।

সেই দলের মধ্যে হযরত আবু বকর সিদ্দিক, ওমর বিন খাত্তাবসহ আরো অনেক উল্লেখযোগ্য সাহাবিগণ ছিলেন।

তাঁরা চলতে চলতে তায়ী পাহাড়ে পৌঁছলেন। সেখানে তাঁদের কাছে পথ অচেনা মনে হলো। তাঁরা ভয় করতে লাগলেন রাস্তা না চেনার কারণে তাঁরা ধ্বংস হয়ে যাবেন।

তখন হযরত ওমর বিন খাত্তাব বললেন, আমাদেরকে এমন একজন লোক এনে দাও যে আমাদের অচেনা পথের দিশারী হবে।

তখন তাদেরকে বলা হলো, তোমাদের জন্যে রাফি বিন উমাইর আত্তায়ী-ই আছে। কেননা সেই এ পানিহীন মরুর পথ সবচেয়ে বেশি চিনে।

এতে তাঁরা হযরত রাফি বিন আত্তায়ীকে নিজেদের পথের দিশারী হিসেবে বেছে নিলেন।

হযরত রাফি বিন উমাইর রাসূল-এর মহান সাহাবীদেরকে পথ দেখিয়ে দিতে কিছুদিন তাঁদের সাথে কাটালেন। আর তাঁরাও তাঁদেরকে আদেশ করা কাজ শেষ করলেন।

হযরত রাফি রাসূল-এর সাহাবীদের সাথে থাকার কারণে তাঁদের সুন্দর ব্যবহার, উত্তম আখলাক ও মহান চরিত্র দেখতে পান যা তাঁর অন্তরে তাঁদের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করে।

তিনি তাঁদেরকে দেখতেন তাঁরা রাতের বেলা ইবাদতে মশগুল থাকতেন আর দিনের বেলা ঘোড়ার পৃষ্ঠে থাকতেন।

www.pathagar.com

তাঁরা দুনিয়া বিরাগী ও আল্লাহর পক্ষ থেকে উত্তম প্রতিদান পাওয়ার আশায় থাকত।

কিন্তু তাঁদের সাথে থাকার সময় হযরত রাফিয়ের অবস্থা ছিল অন্যরকম যা তিনি নিজেই বলেন.....

আমি যখন তাঁদের থেকে আলাদা থাকতাম তখন তাঁদেরকে নিয়ে ভাবতাম। বিশেষ করে আবু বকরের দিকে তাকিয়ে থাকতাম। আমি তাঁকে সবার থেকে বেশি সম্মান করতাম, সবার থেকে বেশি প্রাধান্য দিতাম।

আমরা আমাদের পূর্বের স্থানে ফিরে আসার জন্যে রওনা করলাম, কিন্তু আমি তাঁদের থেকে আলাদা হয়ে নিজের পথের দিকে যখন পা বাড়াব তখন আমি অনুভব করলাম তাঁরা আমার হৃদয় নিয়ে চলে যাচ্ছেন।

আমার মনের এ অবস্থার কারণে আমি আবু বকরের নিকটে এসে বলি-

হে কল্যাণের বন্ধু! আমি আপনাকে ভালো হিসেবে জানি এবং আপনার বন্ধুদের থেকে আপনাকেই পছন্দ করেছি। সুতরাং আপনি আমাকে এমন উপদেশ দিন যা পালন করলে আমি আপনাদের একজন হতে পারব এবং আপনাদের মতো হতে পারব।

তিনি বললেন, তুমি কি তোমার পাঁচটি আঙুল সংরক্ষণ করতে পারবে?

আমি বললাম, হ্যাঁ।

হযরত আবু বকর বললেন, তাহলে সেই আঙুল দ্বারা গণনা কর-

আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল তুমি একথার সাক্ষ্য দেবে।

নামায আদায় করবে।

যদি তোমার সম্পদ থাকে তাহলে যাকাত দেবে।

রমজান মাসে রোযা রাখবে .....

এবং মক্কায় গমন করার সক্ষমতা থাকলে হজ্ব করবে।

এরপর বললেন, তুমি কি এগুলো সংরক্ষণ করেছ?

www.pathagar.com

আমি বললাম, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।
আর আমি কখনও নামায ছাড়ব না,
যদি আমার সম্পদ থাকে তাহলে যাকাত দেব,
রমজান মাসে আমি জীবিত থাকলে রোযা রাখব,
এবং যদি আল্লাহ চায় আর আমি সক্ষম হই তাহলে আমি হজ্ব আদায় করব।[৪৮]

এ শায়েখ কেন কাঁদছে?

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বরে বসে তাঁর সাহাবীদেরকে উপদেশ দিচ্ছিলেন। মনে হচ্ছিল এটি তাঁর বিদায়ী উপদেশ।
অশ্রুঝরা চোখে তিনি বললেন, আল্লাহ তাআ'লা এক ব্যক্তিকে দুনিয়া অথবা আল্লাহর নিকটে যা আছে, দু'টির একটি বেছে নিতে বললেন। তখন লোকটি আল্লাহর নিকটে যা আছে তা বেছে নিল।
হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এ কথা শুনার সাথে সাথে অশ্রুঝরা, কান্না স্বরে চিৎকার দিয়ে বললেন, আপনার জন্যে কোরবান হোক.....আমাদের পিতামাতা আপনার জন্যে কোরবান হোক.....আমাদের পিতামাতা আপনার জন্যে কোরবান হোক।
এতে মানুষ খুবই আশ্চর্য হয়ে গেল। কেন এ শায়েখ কাঁদছে? কেনই বা তাঁর কণ্ঠ থেকে এত করুণ চিৎকার বের হয়ে আসল।.....নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো কোনো এক ব্যক্তির কথা বললেন, সে আল্লাহর নিকট যা আছে তা বেছে নিল.....এতে কান্নার কি আছে?
কিন্তু লোকেরা জানত যে, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাদের মধ্যে সবচেয়ে জ্ঞানী ও অভিজ্ঞ। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে ব্যক্তির কথা বলেছিলেন। সে ব্যক্তি স্বয়ং তিনি নিজেই। তিনি আল্লাহর প্রতিবেশী হওয়াকে বেছে নিয়েছেন এ কারণেই হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু চিৎকার দিয়ে কাঁদলেন। এরপর বেশিদিন যায়নি এরই মধ্যে একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দুনিয়া ছেড়ে তাঁর প্রভুর কাছে চলে গেলেন।[৪৯]

---

[৪৮] সুওয়ারুম মিন হায়াতিস সাহাবা।
[৪৯] সহীহ বুখারী, ৪৬৬ পৃ. আল মিশকাত, ৫৯৫৭ পৃ.।

www.pathagar.com

নিশ্চয়ই তোমরা ইউসুফের সাথিদের ছোটরূপ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অসুস্থতা মারাত্মক আকার ধারণ করেছে এমনকি তিনি দাঁড়িয়ে নামায না পড়ে বসে পড়তে লাগলেন।

নামাযের সময় হলে হযরত বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু এসে আযান দিলেন.....রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাথা থেকে কাঁথা নামিয়ে ক্ষীণকণ্ঠে বললেন, মানুষকে নিয়ে নামায আদায় করতে আবু বকরকে নির্দেশ দাও।

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আবু বকর তো খুব কোমল হৃদয়ের মানুষ। তিনি নামাযে দাঁড়ালে কান্না শুরু করবেন। আর অধিক কান্নার কারণে তাঁর কেরাত মানুষ শুনতে পাবে না। যদি আপনি ওমরকে নির্দেশ দিতেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কথায় অনড় থেকে আবার বললেন, মানুষকে নিয়ে নামায আদায় করতে আবু বকরকে নির্দেশ দাও।

তখন হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হযরত হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহা-কে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি রাসূলকে বল, আবু বকর কোমল হৃদয়ের মানুষ। তিনি নামাযের ইমামতি করলে অধিক কান্নার কারণে মানুষ তাঁর কেরাত শুনতে পাবে না। যদি আপনি ওমরকে নির্দেশ দিতেন।

তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাগান্বিত হয়ে বললেন, নিশ্চয়ই তোমরা ইউসুফের সাথিদের ছোটরূপ, আবু বকরকে নির্দেশ দাও মানুষকে নিয়ে নামায আদায় করতে।

হযরত আবু বকর নামাযে গেলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের শরীর হালকা অনুভব করতে লাগলেন। তাই তিনি দু'জন সাহাবীর ওপর ভর করে মসজিদে প্রবেশ করলেন। যখন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আগমনের টের পেলেন তিনি তাঁর স্থান থেকে পিছনে চলে আসতে লাগলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে তাঁর স্থানে থাকার নির্দেশ দিলেন, কিন্তু তিনি পিছনে এসে কাতারের সাথে শামিল হয়ে গেলেন।

নামায শেষে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন- আবু বকর! আমি নির্দেশ দেওয়ার পরেও কেন তুমি নিজ স্থানে স্থির থাকলে না।

www.pathagar.com

তখন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু খুব নম্রভাবে বললেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে দাঁড়িয়ে নামায পড়া আবু কুহাফার ছেলের জন্যে শোভা পায় না। (আবু কুহাফা তিনি নিজেই)।[৫০]

তোমরা ভালো করেছ

নামাযের সময় হয়েছে.....

অন্যদিকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুস্থতার কারণে ঘরে শুয়ে আছেন।

তখন বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, নামাযের সময় হয়েছে, কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো নেই। আপনি কি চান যে, আমি আযান ও ইকামত দিব আর আপনি মানুষকে নিয়ে নামায আদায় করবেন?

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, তোমার ইচ্ছে...।

কথামতো হযরত বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু আযান ও ইকামত দিলেন এবং হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে নামাযের ইমামতি করার জন্যে এগিয়ে দিলেন।

নামাযের শেষ মুহূর্তে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের শরীর একটু হালকা অনুভব করলে মসজিদে আসেন। তিনি এসে দেখলেন নামায শেষ হয়ে গেছে।

তিনি সাহাবায়ে কেরামদের জিজ্ঞেস করলেন- তোমরা কি নামায পড়েছ?

তাঁরা বললেন, হ্যাঁ।

তিনি বললেন, তোমাদের নামাযের ইমামতি কে করেছে?

তাঁরা বললেন, আবু বকর।

তিনি বললেন, তোমরা ভালো করেছ, যাদের মাঝে আবু বকর আছে, তাদের ইমামতি অন্য কেউ করা উচিত নয়।[৫১]

---

[৫০] সহীহ বুখারী (৬৭৮, ৬৮৪,৭১৩)

[৫১] আল মুতালিবুল আ'লিয়া, লি ইবনি হাজার, ৪র্থ খণ্ড, লি ইবনি হিশাম, ৩৩পৃ।

www.pathagar.com

জীবিত ও মৃত উভয় অবস্থায় আপনি কতই না উত্তম

মদিনার প্রান্তসীমার উঁচু ভূমিতে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু নিজ বাড়িতে গেলেন। উদ্দেশ্য ক্লান্তি দূর করতে সামান্য সময় বিশ্রাম নিবেন।

কিন্তু কিছুক্ষণ না যেতেই এক ঘোষণাকারী মৃত্যুর সংবাদ ঘোষণা করতে দ্রুত দৌড়ে আসছিল।

সে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর বাড়ির সামনে এসে চিৎকার দিয়ে বলল, হে আবু বকর.....হে আবু কুহাফার ছেলে।

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে বের হয়ে এলেন। তিনি ওই লোকটির দিকে তাকালে লোকটি তাঁর দুঃখভরা মন নিয়ে দু'ঠোঁট নাড়িয়ে বলল, আল্লাহর রাসূল ইন্তেকাল করেছেন।

এ কথা শুনে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর অন্তর কেঁপে উঠল। তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রু ঝর ঝর করে পড়তে লাগল। তিনি দ্রুত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাড়ির দিকে ছুটলেন।

হযরত আবু বকর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাড়িতে এসে দেখতে পেলেন মানুষের বিষণ্ন মনে কেউ বসে আছে কেউ দাঁড়িয়ে আছে। তাদের চোখ দিয়ে অশ্রুর বন্যা বয়ে যাচ্ছিল। তখন সকলের হৃদয়ে কান্নার রক্ত ক্ষরণ হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল দুঃখে মনের আকাশ ভেঙে যাবে। এমনকি হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তাঁর তরবারি উন্মুক্ত করে চিৎকার দিয়ে বলতে লাগলেন, যে বলবে মুহাম্মদ মারা গেছেন আমি তার ঘাড়ে এ তরবারি দিয়ে আঘাত করব।

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু মানুষকে রেখে ঘরের ভেতরে প্রবেশ করলেন। তিনি গিয়ে দেখলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দেওয়ালের পাশে চাদর দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে।

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তাঁর পাশে গিয়ে মুখ থেকে চাদর সরিয়ে তাঁর কপালে বিদায়ী চুমু দিলেন। আর তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মোবারকময় সুগন্ধি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। এতে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বললেন, জীবিত ও মৃত উভয় অবস্থায় আপনি কতই না উত্তম।

তারপর হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু উঠে আসতে লাগলেন যদিও দুঃখ-বেদনায় তাঁর হাঁটু দাঁড়ানোর শক্তি পাচ্ছিল না। তিনি ঘরের বাইরে এসে মানুষদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, হে লোক সকল! যে ব্যক্তি মুহাম্মদের ইবাদত করেছ, তবে মুহাম্মদ মারা গেছেন আর যে ব্যক্তি

www.pathagar.com

আল্লাহর ইবাদত করেছ, তবে আল্লাহ তাআ'লা জীবিত, তিনি কখনো মারা যাবেন না।

তারপর তিনি তেলাওয়াত করলেন.....

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ ۚ أَفَإِين مَّاتَ أَوْ قُتِلَ ٱنقَلَبْتُمْ عَلَىٰٓ أَعْقَٰبِكُمْ ۚ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ ٱللَّهَ شَيْـًٔا ۗ وَسَيَجْزِى ٱللَّهُ ٱلشَّٰكِرِينَ

অর্থ- আর মুহাম্মদ রাসূল ব্যতীত অন্য কিছু নন। তাঁর পূর্বে বহু রাসূল অতিবাহিত হয়ে গেছেন। যদি তিনি মারা যান অথবা নিহত হন তবে কি তোমরা পিছু হটে যাবে? বস্তুত যে পিছু হটবে, সে আল্লাহর সামান্য ক্ষতিও করতে পারবে না। আর যারা কৃতজ্ঞ, অচিরেই আল্লাহ তাদেরকে প্রতিদান দিবেন। (সূরা আলে ইমরান : ১৪৪)[৫২]

বিষাক্ত মহিলা

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাতের সংবাদ মুখে মুখে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। এমনকি হাজরামাউত পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। তখন মুনাফিকদের কণ্ঠস্বর উঁচু হয়ে উঠল। আর মুনাফিক নামের সাপগুলো গর্ত থেকে বের হয়ে এল। তাদের মধ্যে কিছু মহিলা নিজের হাত রাঙিয়ে অলিতে-গলিতে ঘুরে নাচের তালে তালে দফ বাজাতে লাগল।

এ দৃশ্য দেখে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট এক ব্যক্তি হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর নিকটে চিঠি লিখে জানালেন.....

"বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইন্তেকালের খবর শুনে খুশিতে একদল মহিলা তাদের হাত রাঙিয়ে অলিতে গলিতে ঘুরে দফ বাজাচ্ছে।"

চিঠিটি হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর মাথায় বজ্রের ন্যায় আঘাত করে। তিনি একটি বাহিনী প্রেরণ করে ওই সকল মহিলাকে একত্রিত করে তাদের হাত কেটে দিলেন।[৫৩]

---

[৫২] আল বিদায়া, ৫ম খণ্ড, (২৪৩-২৪৪)

[৫৩] আল হিনা।

www.pathagar.com

এ তিনটি মর্যাদা কার?

সাকিফায়ে বনী সায়েদায় যখন মানুষের মধ্যে খলিফা নির্বাচন নিয়ে তর্কবিতর্ক চলছিল। তাদের প্রত্যেকে নিজেদের মতকে প্রাধান্য দেওয়ার চেষ্টা করতে লাগলেন।

আনসারগণ বললেন, তোমাদের থেকে একজন আমির হবেন আর আমাদের থেকে একজন হবেন।

তখন হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, এক খাপে দুই তরবারি থাকতে পারে না।

তারপর তিনি হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর কাছে এসে তাঁর হাত ধরে চিৎকার করে বললেন, এ তিনটি মর্যাদা কার?

إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ "যখন তিনি তাঁর সাহাবীকে বললেন" আল্লাহর বাণীতে এ সাহাবী কে?

তাঁরা বললেন, আবু বকর।

ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ "যখন তারা গুহায়....." এখানে তাঁরা কে?

তাঁরা বললেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবু বকর।

ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللهَ مَعَنَا "আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন.....? কার সাথে আছেন?

তাঁরা বললেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবু বকরের সাথে।

তারপর তিনি বললেন, তাহলে তোমাদের কে আছ যে নিজেকে আবু বকরের থেকে পবিত্র মনে করে তাঁর সম্মুখে যাবে।

তাঁরা বললেন, আবু বকরের সম্মুখে এগিয়ে যাওয়া থেকে আমরা আল্লাহর নিকটে আশ্রয় চাই।

এরপর হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এগিয়ে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর হাত ধরে বললেন, আপনার হাত প্রসারিত করুন, আমি আপনার হাতে বাইয়াত হব।

এ কথা বলে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করলেন এবং অন্য মানুষও তাঁর সাথে বাইয়াত গ্রহণ করলেন।[৫৪]

---

[৫৪] ফাযায়েলুস্ সাহাবা,

www.pathagar.com

প্রথম ভাষণ

অনেক লজ্জা ও ভয়ে হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মিম্বরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি পা সামনে দিচ্ছেন আবার এক পা পিছনে দিচ্ছেন। মিম্বরের প্রথম সিঁড়িতে পা রেখে দ্বিতীয় সিঁড়ির দিকে পা বাড়ালেন, কিন্তু দ্বিতীয় সিঁড়িতে পা রাখার পর আর তৃতীয় সিঁড়ির দিকে পা বাড়ালেন না। কেননা সেই সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবা দিতেন। আর তাই তিনি নিজেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্থানে দাঁড় করালেন না।

এরপর ভাঙা হৃদয়ে খিলাফতের দায়িত্ব মাথায় নিয়ে মানুষের উদ্দেশ্যে প্রথম ভাষণ দিতে গিয়ে বললেন, হে লোক সকল!.....আমি তোমাদের আমির নিযুক্ত হয়েছি, তবে আমি তোমাদের থেকে সেরা নই। যদি আমি ভালো কাজ করি তবে তোমরা আমাকে সাহায্য করবে.....আর যদি আমি খারাপ করি তাহলে আমাকে সঠিক পথে নিয়ে আসবে। জেনে রাখ! নিজের অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে তোমাদের দুর্বল লোক আমার কাছে অনেক শক্তিশালী। আর অন্যের অধিকার আদায় করে দেওয়ার ক্ষেত্রে অধিকার লুণ্ঠনকারী শক্তিশালী ব্যক্তি আমার নিকট অনেক দুর্বল।

আমি যে কাজে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আনুগত্য করব সে কাজে তোমরা আমার আনুগত্য করবে। আর যদি আমি তাঁদের অবাধ্য হই তাহলে আমার আনুগত্য করা তোমাদের জন্য আবশ্যক নয়।

www.pathagar.com

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু যেভাবে বিচার করতেন

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর কাছে যখন কোনো বিচার আসত, তিনি প্রথমে আল্লাহর কিতাবে সে সম্পর্কে দেখতেন। যদি তাতে পাওয়া যেত তাহলে সে অনুযায়ী ফায়সালা দিতেন। কোরআনে না পাওয়া গেলে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসের দিকে দৃষ্টি দিতেন। যদি হাদীসে পাওয়া যেত তবে অনুরূপ বিচার করতেন। আর যদি না পাওয়া যেত, তখন তিনি মানুষের কাছে বলতেন, আমার কাছে এই এই বিচার এসেছে, এ সম্পর্কে কি তোমাদের কারো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস জানা আছে। তখন যদি কোনো লোক এসে তাঁর কাছে ওই বিচার সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কোনো হাদীস শুনাত, তিনি বলতেন, সকল প্রশংসা ওই সত্তার যিনি আমাদের মধ্যে এমন লোক রেখেছেন, যারা নবীর কথা স্মরণে রেখেছে। যদি এক্ষেত্রেও তিনি ব্যর্থ হতেন, তখন গণ্যমান্য লোকদেরকে নিয়ে ফায়সালা করতেন।[৫৫]

আমি আরোহণ করব না আর তুমিও নামবে না

যখন উসামা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর নেতৃত্বে মুসলমান সৈন্যবাহিনীরা যুদ্ধে রওয়ানা দিল তখন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু উসামার পাশে হেঁটে হেঁটে আসতে লাগলেন। উসামা আরোহী অবস্থায় থাকার কারণে তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূলের খলিফা! আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলছি, হয় আপনি আরোহণ করুন, না হয় আমি বাহন থেকে নেমে যাই।

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বললেন, আল্লাহর দোহাই! তুমি বাহন থেকে নেমো না আর আমিও বাহনে আরোহণ করব না। আমি তো মাত্র আল্লাহর রাস্তায় কিছুক্ষণ সময় নিজের পায়ে ধুলোবালি লাগাচ্ছি।

তারপর তিনি উসামা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে বললেন, আমি তোমাকে, তোমার দ্বীনদারিতা ও তোমার শেষ আমলকে আল্লাহর আমানতে রাখলাম। আর তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি, তুমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশ পুরো করবে।[৫৬]

---

[৫৫] সীরাহ্ ওয়া মানাকিবে আবু বকর, ১৯৭ পৃ.।

[৫৬] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৩০৩-৩০৫ পৃ।

www.pathagar.com

যদি তারা একটি রশিও দিতে অস্বীকার করে তবে আমি তাদের সাথে যুদ্ধ করব

বাতাসের গতির মতো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইন্তেকালের সংবাদ চতুর্দিকে ছড়াতে লাগল। যে সংবাদ ছুটতে ছুটতে আরবদের কানে কানে গিয়ে থামল। এতে অনেক আরববাসী মুনাফিকীর পথ বেছে নিল। তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হুকুমকে অস্বীকার করতে শুরু করল এবং মিথ্যাবাদী ভণ্ড নবীদের সাথে এক হয়ে ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু করল।

সারা আরবে ধর্মত্যাগীদের বিদ্রোহ প্রচণ্ড আকার ধারণ করে। এতে হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মুহাজির ও আনসার সাহাবীদেরকে একত্রিত করে বললেন, আরবরা তাদের পশুর যাকাত দিতে অস্বীকার করছে। তারা মনে করে যে লোকটির দ্বারা তোমরা সাহায্য পেয়েছ তিনি মারা গেছেন এবং তারা আমাকে তোমাদের মতো একজন মনে করে।

তখন হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, আমার মতে, আপনি তাদেরকে নামায আদায় করতে বলুন আর তাদের থেকে যাকাত নেওয়া থেকে বিরত থাকুন। কেননা তারা ইসলামে এখনো নতুন।

হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এ কথা শুনে মজলিসের অন্যান্যদের দিকে তাকালেন এতে তারা মনে করল, তিনি হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর কথায় সন্তুষ্ট হয়েছেন।

আর তখন হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মিম্বরে উঠে বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, আল্লাহর চুক্তি ও ওয়াদা বাস্তবায়ন হওয়া পর্যন্ত আল্লাহর হুকুমে আমি যুদ্ধ করে যাব। আমাদের মধ্যে যে নিহত হবে সে শহীদ হয়ে জান্নাতের অধিবাসী হবে। আর যে বেঁচে থাকবে সে দুনিয়াতে আল্লাহর প্রতিনিধি ও ওয়ারিশ হয়ে বেঁচে থাকবে.....

আল্লাহর শপথ! যদি তারা যাকাতের একটি রশি দিতেও অস্বীকার করে যা তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সময় দিত তবে অবশ্যই আমি তাদের

www.pathagar.com

সাথে যুদ্ধ করব। যদিও বৃক্ষ, নগর, মানুষ, জ্বীন সবাই তাদের সাথে মিলিত হয়ে আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আসে।

তখন হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু চিৎকার দিয়ে বললেন, আল্লাহু আকবার .....আল্লাহু আকবার।

তারপর বললেন, আল্লাহর শপথ! আমার জানামতে তিনি সত্য।[৫৭]

কাপড় বিক্রেতা

সূর্য ঘুম ভেঙ্গে উঠার আগেই হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কাপড়ের বোঝা মাথায় নিয়ে ব্যবসার উদ্দেশে বাজারের দিকে রওনা দিলেন। যাওয়ার পথে তাঁকে হযরত ওমর ও আবু উবায়দা বিন আল জার্‌রা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু দেখতে পেলেন। তারা দু'জন খুব দ্রুত তাঁর দিকে এগিয়ে গেলেন।

হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু উঁচু গলায় চিৎকার দিয়ে বললেন, আল্লাহর রাসূলের খলিফা! আপনি কোথায় যাচ্ছেন?

হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর মাথায় থাকা কাপড়ের বোঝার নিচ দিয়ে তাদের দিকে লক্ষ্য করে বললেন, বাজারে।

হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, আপনি বাজারে কি করবেন?

তিনি আশ্চর্য হয়ে বললেন, ওমর! আমি কাপড় বিক্রয় করব।

হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, আপনার ব্যস্ততা এসেছে।

তিনি কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন, তুমি কি খিলাফতের কথা বলছ?

হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, হ্যাঁ।

তিনি হাত নাড়িয়ে বললেন, তাহলে আমার পরিবারকে কে খাওয়াবে?

হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, আমরা বায়তুল মাল থেকে কিছু অর্থ নির্ধারণ করে দিব। মুসলিম জাতির অবস্থার কথা বর্ণনা করে হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তা গ্রহণ করতে রাজি হলেন এবং বাজারে যাওয়া থেকে বিরত থাকলেন।[৫৮]

---

[৫৭] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৩১১ পৃ।

[৫৮] আল খুলাফায়ুর রাশিদীন, ৬২পৃ.।

www.pathagar.com

উম্মে আয়মানের কান্না

চিন্তার রেখা ঊর্ধ্ব থেকে ঊর্ধ্বে দাগ টানছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইন্তেকালে সকলে শোকে বিহ্বল। হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু দুঃখে এ বিশাল মেঘকে মনের আকাশ থেকে তাড়িয়ে হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে গিয়ে বললেন, চল আমরা উম্মে আয়মানের কাছে যাই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাথে যেভাবে দেখা করত আমরাও গিয়ে সেভাবে দেখা করি। যখন তাঁরা হযরত উম্মে আয়মানের কাছে গিয়ে পৌঁছলেন তিনি প্রচণ্ড কান্নাকাটি শুরু করলেন।

তাঁরা বললেন, আপনি কেন কাঁদছেন? আপনি কি জানেন না রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য আল্লাহর নিকটে যা আছে তা অনেক উত্তম?

তিনি বললেন, আমি এ জন্যে কাঁদছি না; বরং আমি কাঁদছি আসমান থেকে অহী আর আসবে না.....। এ কথা শুনে হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু উভয়ে তাঁর সাথে কান্না শুরু করলেন।[৫৯]

তুমি দৃঢ়তা অবলম্বন করেছ

মদিনা মুনাওয়ারাতে.....

হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে গিয়ে খুব ভদ্রতার সাথে বসলেন। উদ্দেশ্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা মনোযোগ দিয়ে শুনবেন।

তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে জিজ্ঞেস করলেন- তুমি কখন বিতর পড়?

তিনি বললেন, রাতের প্রথম অংশে।

তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন- তুমি কখন বিতর পড়?

তিনি বললেন, রাতের শেষ অংশে।

তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকরকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি দৃঢ়তা অবলম্বন করেছ আর ওমর সামর্থ্যতা অবলম্বন করেছে।[৬০]

---

[৫৯] মিশকাতুল মাসাবীহ, ৩য় খণ্ড, ৫৯৬৭ পৃ.।

www.pathagar.com

ভীমরুল ও মৌমাছির দংশন

একদল লোক সফরে বের হয়েছে। তাদের মধ্যে একলোক দাঁড়িয়ে হযরত আবু বকর ও ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে গালমন্দ করতে লাগল।

এতে মানুষ খুব রাগান্বিত হয়ে চিৎকার দিয়ে বলল, এই বেটা থাম্.....তুই কি বলছিস.....তুই কি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দুই পবিত্র সাহাবী হযরত আবু বকর ও ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে গালি দিচ্ছিস?

কিন্তু লোকটি তারপরেও থামেনি। তাদের বিরুদ্ধে একাধারে সে বলে যাচ্ছিল।

এর কিছুক্ষণ পর এ লোকটি তার প্রয়োজন পুরো করার জন্যে টয়লেটে গেল। টয়লেটে ঢোকার পর পরই একঝাঁক ভীমরুল ও মৌমাছি এসে তাকে ঘিরে ধরে তার শরীরে হুল ফোটাতে শুরু করল। এতে লোকটি চিৎকার শুরু করে দিল। চিৎকার শুনে মানুষ তাকে বাঁচাতে এগিয়ে আসে, কিন্তু তারা ভীমরুল আর মৌমাছির কারণে তার নিকটে যেতে পারছিল না। যে লোকই কাছে আসার চেষ্টা করত তাকে ভীমরুল আর মৌমাছি আক্রমণ করে বসত। এতে তাদের দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখা ছাড়া আর কিছুই করার ছিল না।

ভীমরুল ও মৌমাছি তার সারা শরীরে হুল ফুটিয়ে অবশেষে তাকে ছেড়ে দিল।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর বন্ধুদের পক্ষ থেকে এমনভাবে প্রতিশোধ নিলেন।[৬১]

বদরের যুদ্ধে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পাহারাদার

একদিন হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর সাথিদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, হে মানুষের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ বীর কে?

তারা বলল, আমীরুল মুমিনীন! আপনি।

তিনি বললেন, আমি ধারণা করছি তোমরা আমার কথা বলবে।

এরপর তিনি বললেন, বীর তো ছিলেন আবু বকর। আমরা একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে ছিলাম। এমন সময় বলা হলো, কে সে ব্যক্তি

---

[৬০] সুনানে আবু দাউদ, ১২২২ পৃ.।
[৬১] ফাযায়েলুস সাহাবা, ২২৪ পৃ.।

www.pathagar.com

যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পাশে থাকবে যাতে করে তাঁর ওপর মুশরিকদের কোনো আক্রমণ না আসে। আল্লাহর কসম, তখন আমাদের কেউ তাঁর নিকটবর্তী হয়নি। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-ই তাঁর তরবারি উন্মুক্ত করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাথার কাছে গেলেন। তাই আমরা মনে করি তিনিই সবচেয়ে সেরা বীর।[৬২]

চোর ও শাস্তি

মানুষের মাঝে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এক চোরকে নিয়ে আসা হয়েছে।

তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা তাকে হত্যা কর।

তারা খুব আশ্চর্যের সাথে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! এ চুরি করেছে।

তিনি আবার বললেন, তাকে হত্যা কর।

তারা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! এ তো শুধু চুরি করেছে।

তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তার হাত কেটে দাও।

এভাবে দিন কাটছিল.....। লোকটি আবার চুরি করল। এতে তার পা কেটে দেওয়া হয়েছে। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর খিলাফতকালে লোকটি আবারও চুরি করল। এতে তার বাম হাতও কেটে দেওয়া হলো। তারপর আবার চুরি করল। এবার তার বাম পাও কেটে ফেলা হলো। এভাবে তার হাত পা সবগুলো কেটে ফেলা হলো। হাত পা সবগুলো হারানোর পরে লোকটি পঞ্চম বারের মতো আবারও চুরি করল!

তখন হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সম্পর্কে অধিক জানতেন তাই তিনি বলেছিলেন, তাকে হত্যা কর।

তারপর তাকে হত্যা করার জন্যে কোরাইশদের যুবক দলের হাতে হস্তান্তর করা হলে.....তারা তাকে হত্যা করে।[৬৩]

---

[৬২] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১ম খণ্ড, ২৭১ পৃ.।

[৬৩] সুনানে নাসাঈ, ৪৮৯১ পৃ.।

www.pathagar.com

উত্তম কে?

কুফা ও বসরার কিছু অধিবাসী হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর সাথে সাক্ষাৎ করতে মদিনায় আগমন করে। তারা মদিনায় বসে বসে কথাবার্তা বলছিল। একপর্যায়ে তারা হযরত আবু বকর ও ওমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে নিয়ে আলোচনা করতে লাগল। তাদের কেউ হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর ওপরে প্রাধান্য দিতে লাগল। আবার কেউ হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর ওপর প্রাধান্য দিতে লাগল।

তাদের কথাবার্তা শুনে হযরত ওমর চাবুক হাতে নিয়ে ছুটে আসলেন। যারা তাঁকে হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর ওপর প্রাধান্য দিয়েছিল, তিনি তাদের দিকে ছুটে গিয়ে এক এক করে চাবুক দিয়ে আঘাত করতে লাগলেন।

তারা বলল, ঠিক.....ঠিক.....কেননা আমরা আপনাকে আবু বকরের ওপর প্রাধান্য দেওয়া আল্লাহ তা'আলা দেখতে চান না। আবু বকর এ দিক থেকে উত্তম.....ওদিক থেকে উত্তম।

তাদের কথাগুলো হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে আনন্দিত করল।

পরে তিনি বিকেলে মিম্বরে উঠে আল্লাহর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করার পর বললেন, এ উম্মতের নবীর পরে সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি হচ্ছেন আবু বকর। আমার এ ঘোষণার পর যদি কেউ বিপরীত কিছু বলে থাকে তবে সে অপবাদদাতা। আর তার ওপর অপবাদের শাস্তিই প্রযোজ্য হবে।[৬৪]

---

[৬৪] আল খুলাফায়ুর রাশিদীন, ৪৬ পৃ.।

www.pathagar.com

হযরত ওমরের কান্না

একবার.....বসরার আমির হযরত আবু মূসা আল আশয়ারী রাযিয়াল্লাহু আনহু বের হলেন। তিনি যখনই খুতবা দিতেন আল্লাহর গুণকীর্তন করে ও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওপর দুরূদ পাঠ করে ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর জন্যে দোয়া করতেন।

দিবা বিন মুহসিন নামক এক ব্যক্তির কাছে বিষয়টি খুব খারাপ লাগল।

তিনি রাগান্বিত হয়ে বললেন, তাঁর সাথির (আবু বকর) ব্যাপারে তোমার অবস্থান কি? তুমি কি আবু বকরের ওপর তাঁকে প্রাধান্য দিচ্ছ?

তার কথায় হযরত আবু মূসা রাযিয়াল্লাহু আনহু খুবই রাগান্বিত হলেন। তিনি আমীরুল মুমিনীনের কাছে তার ব্যাপারে এ অভিযোগ লিখে পাঠালেন.....

"দিবা বিন মুহসিন আমার ভাষণে দ্বিমত পোষণ করেছে।"

তাঁর চিঠি পেয়ে হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু প্রতিউত্তরে লিখলেন.....

"তাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।"

দিবা বিন মুহসিন হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর নিকটে এসে উপস্থিত হলেন।

হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, তোমাকে স্বাগতমও না শুভেচ্ছাও না।

দিবা বললেন, স্বাগতম তো আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর আমাকে আপনি কোনো অপরাধ ব্যতীতই এখানে নিয়ে আসার মধ্যে কোনো শুভেচ্ছাও নেই আর কোনো লাভও নেই।

হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, তুমি কি নিয়ে আবু মূসার সাথে ঝগড়া করেছ?

দিবা বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আমি এখন তা আপনাকে বলছি, সে খুতবা দিতে দাঁড়ালে আল্লাহর প্রশংসা করে ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওপর দুরূদ পাঠ করে আপনার জন্যে দোয়া করে। তখন আমি তাকে বললাম, তাঁর সাথির (আবু বকর) ব্যাপারে তোমার অবস্থান কি? তুমি কি আবু বকরের ওপর তাঁকে প্রাধান্য দিচ্ছ? আর এতে সে আপনার কাছে আমার বিরুদ্ধে লিখে পাঠায়।

তখন হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু কান্না শুরু করলেন। চোখের অশ্রু তার গাল বেয়ে নিচে পড়ছিল। তিনি বলতে লাগলেন, আল্লাহর শপথ! তুমিই

www.pathagar.com

সঠিক, তুমিই যথার্থ.....তুমি আমার জন্যে ক্ষমাশীল হতে পারবে তাহলে আল্লাহ তাআ'লা তোমাকে ক্ষমা করবেন?
দিবা বললেন, আমীরুল মুমিনীন! আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন।
হযরত ওমর চোখের পানি মুছতে মুছতে বললেন, আল্লাহর শপথ! আঁবু বকরের একদিন ও একরাত ওমর ও ওমরের পরিবার থেকেও উত্তম।[৬৫]

নাতিকে নিয়ে মদিনায় ঘুরে বেড়ানো

আসমা বিনতে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মক্কা থাকতেই আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে গর্ভধারণ করেন। তিনি বলেন, যখন আমার গর্ভের সময় পূর্ণ হবে ঠিক সে সময়ে আমি মদিনা হিজরত করি। আমি কোবায় পৌছার পর সন্তান প্রসব করি। আমার ছেলের জন্মের পর তাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে নিয়ে আসা হয়।
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি খেজুর আনতে বললেন। তারপর তিনি তা চিবিয়ে তার মুখে দিলেন। এতে শিশুর মুখে প্রথম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর লালা প্রবেশ করল। তাঁর জন্মের পর মুসলমানদের মাঝে আনন্দ ছড়িয়ে পড়ল। কেননা ইহুদিরা বলত, মুসলমানদের আর কোনো সন্তান হবে তাদের আলেমরা মুসলমানদের জন্যে যাদু করেছে। আর তাই এ আব্দুল্লাহ বিন যুবায়েরের জন্মের পর মুসলমানগণ তাকবির দিয়ে আনন্দ প্রকাশ করলেন। এরপর আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁকে নিয়ে মদিনার অলিতে গলিতে ঘুরে বেড়ালেন যাতে করে সবাই জানতে পারে ইহুদিরা মিথ্যাবাদী।[৬৬]

হাউজে তুমি আমার সাথি

একদিন হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পাশে বসেছিলেন।
তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন, আবু বকর! তুমি হাউজে (হাউজে কাওসার) আমার সাথি এবং গুহাতেও আমার সাথি (অর্থাৎ হিজরতের সময় আশ্রয় নেওয়া হেরা পর্বতের গুহা)।[৬৭]

---

[৬৫] আর রিক্বাতু ওয়াল বুকা, ১৫৪,১৫৫পৃ।
[৬৬] খিলাফাতু আমীরিল মুমিনীন আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের লিস সালাবী, ১০২৯ পৃ.।
[৬৭] জামিউত তিরমিযী, ৩৬০৩ পৃ.।

www.pathagar.com

এ তীর আমার ছেলেকে হত্যা করেছে

তায়েফের দিন.....

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ছেলে আব্দুল্লাহ তীরবিদ্ধ হয়ে শহীদ হয়ে যান। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত আয়েশার কাছে গিয়ে বললেন, হে আমার মেয়ে! আব্দুল্লাহর মৃত্যু আমার কাছে একটি বকরি ঘর থেকে চলে যাওয়ার মতোই (অর্থাৎ সামান্য বিপদ)।

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, সকল প্রশংসা সে আল্লাহ তাআ'লার যিনি আপনার মনে দৃঢ়তা দান করেছেন এবং আপনাকে সত্যের ওপর অটল রেখেছেন।

তারপর তিনি ঘর থেকে বের হওয়ার পরে বললেন, হে আমার মেয়ে! সম্ভবত তোমরা আব্দুল্লাহকে জীবিত দাফন করেছ।

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ অর্থাৎ, হে বাবা! আমরা আল্লাহর জন্য আর আমরা আল্লাহর কাছেই ফিরে যাব।

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু চিন্তিত মনে বললেন, সর্বশ্রোতা ও মহাজ্ঞানী আল্লাহ তাআ'লার কাছে আমি শয়তান থেকে আশ্রয় চাচ্ছি।

তারপর তিনি আবার বললেন, নিশ্চয়ই সে তাদের একজন যাদেরকে দু'টি জিনিস স্পর্শ করবে এক- শয়তানের স্পর্শ, অন্যটি ফেরেশতাদের স্পর্শ।

দিনের পর দিন পার হতে লাগল.....

এরই মধ্যে একদিন বনূ সাকীফের একদল লোক তাঁর কাছে আসল। আর সেই তীর তখনো তাঁর কাছে ছিল। তিনি তীরটি তাদের সামনে বের করে বললেন, এ তীর তোমাদের কেউ কি চিন?

বনূ আজলানের ভাই সা'দ বিন উবাইদ বললেন, এ তীর আমিই নিক্ষেপ করেছি।

তখন হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, এ তীর আমার ছেলে আব্দুল্লাহকে হত্যা করেছে। সকল প্রশংসা সেই আল্লাহ তাআ'লার যিনি তোমার হাতে তাকে শাহাদাত দান করে সম্মানিত করেছেন আর তোমাকে তার হাতে হত্যা করে অপমানিত করেননি। কেননা আব্দুল্লাহ প্রতিশোধ গ্রহণে কঠিন ছিল। [৬৮]

---

[৬৮] আল হাকিম, ৩য় খণ্ড, ৪৭৭ পৃ.।

www.pathagar.com

আমার থেকে প্রতিশোধ নাও

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু যাকাতের উট বণ্টন করার কথা ঘোষণা দিলেন।

মানুষেরা তার ঘোষণা অনুযায়ী একত্রিত হলে তিনি বললেন, কেউ অনুমতি ব্যতীত আমাদের কাছে আসবে না।

অন্যদিকে এক মহিলা তার স্বামীকে বলল, এ লাগাম নিয়ে যাও, হতে পারে আল্লাহ তাআ'লা আমাদেরকে একটি উট দান করবেন।

লোকটি হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর কাছে আসল। সে এসে দেখল হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু উটের ঘরে প্রবেশ করেছে। লোকটিও তাঁদের সাথে ঘরে প্রবেশ করল।

কিছুক্ষণ পর হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাকিয়ে দেখলেন একলোক তাদের সাথে সাথে ভেতরে আসছে। লোকটির হাতে একটি লাগাম ছিল।

তখন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, তুমি কেন প্রবেশ করেছ?

তিনি তার হাত থেকে লাগামটি নিয়ে তাকে প্রহার করলেন। পরে উট বণ্টন শেষে তিনি লোকটিকে ডেকে লাগামটি দিয়ে বললেন, আমার থেকে প্রতিশোধ নাও।

তখন হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, আল্লাহর শপথ! সে প্রতিশোধ নিবে না। আর আপনিও প্রতিশোধের এ পদ্ধতি চালু করবেন না।

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, তাহলে কিয়ামতের দিন আল্লাহর হাত থেকে কে আমাকে বাঁচাবে।

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, আপনি অন্যকিছু দিয়ে তাকে সন্তুষ্ট করে দিন।

তাঁর কথামতো হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু লোকটিকে জিন ও মখমলসহ একটি বাহন ও পাঁচ দিনার দিতে নির্দেশ দিলেন। এর দ্বারা তিনি লোকটিকে খুশি করতে চেষ্টা করলেন। আর লোকটিও এগুলো পেয়ে খুব খুশি হয়ে চলে গেল। মনে হচ্ছিল খুশিতে তাঁর অন্তর উড়ে যাবে।[৬৮]

---

[৬৮] আসসুনানুল কুবরা, ৮ম খণ্ড, ৪৯ পৃ.।

www.pathagar.com

এ মিসকীনের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর

হযরত বিলাল রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মক্কায় নবাগত নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দাওয়াতে আলোর ঝলক দেখতে পাচ্ছিলেন। তাঁর পবিত্র রূহ এ আলোর মাঝে আল্লাহর নৈকট্যতার রাস্তা দেখছিল।

তাই তিনি এ আলোতে আল্লাহকে খুঁজে পেতে আগত নতুন ধর্মের সাঁকোতে পা রাখলেন। অন্যদিকে তাঁর ঈমানের পথের এ যাত্রার কথা কাফেরদের নেতারা জেনে গেল। আর তাই এ পথ থেকে তাঁকে ফিরিয়ে আনতে তারা গলায় শিকল পরিয়ে তাঁকে মক্কার ওলিতে-গলিতে ঘুরাতে লাগল। এরপর তারা তাঁকে মরুর উত্তপ্ত বালুতে নিক্ষেপ করল। শুধু তাই নয়; বরং বিশাল এক পাথর এনে তাঁর বুকের উপর চাপা দিল। যাতে করে সে তাদের দেবতাদের দিকে ফিরে আসতে রাজি হয়, কিন্তু তাদের দেওয়া এ কঠিন থেকে কঠিন শাস্তিগুলো শুধু আল্লাহর প্রতি তাঁর ঈমান ও দৃঢ়তাই বৃদ্ধি করতে লাগল।

হযরত বিলাল এ কঠিন সময়ে শুধু একক.....একক.....একক বলে চিৎকার করতেন। (অর্থাৎ আল্লাহ এক তাঁর কোনো শরিক নেই)।

একদিন সকালে হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখনো কাফেররা তাঁকে শাস্তি দিচ্ছিল।

এ দৃশ্য দেখে হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু উমাইয়া বিন খলফকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি কি এ মিসকীনের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর না?.....আর কতক্ষণ শাস্তি দিবে.....?

উমাইয়া বলল: তুমি তাকে নষ্ট করেছ, তো এখন তুমি মুক্ত কর।

এ কথা শুনে হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁকে নয় ওকিয়া দিয়ে ক্রয় করে নিলেন। (ওকিয়া তৎকালীন মুদ্রা)।

তখন উমাইয়া তাচ্ছিল্য করে বলল, ধর.....লাত ও উজ্জার শপথ! যদি তুমি তাকে এক ওকিয়ার বেশি দিয়ে ক্রয় করতে না চাইতে তবে আমি এক ওকিয়াতেই দিয়ে দিতাম।

হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, আল্লাহর শপথ! যদি তোমরা এক শত ওকিয়া ব্যতীত বিক্রয় করতে না চাইতে তবে আমি এক শত ওকিয়া দিয়েই তাকে ক্রয় করতাম।[৭০]

---

[৭০] আল হুলিয়া, ১ম খণ্ড, ১৪৮ পৃ.।

www.pathagar.com

ওটাই আমাকে কাঁদিয়েছে

খুব সাধারণভাবে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মজলিসে বসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীদের সাথে কথা বলছিলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি তাঁর দাসকে পানি পান করাতে বললেন। দাসটি পানি আনতে গেল এবং একটু পরে একটি মাটির পাত্রে করে পানি নিয়ে এল। তারপর তা তাঁকে পান করতে দিল। তিনি তাঁর দুই হাত দিয়ে পাত্রটি ধরে পিপাসা নিবারণ করতে মুখে দিতে গেলেন। এমন সময় দেখলেন পানির পাত্রে থাকা পানি মধু মিশ্রিত।

তা দেখে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু পান করে পাত্রটি রেখে দিলেন। তারপর তিনি তাঁর দাসকে জিজ্ঞেস করলেন- হে বালক! এটি কি?

দাসটি ইতস্তত হয়ে বলল, মধু.....পানি মিশ্রিত মধু।

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর মাথা ঝুঁকিয়ে পাত্রটির দিকে তাকালেন। সামান্য সময় না যেতেই তাঁর দুই চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে পানি পড়তে শুরু করে। কান্নার কারণে তিনি হাঁপাচ্ছিলেন। তাঁর কান্না ধীরে ধীরে বাড়তে লাগল।

এতে লোকেরা তাঁর দিকে ছুটে এসে পেরেশান হয়ে জিজ্ঞেস করল- আপনি কেন কাঁদছেন? আর কান্নার কারণ কি?

কিন্তু হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর কান্না থামাতে পারছিলেন না। এমনকি তাঁর কান্নার প্রভাবে আশপাশের লোকেরাও কান্না শুরু করে দিল। এক সময় অন্যদের কান্না থেমে গেল তবুও হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর কান্না থামেনি। অনেক্ষণ পর যখন তাঁর কান্না ধীরে ধীরে থামতে লাগল, যদিও চোখের পানি অবিরাম ঝরছিল। মানুষ আবারো জিজ্ঞেস করল- হে আল্লাহর রাসূলের খলিফা! এ কান্না কেনো? কিসে আপনাকে কাঁদাল?

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর চোখের পানি মুছতে মুছতে বললেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুশয্যায় শায়িত অবস্থায় দেখলাম, তিনি তাঁর হাত দ্বারা ইশারা করে কোনো কিছুকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছেন আর ক্ষীণ কণ্ঠে বলছেন, আমার থেকে দূরে সর.....আমার থেকে দূরে সর, কিন্তু আমি তাকিয়ে কোনো কিছু দেখছিলাম না। তাই আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি সরাচ্ছেন, আমি তো আপনার সামনে কিছুই দেখছি না।

www.pathagar.com

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীর্ঘশ্বাস নিয়ে আমার একটু কাছে এসে বললেন, এ হচ্ছে দুনিয়া, এর মধ্যে যা আছে এগুলো আমাকে দেখানো হয়েছে। আর তখন আমি বললাম, আমার থেকে দূরে সর..... আমার থেকে দূরে সর.....।

হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বিষণ্ন মনে মাথা নাড়িয়ে বললেন, এ কারণে আমি ভয় করছি মধু মিশানো পানি, এ তো আমাকে দুনিয়ার ভোগ পেয়ে গেল..... আর এটিই আমাকে কাঁদিয়েছে।[৭১]

নবীর সাথে মক্কায় প্রবেশ

মক্কা বিজয়ের দিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা প্রবেশের সময়ে তাঁর সাথে হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ছিলেন। তিনি নারীদেরকে দেখলেন তারা ঘোড়ার চেহারায় চপেটাঘাত করছে। তখন তিনি আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বললেন, আবু বকর! হাস্‌সান কি বলেছে?

এরপর তিনি আবৃত্তি করতে শুরু করলেন,

আমাদের ঘোড়াগুলো
হারিয়ে ফেলেছি আমরা
তাই তো তাদেরকে ময়দানে
বালি উড়াতে দেখছ না তোমরা।
সে ঘোড়াগুলো ছিল
অনুগত সাহসী
সামনের দিকে ছুটে যেত
কাঁধে থাকত তরবারি।
কিন্তু হায় ! আজ
তাদের অবস্থা কেন এমন
নারীরা উড়না দিয়ে আঘাত করছে
তাদের চেহারায় এখন।[৭২]

---

[৭১] আল হুলিয়া ১ম খণ্ড, ৩০ পৃ.।
[৭২] মুস্তাদরাকে হাকিম, ৩য় খণ্ড, ৭২।

www.pathagar.com

প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী

জ্ঞানের এক বাগানে হযরত শা'বী ইবনে আব্বাসের নিকটে গিয়ে বসলেন। তিনি ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে বললেন, ইসলামের প্রথম ব্যক্তি কে?

তখন হযরত ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, তুমি কি হাস্‌সান বিন সাবিতের কথা শুননি?

হাস্‌সান বিন সাবিতের কবিতা.....

إِذَا تَذَكَّرْتَ مِنْ أَخٍ ثِقَةٍ ... فَاذْكُرْ أَخَاكَ أَبَا بَكْرٍ بِمَا فَعَلَا

خَيْرَ الْبَرِيَّةِ أَتْقَاهَا وَأَعْدَلَهَا ... إِلَّا النَّبِيَّ وَأَوْفَاهَا لَنَا حَمَلَا

وَالثَّانِيَ التَّالِيَ الْمَحْمُودَ مَشْهَدُهُ ... وَأَوَّلَ النَّاسِ مِنْهُمْ صَدَّقَ الرُّسُلَا

বিশ্বস্ত কোনো ভাইয়ের
আত্মত্যাগের কথা মনে পড়িবে যখন
তোমার ভাই আবু বকর
ও তাঁর কর্ম করিও স্মরণ তখন।
নবীর পরেই যিনি
শ্রেষ্ঠ তাকওয়াবান ও ন্যায়বান
যে দায়িত্ব হয়েছিল অর্পিত তাঁর ওপর
তিনি করেছেন তা পূরণ।
যিনি ছিলেন তার কর্মে
প্রশংসিত ইসলামের দ্বিতীয়জন
রাসূলকে সকল মানুষের
আগে করিয়াছেন সত্যায়ন।

হযরত শা'বী তখন বললেন, আপনি সত্য বলেছেন.....আপনি সত্য বলেছেন।[৭৩]

[৭৩] মাজমাউজ জাওয়ায়িদ, ৯ম খণ্ড, ৪৬ পৃ.।

www.pathagar.com

আল্লাহর পক্ষ থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত

হযরত ত্বালহার মেয়ে আয়েশা তার মা উম্মে কুলছুমকে বলল, আমার বাবা আপনার বাবা থেকে শ্রেষ্ঠ। (অর্থাৎ, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে ত্বালহা শ্রেষ্ঠ)।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রী হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, আমি তোমাদের মাঝে সমাধান করে দিব না?

তারপর তিনি বললেন, আবু বকর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে প্রবেশ করার পর তিনি বললেন, আবু বকর! তুমি আল্লাহর পক্ষ থেকে জাহান্নাম থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত।

তারপর হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, তাহলে কিয়ামতের দিন কার নাম আতীক হবে?

আর ত্বালহা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটে গমন করার পর তিনি বললেন, ত্বালহা তুমি তাদের একজন যাদের জীবনকাল শেষ হয়ে গেছে।[৭৪]

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর মতামত

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হযরত মুয়াজ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে ইয়ামানে পাঠানোর ইচ্ছা করলেন তখন তাঁর কয়েকজন সাহাবীর কাছে এ ব্যাপারে পরামর্শ চাইলেন। তাঁদের মধ্যে হযরত আবু বকর, ওমর, উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-ও ছিলেন।

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, যদি আপনি আমাদের কথার ওপর ভিত্তি করে পরামর্শ না করতেন। (মনে হয় ভালো হতো)।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যে বিষয়ে অহী অবতীর্ণ হয় না সে বিষয়ে আমি তোমাদের মতোই।

এ কথা শুনে প্রত্যেকে পরামর্শ দিতে শুরু করল।

লোকদের পরামর্শ শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মুয়াজ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে জিজ্ঞেস করলেন তোমার অভিমত কি?

হযরত মুয়াজ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, আবু বকরের অভিমতই আমার অভিমত।

তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ তাআ'লা তাঁর আসমানের উপর থেকেই আবু বকর ভুল করবে তা অপছন্দ করেন।[৭৫]

---

[৭৪] আল মুতালিব আল আ'লিয়া, লি ইবনি হাজার. ৪র্থ খণ্ড, ৩৬ পৃ.।

www.pathagar.com

তোমার ওপর একজন নবী ও একজন সিদ্দিক রয়েছেন

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহুদ পাহাড়ে আরোহণ করলেন। তাঁর সাথে হযরত আবু বকর, ওমর, উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-ও ছিলেন। তখন তাদেরকে নিয়ে পাহাড় টলতে লাগল। এতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পা দিয়ে পাহাড়ে আঘাত করে বললেন, স্থির হও, কেননা তোমার উপরে একজন নবী, একজন সিদ্দিক ও দুইজন শহীদ রয়েছেন।

এখানে সিদ্দিক হচ্ছেন হযরত আবু বকর আর দুই শহীদ হচ্ছেন হযরত ওমর ও উসমান।[৭৬]

আল্লাহর নাঙ্গা তলোয়ারের ইসলাম গ্রহণ

হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মুসলমান হওয়ার জন্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসার সিদ্ধান্ত নিলেন.....এরই মধ্যে একদিন তিনি স্বপ্নে দেখেন যে, তাঁর কাছে মনে হচ্ছিল তিনি একটি সঙ্কীর্ণ ভূমিতে আছেন, এরপর তিনি সে সঙ্কীর্ণ ভূমি থেকে বের হয়ে এক বিশাল সবুজ ভূমিতে চলে আসলেন।

ঘুম থেকে জেগে উঠে তিনি বললেন, এটা অবশ্যই সত্য স্বপ্ন।

যখন তিনি মদিনা আসলেন তখন তিনি মনে মনে বললেন, অবশ্যই তা আমি আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে বলব.....সংকল্প মতো পরে তা তিনি হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর কাছে গিয়ে বললেন।

তাঁর স্বপ্ন শুনে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, আল্লাহ তোমাকে যে ইসলাম দ্বারা হেদায়েত দিয়েছেন তা হচ্ছে তোমার বের হয়ে আসা। আর সঙ্কীর্ণতা হচ্ছে তুমি যে শিরকের ওপরে ছিলে।[৭৭]

---

[৭৫] মাজমাউজ জাওয়ায়িদ, ৯ম খণ্ড, ৪৯ পৃ.।
[৭৬] সহীহ বুখারী, ৩৬৮৬ নং হাদিস।
[৭৭] আল খুলাফায়ির রাশিদীন, ৪১ পৃ.।

www.pathagar.com

শাসনকর্তার গবেষণা

খিলাফতের দায়িত্ব হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে দেওয়ার পরে তিনি তাঁর ঘরে বিষণ্ন মনে বসে আছেন। ঠিক সেই সময়ে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর কাছে আগমন করলেন। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর দিকে এগিয়ে এসে বললেন, তুমি আমাকে এ কাজে নিয়োজিত করেছ!

তারপর তিনি মানুষের মাঝে বিচার করার ব্যাপারে তাঁর কাছে অভিযোগ করলেন।

তাঁর কথা শুনে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আপনি কি জানেন না রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, শাসনকর্তা যখন গবেষণা করে, যদি তা ঠিক হয় তবে তার জন্যে দ্বিগুণ প্রতিদান আর যদি ভুল হয় তবে তার জন্যে একটি প্রতিদান।[৭৮]

আবু বকর তাঁর জিহ্বাকে শাস্তি দিচ্ছিলেন

একদিন হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে গেলেন। তিনি যখন তাঁর বাড়িতে প্রবেশ করলেন তখন দেখতে পেলেন হযরত আবু বকর মেঝেতে বসে হাত দিয়ে নিজের জিহ্বাকে শাস্তি দিচ্ছিলেন।

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর এ কাজে আশ্চর্য হয়ে তাতে বাধা দিয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূলের খলিফা! আপনি একি করছেন? আপনি কেন নিজের জিহ্বাকে কষ্ট দিচ্ছেন?

তিনি বললেন, এটাই তো আমার ধ্বংস নিয়ে আসে।[৭৯]

---

[৭৮] আল কানজ, ৫ম খণ্ড, ৬৩০ পৃ.।

[৭৯] আজ্জুহুদ লিল ইমাম আহমদ, ১১২ পৃ.।

www.pathagar.com

তুমি তো আমাকে ধ্বংস করে দিতে

হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর এক দাস ছিল। যে প্রতিদিন কাজ করতে বের হতো এবং দিন শেষে অর্জিত খাদ্য-বস্ত্র নিয়ে ফিরে আসত। তেমনিভাবে একদিন দাসটি খাদ্য নিয়ে এসে হযরত আবু বকরকে দিলেন। তিনি তা সাথে সাথে খেয়ে ফেললেন।

তখন দাসটি তাঁকে বলল, আপনি তো সবসময় কোনো খাদ্য নিয়ে আসলে জিজ্ঞেস করতেন তা কোথায় থেকে এনেছি।

হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার দিকে তাকিয়ে বললেন, আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম। তুমি খাদ্য কোথায় থেকে এনেছ?

দাসটি বলল, আমি জাহিলী যুগে এক লোকের ভাগ্য গণনা করেছি। বাস্তবে আমি গণনা জানতাম না; বরং তাকে ধোঁকা দিয়েছি। আজকে তার সাথে দেখা হলে সে আমাকে এ খাদ্য দিয়ে বলল, আমার গণনা সত্য হয়েছে।

তখন হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, তুমি তো আমাকে ধ্বংস করে দিতে।

তারপর তিনি মুখের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে ওই খাদ্য বমি করে ফেলে দিলেন।[৮০]

তখন তাকে বলা হলো, এক লোকমার কারণে আপনার এত কষ্ট হয়েছে।

তিনি বললেন, এ লোকমা বের করতে যদি আমার জানও চলে যেত তবুও আমি তা বের করতাম। আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, প্রত্যেক শরীর যা হারাম দিয়ে গঠিত হয়েছে তা অবশ্যই জাহান্নামের জন্যে অধিক উপযুক্ত। (অর্থাৎ জাহান্নামে যাবে)। আর আমি ভয় করছি যদি না এ লোকমার দ্বারা আমার শরীরের কোনো অংশ গঠিত হয়ে যায়।[৮১]

---

[৮০] সহীহ বুখারী, ৩৮৪২পৃ.।
[৮১] আল হুলিয়া, ১ম খণ্ড, ৩১ পৃ.।

www.pathagar.com

নবিগণের পর সবচেয়ে মর্যাদাবান লোক

একদিন সকালে.....

হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হযরত আবুদ্দারদা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর সাথে কোনো এক কাজে কোথাও হেঁটে যাচ্ছিলেন।

হাঁটার সময়ে হযরত আবুদ্দারদা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর সামনে চলে গেলেন এবং তাঁকে পিছনে রেখে নিজে সম্মুখ দিয়ে হাঁটছিলেন। তাঁকে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর সম্মুখ দিয়ে হাঁটতে দেখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করে বললেন, আবুদ্দারদা! তুমি কি এমন লোকের সম্মুখ দিয়ে হাঁটছ, নবীদের পরে যার থেকে উত্তম কোনো লোকের ওপর সূর্য উদিত হয়নি।

হযরত আবুদ্দারদা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এ কথা শুনে লজ্জায় মাথা নাড়িয়ে আনুগত্যের সায় দিলেন। আর এমন কৃতকর্মের আফসোসে তাঁর দু চোখ দিয়ে টপ টপ করে অশ্রু ঝরতে লাগল।

এরপর আর কখনো তাঁকে হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর সম্মুখ দিয়ে হাঁটতে দেখা যায়নি।[৮২]

আবু বকর খিলাফতের যোগ্য

হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে খিলাফতের দায়িত্ব দেওয়ার পরে আবু সুফিয়ান রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর কাছে এসে ক্রোধের সাথে বললেন, এ ব্যাপারটি এমন কেন যে, তা স্বল্প ও নিম্ন জাতির হাতে চলে যাবে। (উদ্দেশ্য হযরত আবু বকর রা)।

তারপর আবার বললেন, যদি তুমি চাও তাহলে আমরা তার বিরুদ্ধে অশ্ব ও সৈন্য দিয়ে যুদ্ধ করব।

হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, তুমি ইসলাম ও মুসলমানদের যে ক্ষতি করেছ তা অনেক হয়েছে। সুতরাং এর আর কোনো ক্ষতি করো না। আমরা দেখছি আবু বকর খেলাফতের যোগ্য ব্যক্তি।[৮৩]

---

[৮২] মাজমাউজ জাওয়ায়িদ, (৪৭-৪৮)।

www.pathagar.com

হে আল্লাহ মদিনাকে আমাদের কাছে প্রিয় করে দাও

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে হিজরত করে মদিনা যাওয়ার পর মারাত্মকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তাঁকে দেখতে হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা তাঁর নিকটে গমন করলেন। তিনি তাঁকে বললেন, বাবা! আপনি কেমন আছেন?

তিনি বললেন: .....

كُلُّ امْرِئٍ مُصَبَّحٌ فِيْ أَهْلِهِ وَالْمَوْتُ أَدْنَى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ

প্রত্যেক মানুষ পরিবারের সাথে
ঘুম থেকে উঠে সকালে
অথচ মৃত্যু জুতার ফিতা
থেকেও অধিক নিকটে।

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে গিয়ে তাঁর অবস্থা বর্ণনা করলেন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আল্লাহ! মদিনাকে মক্কার মতো; বরং এর থেকেও অধিক প্রিয় করে দাও। আর এর আবহাওয়া ঠিক করে দাও, এর বাটখারায় আমাদের জন্যে বরকত দাও, এর জ্বর জুহফার দিকে নিয়ে যাও।[৮৪]

কুমারী ও বিধবা

হিজরতের কয়েক বছর পূর্বে.....

হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা পরপাড়ে চলে যাওয়ার পরে.....

একদিন খাওলা বিনতে হাকিম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খোঁজখবর নিতে তাঁর কাছে গমন করলেন। তিনি গিয়ে দেখলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সঙ্গীহীন একা জীবনযাপন করছিলেন। তিনি তাঁকে বললেন, আপনি কি বিয়ে করবেন না?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কাকে?

তিনি বললেন, কুমারী বা বিধবা যাকেই চান।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কুমারী কে? আর বিধবা কে?

---

[৮৩] আল হাকিম, ৩য় খণ্ড, ৭৮ পৃ.।
[৮৪] সহীহ বুখারী, ৫৬৭৭ নং হাদিস।

www.pathagar.com

তিনি বললেন, কুমারী হচ্ছে আপনার কাছে আল্লাহর সৃষ্টির সবচেয়ে প্রিয় আবু বকরের কন্যা আয়েশা। আর বিধবা হচ্ছে সাওদা বিনতে জামআ।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের দুজনকেই বিয়ে করলেন।[৮৫]

আবু বকর ও উকবা বিন আবু মুআইত

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন হারাম শরিফে তাঁর প্রভুর ইবাদত করছিলেন। এমন সময় আল্লাহর শত্রু উকবা বিন আবু মুআইত সেখানে এসে উপস্থিত হয়। সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ইবাদত করতে দেখে নিজের কাপড়গুলোকে মজবুত করে বেঁধে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঘাড়ে রেখে দিল। এতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গলায় ফাঁস লেগে গেল। এমনকি মনে হচ্ছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রূহ বের হয়ে উড়ে যাবে। আর কেউ সাহস করে তাঁর থেকে এ কষ্টের বোঝা দূরও করছিল না। পরে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু দ্রুত এসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে মুক্ত করলেন। আর বলতে লাগলেন, তোমরা কি এমন লোককে হত্যা করতে চাচ্ছ যিনি বলেন আমার প্রভু আল্লাহ।[৮৬]

যাকে আল্লাহ সিদ্দিক নামে নামকরণ করেছেন

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মজলিসে বসে অন্যদের সাথে উত্তম মানুষ নিয়ে আলোচনা করছিলেন।

তাদের মধ্য থেকে এক লোক বলল, আপনি আমাদেরকে আমার সহচরদের সম্পর্কে বলুন।

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সকল সাহাবী আমার সহচর।

তখন তারা বলল, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সম্পর্কে কিছু বলুন।

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু দীর্ঘশ্বাস নিয়ে বললেন, তিনি এমন এক লোক যাকে আল্লাহ তা'আলা জিবরাঈলের মাধ্যমে সিদ্দিক নামে নামকরণ করেছেন।[৮৭]

---

[৮৫] মুসনাদুর ইমাম আহমদ. ১ম খণ্ড, ৮ পৃ.।
[৮৬] সহীহ বুখারী, ৩৮৫৬ নং হাদিস।
[৮৭] আল হাকিম, ৩য় খণ্ড, ৬২ পৃ.।

www.pathagar.com

আবু বকর চার কাজে আমার থেকে অগ্রগামী

একলোক হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর কাছে এসে বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন! মুহাজির ও আনসারদের কি হয়েছে, তারা কেন আবু বকরকে অগ্রগামী বলেন।

তখন হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু খুব আশ্চর্য ও অবাকের সাথে বললেন, যদি তুমি কুরাইশী হয়ে থাক তবে আমি তোমাকে আশ্রয়প্রার্থীদের একজনই মনে করি।

লোকটি বলল, হ্যাঁ.....আমীরুল মুমিনীন।

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, যদি মুমিনগণ আল্লাহর আশ্রয়ে না থাকত তাহলে অবশ্যই আমি তোমাকে হত্যা করতাম.....।

তারপর তিনি চিৎকার দিয়ে বললেন, তোমার ধ্বংস হতো.....

আবু বকর চার কাজে আমার থেকে অগ্রগামী তা- নামাযের ইমামতিতে, খিলাফতে, হিজরতে ও ইসলাম প্রচারে।

আল্লাহ তাআ'লা সকল মানুষের নিন্দা করেছেন আর আবু বকরের প্রশংসা করেছেন। আল্লাহ তাআ'লা বলেন-

إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ

অর্থ- যদি তোমরা তাঁকে (রাসূলকে) সাহায্য না কর, তবে মনে রেখো, আল্লাহ তাঁকে সাহায্য করেছিলেন। (সূরা তাওবা : ৪০)[৮৮]

তিন চাঁদ

একদিন হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা ঘুমাচ্ছিলেন। তিনি ঘুমের ভেতরে দেখলেন, তিনটি চাঁদ তাঁর ঘরে এসেছে। পরে তিনি তা হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে বর্ণনা করলেন।

তখন হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, যদি তোমার স্বপ্ন সত্য হয়ে থাকে তাহলে তোমার ঘরে পৃথিবীর উত্তম তিন ব্যক্তিকে দাফন করা হবে।

যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে আল্লাহ তাআ'লা নিয়ে গেলেন তখন হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, আয়েশা! এ হচ্ছে তোমার উত্তম চাঁদ।[৮৯]

---

[৮৮] আল কানজ, ৪র্থ খণ্ড, ৩৫৫ পৃ.।

www.pathagar.com

আল্লাহর রাস্তায় হাঁটা

হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সিরিয়ায় সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করতে চাইলেন। সেই বাহিনীর সেনাপ্রধান হিসেবে ইয়াজিদ বিন আবু সুফিয়ান ও আমর বিন আ'সকে নিযুক্ত করলেন।

বাহিনী যখন রওনা দিল তখন হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাদের বিদায় দিতে খুব দ্রুত এগিয়ে এলেন। বাহিনীর সৈন্যরা বিশেষ করে দুই সেনাপতি আরোহণ করে চলছিলেন আর অন্যদিকে হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাদের পাশে পায়ে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছিলেন।

তখন তাঁরা বললেন, হে আল্লাহর রাসূলের খলিফা! আপনি হাঁটছেন আর আমরা আরোহী!

তিনি তখন খুব বিনয়ীভাবে বললেন, আমি তো আল্লাহর রাস্তায় এ হাঁটা দ্বারা শুধু ছাওয়াবের আশা করছি।[৮৯]

সহচরদের পরীক্ষা

হযরত আবু বকর তাঁর সহচরদের বললেন, তোমরা এ দুই আয়াতের ব্যাপারে কী বল....

আল্লাহ তাআ'লার বাণী.... إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُوا۟ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَٰمُوا۟

ও আল্লাহ তাআ'লার বাণী.. ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَلَمْ يَلْبِسُوٓا۟ إِيمَٰنَهُم بِظُلْمٍ

তাঁরা বললেন, যারা বলে আমাদের প্রভু আল্লাহ, এরপর এ কথার ওপর অটল থাকে এবং তাদের ঈমানের সাথে কোনো পাপ যোগ করে না। (অর্থাৎ, ঈমান আনার পর আর কোনো পাপের সাথে জড়িত হয় না)।

তখন হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, তোমরা এ আয়াতগুলো ঠিক অর্থে ব্যবহার না করে অন্য অর্থে ব্যবহার করেছ।

তারপর তিনি বললেন, যারা বলে আমাদের প্রভু আল্লাহ, এরপর এ কথার ওপর অটল থাকে। আর ঈমান আনার পর অন্য কোনো দেব-দেবীর পূজা করে না এবং শিরকও করে না।[৯১]

---

[৮৯] আল খুলাফায়ুর রাশিদীন লি আব্দিস্ সাত্তার আশ্‌শায়েখ, ৪১পৃ.।
[৯০] আল বায়হাকী. ৯ম খণ্ড, ৮৫পৃ.।

www.pathagar.com

আল্লাহ তাআ'লা আবু বকরকে রহম করুন

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব সাধারণ ও বিনয়ের সাথে তাঁর সাহাবীদের মাঝে গিয়ে বসলেন। তারপর তিনি বললেন, আল্লাহ তাআ'লা আবু বকরকে রহম করুন, সে তাঁর মেয়েকে আমার সাথে বিয়ে দিয়েছে, আমাকে হিজরতে সহযোগিতা করে নিয়ে এসেছে এবং বিলালকে আযাদ করেছে।

আল্লাহ ওমরকে রহম করুন, সে সত্য বলে, যদিও তা তিক্ত হয় এবং এর পক্ষে কোনো সমর্থন না থাকে।

আল্লাহ উসমানকে রহম করুন, যাকে ফেরেশতারা পর্যন্ত লজ্জা করে।

আল্লাহ আলীকে রহম করুন, হে আল্লাহ! সে যেখানে থাকুক সত্যকে তার সাথে নিয়ে যেয়ো।[৯২]

আবু বকর সত্য বলেছে

একলোক হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি জাহিলী যুগে মদ পান করেছেন।

হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি।

তখন তাঁকে বলা হলো, কেন?

তিনি বললেন, আমি আমার ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদাকে রক্ষা করেছি। কেননা যে মদ খায় সে তার ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদা হারিয়ে ফেলে।

এ কথা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কানে গেলে তিনি বললেন, আবু বকর সত্য বলেছে.....আবু বকর সত্য বলেছে।[৯৩]

---

[৯১] আল হুলিয়া, ১ম খণ্ড, ৩০ পৃ.।
[৯২] আত তিরমিযী, ৩৬৪৭ পৃ.।
[৯৩] আল কান্‌জ, ৩৫৫৯৮।

www.pathagar.com

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও বদরের যুদ্ধবন্দি

মদিনায় পৌঁছার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের সাথে যুদ্ধবন্দিদের ব্যাপারে পরামর্শ করতে লাগলেন।

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! ওরাতো চাচাতো ভাই এবং আমাদের বংশেরই লোক। আমার মতে আপনি তাদের কাছ থেকে মুক্তিপণ নিয়ে তাদেরকে ছেড়ে দিন।

এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মতামত জানতে চাইলে তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি আবু বকরের সাথে ভিন্ন মত পোষণ করি। আমি মনে করি, আপনি আমার অমুক অমুক আত্মীয়কে আমার হাতে তুলে দিবেন আমি তাদের শিরচ্ছেদ করব। একইভাবে আকীল বিন আবু তালিবকে আলীর হাতে তুলে দিন, আলী তার শিরচ্ছেদ করবে। একইভাবে হামযার ভাই অমুককে তাঁর হাতে তুলে দিন, হামযা তার শিরচ্ছেদ করবে। এতে আল্লাহ তাআলা বুঝতে পারবেন মুশরিকদের জন্যে আমাদের মনে কোনো সমবেদনা নেই। আর এরা তো মুশরিকদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ।

এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু না বলে ঘরে প্রবেশ করলেন। কিছুক্ষণ পর বেরিয়ে আসলেন।

ওই দিকে সাহাবায়ে কেরাম কেউ কেউ আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর পক্ষ নিলেন আবার কেউ কেউ ওমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর পক্ষ নিলেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘর থেকে বের হয়ে এসে বললেন, আল্লাহ তাআ'লা কতক বান্দার অন্তরকে নরম করে দেন। এমনকি তা দুধের চেয়েও নরম থাকে। আবার কিছু মানুষের অন্তর এত কঠিন করে দেন যে, তা পাথরের চেয়েও কঠিন থাকে। আর হে আবু বকর! তোমার তুলনা হচ্ছে ইবরাহীমের সাথে। তিনি বলেছিলেন,

فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي ۖ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

যে আমার অনুসরণ করবে সে আমার দলভুক্ত, কিন্তু কেউ আমার অবাধ্য হলে তুমি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা ইবরাহীম, আয়াত ৩৬)

তোমাকে আরো তুলনা করা যায় ঈসার সাথে। তিনি বলেছিলেন-

إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۖ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

www.pathagar.com

তুমি যদি তাদেরকে শাস্তি দাও তবে তারা তো তোমারই বান্দা, আর যদি তাদেরকে ক্ষমা কর তবে তুমি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (সূরা মায়েদা, আয়াত-১১৮)

হে ওমর! তোমার তুলনা হচ্ছে নূহের সাথে। তিনি বলেছিলেন-

وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا

হে আমার প্রতিপালক! পৃথিবীতে কাফিরদের মধ্য হতে কোনো গৃহবাসীকে ছেড়ে দিবেন না। (সূরা নূহ, আয়াত-২৬)

তোমাকে আরো তুলনা করা যায় মূসার সাথে-

رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ

হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের সম্পদ বিনষ্ট করো, তাদের হৃদয় কঠিন করে দাও, তারা তো মর্মান্তিক শাস্তি না দেখা পর্যন্ত ঈমান আনবে না। (সূরা ইউনূস-৮৮)[৯৪]

বদরী সাহাবী

হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর কাছে বায়তুল মাল আসার পর তিনি তা মানুষের মাঝে সমানভাবে বণ্টন করতে লাগলেন।

তখন হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, হে আল্লাহর রাসূলের খলিফা! আপনি কি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদেরকে অন্য সাধারণ মানুষদের সমপরিমাণ দিচ্ছেন?

হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, দুনিয়া প্রাচুর্যময় আর সবচেয়ে উত্তম প্রাচুর্য হচ্ছে এর প্রশস্ততা। আর দুনিয়াবাসীর মর্যাদা হচ্ছে তাদের প্রতিফল।

হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বিভিন্ন এলাকায় প্রতিনিধি দল পাঠাচ্ছিলেন এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজে মানুষকে নিয়োজিত করছিলেন।

তিনি এ সকল গুরুত্বপূর্ণ কাজে কোনো বদরী সাহাবীকে নিযুক্ত না করতে দেখে এক লোক বলল, হে আল্লাহর রাসূলের খলিফা! আপনি কি বদরী যোদ্ধাদের নিযুক্ত করবেন না।

---

[৯৪] সীরাতুন নবী, ২য় খণ্ড, ১৫৭ পৃ।

www.pathagar.com

তখন তিনি বললেন, আমি তাদের মর্যাদা সম্পর্কে জানি, কিন্তু আমি চাচ্ছি না তাদেরকে দুনিয়ার সাথে জড়িত করি।[৯৫]

খাদ্যের বরকত

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তিনজন মেহমান নিয়ে বাড়ি ফিরলেন। তিনি তাঁর ছেলের কাছে মেহমান রেখে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে রাতের খাবার খেতে গেলেন এবং সেখানে যতক্ষণ থাকার থেকে আল্লাহ যখন চাইলেন তখন বাড়িতে ফিরে এলেন।

বাড়িতে আসার পর তাঁর স্ত্রী তাঁকে বললেন, কেনো আপনি মেহমানদেরকে এতক্ষণ পর্যন্ত বসিয়ে রেখেছেন।

তিনি বললেন, তুমি কি তাদের খেতে দাওনি।

তাঁর স্ত্রী বললেন, তারা বলছে আপনি আসার আগ পর্যন্ত খাবে না।

তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি খাবো না।

এরপর তিনি মেহমানদের সামনে খানা এগিয়ে দিলেন এবং তাদের বললেন, খাও.....তারা খেতে শুরু করল।

তাদের একজন বললেন, আল্লাহর শপথ! আমরা যখনি তা থেকে এক লোকমা খাদ্য নিতাম সাথে সাথে এর নিচ থেকে এর থেকে বেশি খাদ্য বের হয়ে আসত। এমনকি আমরা খেতে খেতে পূর্ণ পরিতৃপ্ত হয়েছি, কিন্তু খাওয়ার পরে পাত্রের অবশিষ্ট খাদ্য আমাদের কাছে নিয়ে আসা খাদ্যের থেকে বেশিই ছিল।

পরে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু খাদ্যের পাত্রের দিকে তাকিয়ে দেখলেন যে খাদ্য মেহমানদের দেওয়া হয়েছে তা তেমনি আছে; বরং একটু বেশি মনে হচ্ছে।

তখন তিনি তাঁর স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, বনূ ফেরাসের বোন! একি?

তাঁর স্ত্রী বললেন, মনে হচ্ছে প্রেরিত খাদ্য থেকে বেঁচে থাকা খাদ্য অনেক বেশি!

তারপর তিনি সে খাদ্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে নিয়ে গেলেন।[৯৬]

---

[৯৫] হুলিয়াতুল আওলিয়া, ১ম খণ্ড, ৩৭ পৃ.।

[৯৬] জামিউল কারামাতুল আওলিয়া, ১ম খণ্ড, ১২৭ পৃ.।

www.pathagar.com

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর মর্যাদা

হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়েব মসজিদে ছিলেন। তাঁর আশপাশে মানুষ জমা হয়ে বসেছিল। তারা তাঁর কাছে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর সম্পর্কে জানতে চাইল।

তখন তিনি বললেন, হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উজিরের মতো ছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিটি কাজে তাঁর সাথে পরামর্শ করতেন। তিনি ইসলামের দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন। হিজরতের সময় গুহায় অবস্থানকালেও তিনি দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন। বদরের যুদ্ধে তাঁবুতেও তিনি দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন। কবরেও তিনি দ্বিতীয় ব্যক্তি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাউকে তাঁর ওপর প্রাধান্য দিতেন না। [এখানে প্রথম ব্যক্তি স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর দ্বিতীয় ব্যক্তি হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু]।

একলোক এসে হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর ছেলে আলীকে জিজ্ঞেস করলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে হযরত আবু বকর ও হযরত ওমরের মর্যাদা কেমন ছিল?

তিনি বললেন, বর্তমানে তাঁদের মর্যাদা যেমন। (অর্থাৎ কবরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পাশে তাঁদের অবস্থান যেমন)।[৯৭]

তোমরা নিজেদের চিন্তা কর

খুব চিন্তিত ও অস্থির মনে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মিম্বরে উঠে দাঁড়ালেন। সর্বপ্রথম তিনি আল্লাহর প্রশংসা করলেন। তারপর তিনি বললেন, হে মানুষেরা! তোমরা এ আয়াত পাঠ করেছ.....

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيۡكُمۡ أَنفُسَكُمۡۖ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهۡتَدَيۡتُمۡۚ

অর্থ- ওহে যারা ঈমান এনেছ, তোমরা নিজেদের চিন্তা কর। যখন তোমরা সৎপথে রয়েছ, তখন কেউ পথভ্রান্ত হলে তাতে তোমাদের কোনো ক্ষতি নেই।

কিন্তু তোমরা তা অন্য অর্থে ব্যবহার করছ অথচ আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর থেকে শুনেছি তিনি বলেছেন, মানুষ কোনো খারাপ কাজ করতে দেখেও যখন প্রতিরোধ করে না, অচিরেই আল্লাহ তাআ'লা তাদের

[৯৭] আজ্ জুহদ লিল ইমাম আহমদ, ১১২ পৃ.।

www.pathagar.com

সবাইকে কষ্টেতে ফেলে দিবেন.....এবং তাদের থেকে সে কষ্ট দূরও করবেন না।[৯৮]

বড় মর্যাদা

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক লোককে আনসারী এক লোকের কাছে খেজুরের ব্যাগের জন্যে পাঠালেন।

লোকটি আনসারী লোকের কাছে গেলে তিনি তাকে তা দিতে গড়িমসি করলেন.....এবং শুধু তার হাতে দিতে অস্বীকার করলেন।

এতে লোকটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে তা খুলে বলে। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসারী লোকটির থেকে ব্যাগটি নিয়ে আসার জন্যে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে তার সাথে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন।

লোকটি বলল, আবু বকর আমাকে ফজরের সময় মসজিদে সাক্ষাৎ করতে বললেন। তাঁর কথামতো ফজরের সময় সেখানে গিয়ে আমি তাঁকে পেলাম। তারপর আমি তাঁর সাথে চলতে লাগলাম। চলার পথে দেখলাম, হযরত আবু বকর যাকেই দেখতেন তাকে দূর থেকেই সালাম দিতেন।

পরে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আমাকে বললেন, যখন তুমি চাইবে মর্যাদা কুড়িয়ে নিতে তখন কাউকে তুমি তোমার আগে সালাম দিতে দিবে না।[৯৯]

আপনি আমাকে আদেশ করুন আমি তার ঘাড়ে আঘাত করি

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এক লোকের ওপর কঠিনভাবে রাগান্বিত হয়েছেন। এ রকম রাগ হতে তাঁকে কখনো দেখা যায়নি।

তখন তাঁকে আবু বারজা বললেন, হে আল্লাহর রাসূলের খলিফা! আপনি আমাকে আদেশ করুন আমি তার ঘাড়ে আঘাত করি।

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু চিৎকার দিয়ে বললেন, তোমার মা তোমাকে হারাতো! তুমি কি বলছ?

আবু বারজা বললেন, আল্লাহর শপথ! যদি আপনি আমাকে হত্যা করার আদেশ দিতেন তবে আমি তাকে হত্যা করে ফেলতাম।

---

[৯৮] আল জামিউত তিরমিযী, ২১৬৮ পৃ.।

[৯৯] আত তিবরানী, ১ম খণ্ড, ৩০০ পৃ.।

www.pathagar.com

হযরত আবু বকর বললেন, আবু বারজা! তোমার মা তোমাকে হারাতো! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পর আর কারো জন্যে এ সুযোগ নেই। (অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত অন্য কারো জন্যে এ মর্যাদা নেই যে, নিজের থেকে যেকোনো আদেশ দিলে তা প্রজারা বাস্তবায়ন করবে)।[১০০]

তুমি ও তোমার সম্পদ সবই তোমার বাবার

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু খলিফা থাকাকালীন এক লোক তাঁর কাছে খুব আফসোসের সাথে বলল, আমার বাবা তাঁর নিজের প্রয়োজনে আমার সব সম্পদ নিয়ে যেতে চাচ্ছেন।

এ কথা শুনে তিনি লোকটির বাবাকে হাজির করে বললেন, তোমার চলার জন্যে যতটুকু সম্পদ প্রয়োজন তোমার ছেলের ততটুকু সম্পদ তোমার।

তখন লোকটি বলল, হে আল্লাহর রাসূলের খলিফা! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি বলেননি যে, তুমি ও তোমার সম্পদ সবই তোমার বাবার।

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, হ্যাঁ বলেছেন.....তবে তিনি তা দ্বারা শুধু ভরণপোষণের পরিমাণ বুঝিয়েছেন।[১০১]

কল্যাণের পথে অগ্রগামী

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মানুষের মাঝে বসে মর্যাদা ও কল্যাণ নিয়ে আলোচনা করছিলেন। যখনি তাঁর সামনে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর নাম উল্লেখ করা হয়েছে, সাথে সাথে তিনি বললেন, তোমরা অধিক অগ্রগামীকে উল্লেখ করেছ।

তারপর তিনি তাঁর আওয়াজ উঁচু করে বললেন, যার হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! কোনো ভালো কাজে আমাদের মধ্যে কেউই আবু বকরের আগে যেতে পারেনি।[১০২]

---

[১০০] মুসনাদে আবু ইয়া'লা, (৭৯-৮০) পৃ.।
[১০১] আল খুলাফায়ুর রাশিদীন, আবু বকর আসসিদ্দিক, ৮২ পৃ.।
[১০২] মাজমাউজ জাওয়ায়িদ, ৯ম খণ্ড, ৪৯ পৃ.।

www.pathagar.com

তুমি কি এটি পছন্দ কর

ওমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, আমরা কঠিন গরমের সময় তাবুকের যুদ্ধে রওনা দিলাম। পথে এক জায়গায় আমরা যাত্রা বিরতি করলাম। তখন আমাদের এত বেশি পিপাসা লেগেছিল যে, মনে হচ্ছিল আমাদের শক্তি শেষ হয়ে যাবে।

এ অবস্থা দেখে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ তো আপনার দোয়া কবুল করেন, সুতরাং আপনি আল্লাহর কাছে দোয়া করুন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি কি এটি পছন্দ কর?

তিনি বললেন, হ্যাঁ।

তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দু'হাত তুললেন। হাত নামানোর আগেই আকাশে মেঘ দেখা দিল। তারপর বৃষ্টি হলো। সাহাবিগণ তাদের পাত্রগুলো পানি ভরে নিল।

শ্রবণ ও দৃষ্টি

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদেরকে কোরআন শিক্ষার ব্যাপারে নসিহত করছিলেন।

তিনি বললেন, তোমরা চার ব্যক্তি থেকে কোরআন গ্রহণ কর- ইবনে উম্মে আবদ (আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ), মুয়াজ, উবাই ও সালিম মাওলা আবু হুজাইফা। আমি ইচ্ছা করেছি তাদেরকে বিভিন্ন জাতির মাঝে পাঠাব যেমনিভাবে ঈসা বিন মারয়াম বনূ ইসরাঈলী তার হাওয়ারীদেরকে প্রেরণ করেছিলেন।

তখন এক লোক বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আবু বকর ও ওমরের ব্যাপারে আপনার সিদ্ধান্ত কি?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি তাদের অমুখাপেক্ষী নই। ধর্মের ব্যাপারে তারা শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তির মতো।[১০৩]

---

[১০৩] মাজমাউজ জাওয়ায়িদ, ৯ম খণ্ড, ৫৫ পৃ.।

www.pathagar.com

যে সামান্য পরিমাণ আমল করবে

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে নাস্তা করছিলেন তখন এ আয়াতটি নাযিল হয়েছিল।

فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۝ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۝

অর্থ- অতঃপর যে অণু পরিমাণ সৎকর্ম করবে সে তা দেখতে পাবে আর যে অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করবে সেও তা দেখতে পাবে। (সূরা যিলযাল : ৭, ৮)

এ আয়াত শুনে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু খাওয়া বন্ধ করে দিয়ে খুব ভীত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন- আমাদের করা প্রত্যেক কাজ কি আমরা দেখব।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাদের যে কষ্টগুলো হয়ে থাকে তা তোমাদের খারাপ কাজের প্রতিদান আর ভালো লোকদের ভালো কাজগুলো আখেরাতের জন্যে রেখে দেওয়া হবে।[১০৪]

জান্নাতের পরিণতবয়সিদের সর্দার

একবার হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু কোথাও থেকে আসছিলেন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ দু'জন জান্নাতে নবী ও রাসূল ব্যতীত আগে পরের সকল পরিণতবয়সির সর্দার।

তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আলী! তুমি তাদেরকে এ কথা জানাবে না।[১০৫]

---

[১০৪] আল হাকিম, ২য় খণ্ড, ৫৩২-৫৩৩ পৃ.।

[১০৫] জামিউত তিরমিযী, ৩৫৯৮ পৃ.।

www.pathagar.com

বৃদ্ধার সেবায় মুসলিম বিশ্বের শাসনকর্তা

ওমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মদিনার পার্শ্ববর্তী মহল্লাহ্‌র এক অন্ধ বৃদ্ধা মহিলাকে রাতের বেলায় গিয়ে দেখাশুনা করতেন। তিনি সে বৃদ্ধার পানির ব্যবস্থাসহ অন্যান্য কাজ সম্পন্ন করে দেওয়ার ইচ্ছা করলেন। কিন্তু তিনি প্রতিদিন এসে দেখতেন কে যেন তাঁর আগেই এ সকল কাজ সম্পন্ন করে দিয়ে যেত। এভাবে অনেক দিন সর্বাত্মক চেষ্টা করেও সে বৃদ্ধার সেবা করার সুযোগ তিনি পাননি। কোন লোক গোপনে এ কাজ করে তাকে দেখার জন্যে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু একদিন ওৎ পেতে অপেক্ষা করতে লাগলেন। তিনি দেখে অবাক হলেন, ওই লোকটি স্বয়ং মুসলিম বিশ্বের খলিফা আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু।[১০৬]

দাদির মিরাস ও হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু

একলোকের দাদি আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর কাছে এসে তাঁর মিরাসের দাবি উত্থাপন করলে তিনি বলেন, আল্লাহর কিতাবে আপনার জন্য মিরাসের কোনো অংশ নির্ধারিত নেই। তাছাড়া আমার জানা মতে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ও আপনার জন্য কোনো অংশ নির্ধারণ করেননি। এ কথা বলার পর তিনি উপস্থিত জনতাকে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করলে মুগীরা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু দাঁড়িয়ে বললেন, আমি দেখতে পেয়েছি যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক দাদিকে পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-ষষ্ঠাংশ দিয়েছেন। এরপর আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, তোমার সাথে আর কেউ ছিল কি?

তখন মুহাম্মদ বিন মাসলামা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এ ব্যাপারে সাক্ষ্য দিলে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সেই দাদিকে তার প্রাপ্য অধিকার প্রদান করেন।[১০৭]

---

[১০৬] আবু বকর লি আলী আত্তানতাবী, ২৯ পৃ.।

[১০৭] তাযকিরাতুল হুফ্‌ফায লিয যাহাবী, ১ম খণ্ড, ২০।

www.pathagar.com

বায়তুল মাল উন্মুক্ত কর

মদিনার উপত্যকায় হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর রাষ্ট্রীয় কোষাগার ছিল, কিন্তু সেখানে কোনো পাহারাদার ছিল না।

তখন তাঁকে কেউ একজন বলল, হে আল্লাহর রাসূলের খলিফা! আপনি কি কোষাগারে কোনো পাহারাদার নিযুক্ত করবেন না।

তখন তিনি বললেন, এ ব্যাপারে চিন্তার কিছু নেই।

সে বলল, কেন?

তিনি বললেন, তাতে তালা আছে।

হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কোষাগারে যা আসত তা সাথে সাথে বণ্টন করে দিতেন। এতে করে স্বাভাবিকভাবে কোষাগারে কোনো সম্পদ থাকত না। যখন হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু উপত্যকা থেকে মদিনায় এসে বসবাস শুরু করেন তখন তিনি কোষাগারটিও নিজের বাড়িতে স্থানান্তর করে নিয়ে আসেন। যখন কোনো প্রকার সম্পদ আসত তখন তা তিনি তাতে রেখে সবগুলো বণ্টন করে দিতেন।

হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর ইন্তেকালের পর দাফন শেষে হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বিশ্বস্তদের ডেকে কোষাগারে প্রবেশ করলেন, কিন্তু তাঁরা সেখানে কোনো দিনার বা দিরহাম পাননি। সেখানে তাঁরা ধন-সম্পদ রাখার শক্ত মোটা কাপড়ের একটি ব্যাগ পেলেন। ব্যাগটি ঝাড়া দিলে, তা থেকে মাত্র একটি দেরহাম বের হয়ে পড়ল। তখন তাঁরা হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর জন্যে আল্লাহর নিকট রহমের দোয়া করলেন।[১০৮]

[১০৮] তাবাকতু ইবনি সা'দ, ৩য় খণ্ড, ২১৩ পৃ.।

www.pathagar.com

হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সদকা

হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে তাঁর সদকা নিয়ে এলেন। তিনি তা খুব গোপনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দিয়ে ক্ষীণকণ্ঠে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এগুলো আমার সদকা। আল্লাহর জন্যে আমার কাছে পুনরায় সদকার কথা রইল।

তারপর হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁর সদকা নিয়ে এলেন। তিনি তা প্রকাশ্যে প্রদান করে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এগুলো আমার সদকা আর আল্লাহর নিকট আমার জন্যে এর প্রতিদান।

তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন, ওমর! তুমি সুতা ছাড়াই ধনুক বাঁকা করে ফেলছ।(অর্থাৎ, তুমি আবু বকরকে পিছনে ফেলতে চেষ্টা করেছ, কিন্তু সক্ষম হওনি।

তারপর তিনি বললেন, তোমাদের কথার মধ্যে যেমন পার্থক্য, সদকার মধ্যেও তেমন পার্থক্য।[১০৯]

যদি আমি পাখি হতাম

স্বচ্ছ আবহাওয়ায় হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বের হলেন। তাঁর দৃষ্টি তখন আকাশের দিকে। ঠিক সেই সময় তিনি দেখলেন একটি পাখি গাছের ডালে বসে গান গাইছিল।

তখন তিনি খুব আবেগের সাথে বলতে লাগলেন, হে পাখি, শুভ সংবাদ তোমার! আল্লাহর শপথ! আমি তোমার মতো হতে পছন্দ করি। তুমি গাছে বস, সেখান থেকে ফল খাও, তারপর উড়ে যাও, তোমার কোনো হিসাবও নেই, কোনো শাস্তিও নেই!

আল্লাহর শপথ! আমি পছন্দ করি রাস্তার পাশের গাছ হতে, আমার পাশ দিয়ে উট যেত আর আমাকে তার মুখের ভেতরে ঢুকিয়ে নিত এবং চিবিয়ে খেয়ে ফেলত। এরপর আমাকে গ্রাস করে বর্জ্য বানিয়ে পেট থেকে বের করত। এরপরও যদি আমি মানব না হতাম।[১১০]

---

[১০৯] আবু নুআ'ইম, ১ম খণ্ড, ৩২ পৃ.।

[১১০] মুসান্নাফে ইবনি শায়বা, ৮ম খণ্ড, ১৪৪ পৃ.।

www.pathagar.com

উসামার নেতৃত্ব ও হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দুনিয়া ত্যাগ করে মহান রবের নিকটে চলে গেলেন। মানুষেরা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর হাতে বাইয়াত হলো। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অন্তিম ইচ্ছা পুরো করার জন্য উসামার নেতৃত্বে সেই বাহিনীকে রোমের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন।

কিন্তু আনসারী কিছু সাহাবী এ বাহিনী পরে পাঠানোর প্রস্তাব দেন। তারা উমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর সাথে এ ব্যাপারে কথা বলতে অনুরোধ করেন। তারা তাঁকে বলেন, যদি তিনি এ বাহিনী প্রেরণ করতেই চান তাহলে তিনি যেন আমাদের থেকে বয়স্ক কারো নেতৃত্বে এ বাহিনী প্রেরণ করেন।

যখন হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে এ কথা শুনতে পেলেন তিনি সাথে সাথে হযরত ওমরের দাড়ি ধরে রাগান্বিত হয়ে বললেন, হে ওমর! তোমাকে তোমার মা হারাতো! উসামাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নেতৃত্ব দিয়েছেন আর তুমি আমাকে আদেশ দিচ্ছ আমি সে নেতৃত্ব অন্যের হাতে তুলে দিতাম? আল্লাহর শপথ! তা হতে পারে না।

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু যখন মানুষের নিকটে ফিরে গেলেন, মানুষ তাঁকে সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল।

তিনি বললেন, তোমাদেরকে তোমাদের মা হারাতো! তোমাদের কথা মতো চলার কারণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খলিফার নিকটে আমি যা কিছুর সম্মুখীন হওয়ার হয়ে গেছি।[১১১]

হে শ্রেষ্ঠ মানব

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পর শ্রেষ্ঠ মানব।

এতে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তখন লাজুকভাবে মাথা নেড়ে বললেন, তুমি এ কথা বলছ! অথচ আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, ওমরের থেকে শ্রেষ্ঠ কোনো মানুষের ওপর সূর্য উদিত হয়নি।[১১২]

---

[১১১] সুওয়ারুম মিন হায়াতিস সাহাবা, উসামা বিন জায়িদ।

[১১২] জামিউত তিরমিযী, ৩৬১৭ নং হাদিস।

www.pathagar.com

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর আযাদকৃত দাস

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মক্কায় থাকাকালীন অন্যদের থেকে দাস-দাসী ক্রয় করে আযাদ করে দিতেন। তিনি বেশিরভাগ ইসলাম গ্রহণকারী মহিলা ও দুর্বল ব্যক্তিদের আযাদ করে দিতেন।

তখন তাঁর পিতা আবু কুহাফা এসে বলল, হে আমার ছেলে! আমি দেখছি তুমি দুর্বল দুর্বল মানুষদের আযাদ করছ। যদি তুমি শক্তিশালীদের আযাদ করতে তাহলে তোমার বিপদে তারা পাশে দাঁড়াত এবং তোমার শত্রুদেরকে প্রতিহত করত।

এ কথা শুনে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, হে আমার পিতা! আমি আল্লাহর কাছে যা আছে তা চাচ্ছি। তখন আল্লাহ তাআ'লা এ আয়াত নাযিল করলেন। فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ

অর্থ- অতএব, যে দান করে এবং খোদাভীরু হয়। (সূরা লাইল : ৫)[১১৩]

পিতার সাথে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর ব্যবহার

আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ছিলেন পিতার বাধ্যগত সন্তান। তিনি তাঁর সাথে সদাচরণ করতেন। দ্বাদশ হিজরীর রজব মাসে ওমরা পালনার্থে মদিনা থেকে পবিত্র মক্কা নগরীর উদ্দেশে একদল যুবক অনুচর সাথে নিয়ে রওনা করেন। তথায় তিনি সকালে পৌঁছেন। তিনি নিজ বাড়িতে যান। তিনি যখন বাড়িতে গিয়ে পৌঁছেন তখন তাঁর বাবা বাড়ির দরজার সামনে বসেছিলেন। তাঁকে লোকেরা বলল, এই তো আপনার ছেলে এসেছে। তিনি তখন আনন্দের সাথে দাঁড়িয়ে গেলেন। অন্যদিকে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু অতি তাড়াতাড়ি তাঁর উটকে বসিয়ে নামলেন। সর্বপ্রথম তিনি পিতার সাথে দেখা করে খোঁজ খবর নিলেন। এরপর আশপাশের লোকজন তাঁর সাথে সালাম বিনিময় করেন। আর এ লোক সমাগমের মাঝে তাঁর বাবা বলে উঠলেন, আল্লাহ তাআ'লা তোমাকে এদের শাসনকর্তা বানিয়েছেন, সুতরাং তুমি এদের সাথে ভালো ব্যবহার করো। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, বাবা! আমার ওপর অত্যন্ত কঠিন দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। আল্লাহর বিশেষ রহমত আর সাহায্য ব্যতীত আমার পক্ষে তা আঞ্জাম দেওয়া সম্ভব নয়।[১১৪]

---

[১১৩] তারিখুল খুলাফা, ৮২ পৃ.।

[১১৪] সিফাতুস সফওয়াহ্, ১ম খণ্ড, ১৫৮ পৃ.।

www.pathagar.com

লানতকারী হয়ো না

আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। ওই সময় তিনি তাঁর কতিপয় গোলামকে লানত দিচ্ছিলেন।

তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, কা'বার প্রভুর শপথ! সিদ্দিক ও লা'নতকারী এক সাথে হতে পারে না।

সেদিন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর সে দাসগুলো মুক্ত করে দিলেন।

আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা বলেন, তারপর তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে বললেন, আমি এমন কখনো করব না।

জনগণকে তাঁর বাইয়াত থেকে মুক্ত করে দেন

১৩ হিজরী জমাদিউল উখরায় আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু অসুস্থ হয়ে পড়েন। এমনকি তাঁর অসুস্থতা কঠিন আকার ধারণ করে। প্রতিদিন তাঁর অসুস্থতা বৃদ্ধি পেতেই থাকে। তাই তিনি চাইলেন যে, জনগণকে তাঁর কাছে একত্রিত করতে। পরে সবাই তাঁর কাছে উপস্থিত হলে তিনি তাদের উদ্দেশে বললেন, আমি যে কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছি তা তোমরা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করছ। আমার মনে হয় আমি বেশি দিন বাঁচব না। সুতরাং আল্লাহ তাআ'লা আমার বাইয়াত থেকে তোমাদেরকে মুক্ত করে দিয়েছেন। আমার দায়বদ্ধতা থেকে তোমরা সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে গেছ। তোমাদের রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব তোমাদের। তাই তোমরা তোমাদের পছন্দের আমির নির্বাচন করে নাও। কেননা, আমি আশা করি যে, আমার জীবদ্দশায় তোমরা আমির নির্বাচন করলে পরস্পর মতানৈক্যে জড়াবে না।[১১৫]

[১১৫] তারিখুল ইসলাম ৯ম খণ্ড, ২৫৮ পৃ.।

www.pathagar.com

আপনি পরবর্তীদের কাঁদিয়ে গেলেন

সময় তার গতিতে চলছিল। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু অসুস্থ অবস্থায় বিছানায় পড়ে আছেন।

এ কঠিন মুহূর্তে হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা তাঁর পাশে বসেছিলেন। অন্যদিকে তাঁর চোখ দিয়ে অবিরাম অশ্রু ঝরছিল।

তখন হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ক্ষীণকণ্ঠে বললেন, হে আমার মেয়ে! আমি কোরাইশদের মধ্যে বড় ব্যবসায়ী ও অর্থশালী ছিলাম। যখন আমার হাতে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব আসে তখন আমি দেখেছি আমার কষ্টের পরিমাণ অর্থ আমার নিকট আসত.....।

হে আমার কন্যা! এ জুব্বা, এ পাত্র আর এ গোলাম ব্যতীত ওই সম্পদের আর কিছুই বাকি নেই। যখন আমি মারা যাব তুমি এগুলো দ্রুত ওমর বিন খাত্তাবের কাছে পৌঁছিয়ে দিবে।

তিনি ইন্তেকাল করার পরে দাফন শেষে হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা সেই জুব্বা, পাত্র ও গোলাম নিয়ে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর কাছে গেলেন।

এগুলো দেখে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু অশ্রুঝরা চোখে বললেন, আল্লাহ আবু বকরের ওপর রহম করুন, তিনি তাঁর পরবর্তীদের শোকে ভাসিয়ে গেলেন। তিনি পছন্দ করেছেন যে, তাঁর চলে যাওয়ার পরে কেউ যেন কোনো কথা বলতে না পারে। আল্লাহর শপথ! যদি পুরো বিশ্ববাসীর ঈমানের সাথে আবু বকরের ঈমান মাপা হয় তবে অবশ্যই আবু বকরের ঈমানের ওজন বেশি হবে। আল্লাহর শপথ! আবু বকরের শরীরের লোম হওয়াও আমি পছন্দ করি।

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, আবু বকর মারা গেছেন, কিন্তু তিনি কোনো দিনার বা দিরহাম রেখে যাননি। যখনই তিনি কোনো সম্পদ গ্রহণ করতেন তা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে রেখে দান করে দিতেন।[১১৬]

---

[১১৬] আজ্ জুহদ লিল ইমাম আহমদ, ১১০-১১১ পৃ. ও আল মাতলিবুল আ'লিয়া, ৪র্থ খণ্ড, ৩৭ পৃ.।

www.pathagar.com

কথা না বলার মানতকারী মহিলার প্রতি নসিহত

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু যয়নব নামের এক কট্টরপন্থী মহিলার কাছে গিয়ে দেখলেন সে কথা বলছে না। তিনি উপস্থিত লোকদেরকে বললেন, এ মহিলা কথা বলছে না কেন?

তারা বলল, সে মানত করেছে কারো সাথে কথা বলবে না।

এ কথা শুনে তিনি বললেন, কথা বর্জন করা অবৈধ। এমন কাজ জাহিলী যুগে করা হতো। এ কথা শুনে মহিলাটি মানত ভঙ্গ করল।

সে জিজ্ঞেস করল, আপনি কে?

তিনি বললেন, আমি একজন মুহাজির।

সে আবার জিজ্ঞেস করল, আপনি কোন গোত্রের মুহাজির?

তিনি বললেন, কুরাইশ গোত্রের।

সে আবার জিজ্ঞাসা করল, কুরাইশ গোত্রের কে আপনি?

তিনি কিছুটা বিরক্তির স্বরে বললেন, তুমি তো দেখি অধিক প্রশ্ন কর?

অতঃপর সেই মহিলা জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূলের খলিফা! আল্লাহ তাআ'লা জাহেলিয়াতের পর যে সত্য ও সঠিক ধর্ম দ্বীনে ইসলাম দান করেছেন, এর ওপর আমরা কতদিন অটল অবিচল থাকতে পারব?

তিনি উত্তরে বললেন, যতদিন তোমাদের নেতাগণ সঠিক পথ গ্রহণ করে তা গোটা রাষ্ট্রে কায়েম রাখবে। সেই মহিলা পুনরায় প্রশ্ন করল নেতা আবার কারা?

তিনি বললেন, তোমার সম্প্রদায়ের মধ্যে কি বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ নেই? যাদের কথা জনসাধারণ মেনে চলে?

মহিলা বলল, জ্বী আছে।

তখন আবু বকর সিদ্দিক বললেন, এরাই হচ্ছেন নেতা।[১১৭]

মৃত্যুর বিছানায়

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু অসুস্থ শরীর নিয়ে মৃত্যুর বিছানায় পড়ে আছেন। তিনি দুর্বল শরীর নিয়ে তাঁর রাতগুলো বিছানায় কাটাচ্ছিলেন।

লোকেরা বলতে লাগল, হে আবু বকর!.....হে আল্লাহর রাসূলের খলিফা! আমরা আপনার জন্যে ডাক্তার ডাকব না?

---

[১১৭] সহীহ বুখারী।

www.pathagar.com

তিনি মৃদু হেসে বললেন, ডাক্তার কিছুক্ষণ আগে আমার কাছে এসেছে।

লোকেরা আশ্চর্য হয়ে বলল, তিনি কি বলেছেন।

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, তিনি বলেছেন, আমি যা ইচ্ছে তা করি।

এ কথা শুনে মানুষ খুব আফসোস করতে করতে ফিরে গেল।

এরপর হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা তাঁর কাছে আসেন তখন মৃত্যু তাঁর অতি নিকট চলে এসেছিল। তিনি অশ্রুঝরা চোখে বলতে লাগলেন ..

لَعَمْرُكَ مَا يَغْنِي الثَّرَاءُ عَنِ الْفَتَى إِذَا حَشْرَجَتْ يَوْمًا وَضَاقَ بِهَا الصَّدْرُ

কসম তোমার জীবনের
মাটি যুবক থেকে বিমুখ নয়।
যখন মৃত্যুর পূর্বে গলে
ঘড় ঘড় করে ও বক্ষ সঙ্কীর্ণ হয়।

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তখন তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন, হে আমার মেয়ে! ব্যাপারটি এরূপ নয়; বরং তুমি বল..... وَجَآءَتْ سَكْرَةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقِّ অর্থ- মৃত্যু যন্ত্রণা নিশ্চিতই আসবে....। (সূরা ক্বাফ, ১৯)

তারপর তিনি হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা-কে ক্ষীণকণ্ঠে বললেন, তুমি আমার এ দুটি কাপড় দেখ, এ দুটিকে ধুয়ে দাও। এর দ্বারাই আমার কাফন দিও। কেননা মৃতব্যক্তি থেকে জীবিতরা নতুন কাপড়ের প্রতি অধিক মুখাপেক্ষী।

হযরত সালমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর শেষ অবস্থায় তাঁর কাছে এসে বললেন, হে আবু বকর!..... হে আল্লাহর রাসূলের খলিফা!.....আপনি আমাকে উপদেশ দিন।

তখন হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, আল্লাহ তাআ'লা তোমাদের জন্যে দুনিয়া খুলে দিয়েছেন। সুতরাং তোমরা এর থেকে তোমাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত গ্রহণ করো না। আর যে ব্যক্তি ফজরের নামায আদায় করবে সে আল্লাহর আশ্রয়ে থাকে। সুতরাং তুমি আল্লাহর আশ্রয় হারিয়ে ফেল না। আর এর প্রতিফলে তোমার চেহারা জাহান্নামে আগুনে জ্বলবে।[১১৮]

---

[১১৮] আজ্ জুহদ লিল ইমাম আহমদ, ১০৯-১১০ পৃ.।

www.pathagar.com

জান্নাত পেয়ে সফল

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মৃত্যুবরণ করার পর মদিনায় শোকের ছায়া নেমে আসল। সেদিন আবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইন্তেকালের কথা মনে করিয়ে দিল।

তখন হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এসে বললেন, আমরা আল্লাহর জন্যে এবং আল্লাহর কাছেই ফিরে যাব.....আজ নবুওয়াতের খিলাফত শেষ হয়ে গেছে।

তিনি দ্রুত হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর বাড়িতে গিয়ে দরজায় দাঁড়ালেন।

এরপর তিনি বলতে লাগলেন, আবু বকর! আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন। আপনি ছিলেন ইসলাম গ্রহণে সর্বাগ্রে, ঈমানের দিক দিয়ে সবার সেরা, বিশ্বাসের দিকেও সবচেয়ে শক্তিশালী, সর্বাধিক আল্লাহ ভীরু, সবচেয়ে বেশি মর্যাদার অধিকারী, সর্বাধিক (রাসূলের) সাহচর্য গ্রহণকারী, সর্বাধিক মর্যাদার অধিকারী এবং সুপথের দিক থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অধিক নিকটবর্তী। আপনি মুমিনদের জন্যে একজন দয়ালু পিতার মতো ছিলেন। তারা আপনার পরিবারের সদস্যের মতো ছিল। আপনি তাদেরকে সম্মুখে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। আর চলে গিয়ে তাদেরকে শোকের সাগরে ভাসিয়ে দিলেন এবং জান্নাত পেয়ে সফল হলেন।

আর আমরা তো আল্লাহর জন্য এবং তাঁর নিকটই ফিরে যাব। আল্লাহর সিদ্ধান্তে আমরা সন্তুষ্ট এবং তাঁর কাজ আমরা তাঁর ওপরই সমর্পণ করলাম। মুসলামনরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পর আপনার মতো মানুষ আর পাবে না। আপনি দ্বীনের জন্যে এক দুর্গের মতো ছিলেন। এখন আল্লাহ তাআ'লা আপনাকে তাঁর নবীর কাছেই নিয়ে গেলেন। আল্লাহ যেন আপনার প্রতিদান থেকে আমাদের বঞ্চিত না করেন এবং আপনার পরে আমাদেরকে পথভ্রষ্ট না করেন।

তারপর তিনি কান্না শুরু করলেন, তাঁর সাথে সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অন্যান্য সাহাবিগণও কান্না শুরু করলেন। আর তাঁরা বলতে লাগলেন, হে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চাচাতো ভাই আপনি ঠিক বলেছেন।[১১৯]

সমাপ্ত

[১১৯] মাজমাউজ জাওয়ায়িদ, ৯ম খণ্ড, ১০ পৃ.।

www.pathagar.com

দারুস সালাম বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত বইয়ের তালিকা

ক্রম.নং	বইয়ের নাম	লেখক	হাদিয়া
১.	কুরআনুল কারীম (সরল অনুবাদ, টীকা হাদীস)	অধ্যাপক মুজিবুর রহমান ড. খ ম আব্দুর রাজ্জাক	৯৫০ টাকা
২.	সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর জীবনী	ডক্টর মাজেদ আলী খান	৬০০ টাকা
৩.	আল কুরআনের সারমর্ম	শাহ আলম খান ফারুকী	৭৫০ টাকা
৪.	আর রাহীকুল মাখতূম	আল্লামা শফিউর রহমান মোবারকপুরী	৭৫০ টাকা
৫.	বিষয়ভিত্তিক কুরআন ও সহীহ হাদীস সংকলন-১	ডক্টর খ ম আব্দুর রাজ্জাক মুহাম্মদ ইউসুফ আলী শেখ	৩৫০ টাকা
৬.	বিষয়ভিত্তিক কুরআন ও সহীহ হাদীস সংকলন-২	ডক্টর খ ম আব্দুর রাজ্জাক মুহাম্মদ ইউসুফ আলী শেখ	৪০০ টাকা
৭.	দারুসুল কুরআন ও দারুসুল হাদীস-১	মুহাম্মদ ইসরাফিল	১৪০ টাকা
৮.	দারুসুল কুরআন (শেষ ১৪ সূরা)	মাওলানা শাহ আলম খান ফারুকী	১৬০ টাকা
৯.	Quranic Vocabulary তিন ভাষায় উচ্চারণসহ	আব্দুল করিম পারেখ	২৯৫ টাকা
১০.	আল কুরআনে নারী (নারীর প্রতি আল্লাহর নির্দেশ)	মুহাম্মদ ইউসুফ আলী শেখ মোহাম্মদ নাছের উদ্দিন	২৬০ টাকা
১১.	মহানবী (স)-এর গুণাবলী	হাফেয মাওলানা মোঃ ছালাহ্ উদ্দীন কাসেমী	২৫০ টাকা
১২.	কেমন ছিলেন রাসূল (স)	আল্লামা আবদুল মালেক আল কাসেম আল্লামা আদেল বিন আলী আশ শিদ্দী	২০০ টাকা
১৩.	রাসূলুল্লাহ (স)-এর বিপ্লবী জীবন	আবু সলীম মুহাম্মদ আবদুল হাই	১৬০ টাকা
১৪.	আরবী কবি, সাহিত্যিক ও সাহিত্য	জি এম মেহেরুল্লাহ	১৯০ টাকা
১৫.	মহিলা সাহাবীদের জীবনচিত্র	ড. আব্দুর রহমান রাফাত পাশা	১৩০ টাকা
১৬.	সুয়ারুম মীন হায়াতুস সাহাবা	ড. আব্দুর রহমান রাফাত পাশা	৩৪০ টাকা
১৭.	সুয়ারুম মীন হায়াতুস সাহাবা	ড. আব্দুর রহমান রাফাত পাশা	৩০০ টাকা
১৮.	মুক্তির একমাত্র পথ শিরকমুক্ত ইবাদাত	আহসান ফারুক	১৮০ টাকা
১৯.	রাসূল ﷺ-এর পছন্দনীয় ও অপছন্দনীয় কাজ	মোহাম্মদ নাছের উদ্দিন	২৬০ টাকা
২০.	কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে বারো চান্দের ফজিলত	তুর্কী উসমানী, আহসান ফারুক	প্রকাশিতব্য
২১.	শব্দার্থে হিসনুল মুসলিম	সাঈয়েদ ইবনে আলী আল কাহ্তানী	২২৫ টাকা
২২.	তাকওয়ার গুরুত্ব ও ফজিলত	ডক্টর ফযলে এলাহী	১৮০ টকা
২৩.	রাহমাতুল্লিল আলামিন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ	মুহাম্মদ ইকবাল কিলানী আলামা আবু আবদুর রাহমান	৩৬০ টাকা
২৪.	কিয়ামতের আলামত বিষয়ে রাসূলের ভবিষ্যত বাণী	মুহাম্মদ ইকবাল কিলানী	১৮০ টাকা
২৫.	কিয়ামতের বর্ণনা রাসূল (স) দিলেন যেভাবে	মুহাম্মদ ইকবাল কিলানী	২৪০ টাকা
২৬.	লা-তাহযান (হতাশ হবেন না)	ড. আয়েয আল কারনী	৫৫০ টাকা
২৭.	রাসূল সা.-এর ২৪ ঘন্টার আমল	প্রফেসর ইউসুফ আলী শেখ	৩৫০ টাকা
২৮.	রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামায	ডক্টর খ ম আব্দুর রাজ্জাক	৩৬০ টাকা
২৯.	সোনামণিদের সুন্দর নাম	মো ঃ আব্দুল লতীফ	২২০ টাকা
৩০.	মৃত্যুর পরে অনন্ত জীবন	মুহাম্মদ ইকবাল কিলানী	৩৫০ টাকা
৩১.	কবীরা গুনাহ	ইমাম আয যাহাবী	২৬০ টাকা
৩২.	বাইবেল কুরআন বিজ্ঞান	ডা. মরিচ বুকাইলি	৩০০ টাকা
৩৩.	আসুন আলাহর সাথে কথা বলি	মাওলানা মুহাম্মাদ মিজানুর রহমান	৩০০ টাকা
৩৪.	ইসলামে নারী	আল বাহি আল খাওলী	৩৩০ টাকা
৩৫.	ইসলামের দৃষ্টিতে প্রেম-ভালবাসা	আলামা ইবনুল জাওযী	২৫০ টাকা
৩৬.	আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না	প্রফেসর ড. ফযলে এলাহী	২৬০ টাকা
৩৭.	৩৬৫ দিনের ডায়েরী (আল্লাহ ও রাসূল ﷺ-এর সাথে প্রতিদিন)	মোহাম্মদ নিজাম উদ্দিন	৩৩০ টাকা
৩৮.	বিষয় ভিত্তিক কুরআন হাদীস পথ নির্দেশিকা	মুহাম্মদ আবদুল জাব্বার মোহাম্মদ নিজাম উদ্দিন	১১০ টাকা
৩৯.	গল্পে গল্পে আবু বকর রা.	মুহাম্মদ সিদ্দিক আল মানশাভী	১৩০ টাকা
৪০.	গল্পে গল্পে ওমর রা.	মুহাম্মদ সিদ্দিক আল মানশাভী	১৪০ টাকা

www.pathagar.com

ক্রম.নং	বইয়ের নাম	লেখক	হাদিয়া
৪১.	গল্পে গল্পে ওসমান রা.	মুহাম্মাদ সিদ্দিক আল মানশাভী	১৪০ টাকা
৪২.	গল্পে গল্পে আলী রা.	মুহাম্মাদ সিদ্দিক আল মানশাভী	১৪০ টাকা
৪৩.	গল্পে গল্পে ওমর বিন আব্দুল আযীয	মুহাম্মাদ সিদ্দিক আল মানশাভী	১৪০ টাকা
৪৪.	প্রথম মুসলমান হযরত খাদিজা (রা.)	রাশীদা হাইলামায	১৩০ টাকা
৪৫.	আদাবে যিন্দেগী	আল্লামা ইউসুফ ইসলাহী	২৭০ টাকা
৪৬.	মহিলা সাহাবী	তালীবুল হাশেমী	৩৪০ টাকা
৪৭.	ইসলামী ব্যাংকিং ও বীমা	ডক্টর মুহাম্মদ নূরুল আমিন	৩৫০ টকা
৪৮.	বিষয়ভিত্তিক হাদীসে কুদসী	তাহক্বীক : নাসিরুদ্দিন আলবানী	২০০ টকা
৪৯.	কিভাবে সফল হবেন	জি এম মেহেরুল্লাহ	১৫০ টাকা
৫০.	রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রদর্শিত সালাত ও যিক্‌র	আহসান ফারুক	১৮০ টাকা
৫১.	সৃজনশীল পদ্ধতিতে ভালো ছাত্র হওয়ার উপায়	মুহাম্মাদ মিজানুর রহমান	১৬০ টাকা
৫২.	সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ কে?	মুহাম্মদ হারেছ উদ্দিন	২২৫ টাকা
৫৩.	খোলাফায়ে রাশেদার ৬০০ শিক্ষণীয় ঘটনা	মুহাম্মাদ সিদ্দিক আল মানশাভী (মিশর)	৩৫০ টাকা
৫৪.	খোলাফায়ে রাশেদা রাযিয়াল্লাহু আনহুম	মোহাম্মদ নাছের উদ্দিন	প্রকাশিতব্য
৫৫.	Enjoy Your Live	ড. মুহাম্মদ বিন আব্দুর রহমান আল আরিফী	৪৫০ টাকা
৫৬.	সহীহ নি'য়ামুল কোরআন	মুহাম্মাদ ইকবাল কিলানী	৪০০ টাকা
৫৭.	বুখারী শরীফ (ব্যাখ্যাসহ)	ইসমাইল বুখরী (রহ)	প্রকাশিতব্য
৫৮.	হায়াতুল হায়ওয়ান	আহাম্মদ বাজাত	৩০০ টাকা
৫৯.	ইসলামে মাতা-পিতা ও সন্তানের অধিকার	আল্লামা ইউসুফ ইসলাহী মুহাম্মদ মিজানুর রহমান	১৫০ টাকা
৬০.	আল্লাহর অভিশাপ যাদের উপর	ড. খ ম আব্দুর রাজ্জাক	১২০ টাকা
৬১.	সালাত সম্পাদনের পদ্ধতি	আল্লামা নাসির উদ্দিন আলবানী	২৩০ টাকা
৬২.	আলোকিত নারী	আব্দুল মালিক মুজাহিদ	২১০ টাকা
৬৩.	আবু বকর সিদ্দিক রাযিয়াল্লাহু আনহু	আব্দুল মালিক মুজাহিদ	২৭০ টাকা
৬৪.	রাসূল সা.-এর চোখে দেখা কবরের আযাব	মুহাম্মদ ইকবাল কিলানী	প্রকাশিতব্য
৬৫.	ইসলামে হালাল হারামের বিধান	আল্লামা ইউসুফ আল-কারজাভী	৩৫০ টাকা
৬৬.	ছোটদের বিশ্বনবী (স)	সানিয়াসনাইন খান	১৩০ টাকা
৬৭.	ছোটদের মূসা নবী আ.	সানিয়াসনাইন খান	১২০ টাকা
৬৮.	ছোটদের ইউসুফ নবী আ.	সানিয়াসনাইন খান	১২০ টাকা
৬৯.	ছোটদের হযরত আয়েশা (রা.)	স্যার নাফিস খাঁন, টরেন্টো, কানাডা	প্রকাশিতব্য
৭০.	মুসলিম পরিবারের সন্তানের আজ কেন ইসলাম বিমুখ?	মোহাম্মদ মিজানুর রহমান	২২০ টাকা
৭১.	বিশুদ্ধ দরূদ ও আজীফা	মুফতী মোহাম্মদ ফয়জুল্লাহ	২৭০ টাকা
৭২.	কেন মুসলিম হলাম?	মুহাম্মাদ মিজানুর রহমান	১৬০ টাকা
৭৩.	হিসনুল মুসলিম (বড়)	সাইয়েদ ইবনে আলী আল কাহ্‌তানী	২২০ টাকা
৭৪.	কেয়ামত কখন হবে?	ড. খ. ম. আব্দুর রাজ্জাক	৪৫০ টাকা
৭৫.	মহা প্রলয় (পৃথিবী যখন ধ্বংস হবে)	ড. মুহাম্মদ বিন আব্দুর রহমান আল আরিফী	৪৮০ টাকা
৭৬.	আধুনিক রান্না ও খাদ্য পুষ্টি		৪০০ টাকা
৭৭.	সাইয়াদা ফাতেমাযু যাহরা রা.	প্রফেসর মুহাম্মদ বাইয়ুমী মিহরান	১৮০ টাকা
৭৮.	ক্বাসাছুল আম্বিয়া (আল কুরআনে বর্ণিত ২৫ জন নবী রাসূল)	ইবনে কাসীর র.	প্রকাশিতব্য
৭৯.	জীন কেন্দ্রিক অসুস্থতা প্রতিকার		২৫০ টাকা
৮০.	আল কুরআন ও বিজ্ঞান	মুহাম্মাদ শামীম আখতার	প্রকাশিতব্য
৮১.	সায়েন্টেফিক আল কুরআন	মোহাম্মাদ নাছের উদ্দিন	প্রকাশিতব্য
৮২.	জ্ঞান বৃদ্ধি শত গল্প	মুহাম্মদ মিজানুর রহমান	১৮০ টাকা
৮৩.	শিশু সাহাবীদের জীবন কথা	দারুস সালাম সৌদিআরব	২০০ টাকা
৮৪.	রাসূল সা. যেভাবে নামায পড়তেন	মোহাম্মাদ নাছের উদ্দিন	৫০ টাকা
৮৫.	রাসূল সা.-এর একশত ঘটনাবলী	আব্দুল মালিক মুজাহিদ	প্রকাশিতব্য
৮৬.	রাসূল সা. শিশুদের যা শিক্ষা দিতেন	খন্দকার মোতাহার হোসেন বেলাল	প্রকাশিতব্য
৮৭.	আল্লাহর শিখানো দু'আ ও মুনাজাত (তিন ভাষায়)	ড. খ. ম. আব্দুর রাজ্জাক	৬০ টাকা
৮৮.	মহিলা সাহাবীদের জীবন কথা ও ১০১টি দোয়া	মুহাম্মাদ খালিদ পারভেজ	প্রকাশিতব্য
৮৯.	ওমর ইবনুল খাত্তাব রা.	আব্দুল মালিক মুজাহিদ	প্রকাশিতব্য

www.pathagar.com

গল্পে গল্পে

হযরত আবু বকর

রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু

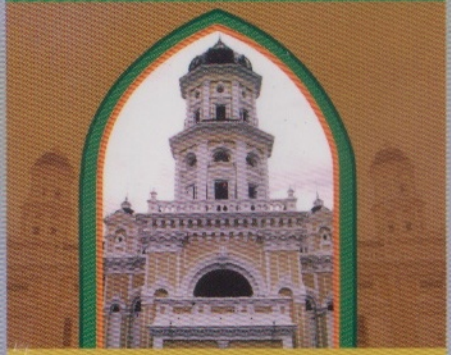

মুহাম্মদ সিদ্দিক আল মান্‌শাবী

দারুস সালাম বাংলাদেশ

ISBN 978-984-91093-6-5

দারুস সালাম বাংলাদেশ
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবা : ০১৭১৫৮১৯৮৬৯, ০১৯৭৫৮১৯৮৬৯